রাষ্ট্রতত্ত্ব

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

তৃতীয় খণ্ড

শাসনপদ্ধতি

[গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র]

(কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংকলিত ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত)

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.

অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা,

'An Introduction to Politics', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), 'অর্থতত্ত্ব', 'ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান', 'প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান', 'বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

১৯৬৫

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ —নভেম্বর, ১৯৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ —ডিসেম্বর, ১৯৬১
তৃতীয় সংস্করণ —মার্চ, ১৯৬৩
চতুর্থ সংস্করণ (স্বতন্ত্র)—জুলাই, ১৯৬৫

মুদ্রাকর : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে কতিপয় নূতন বিষয়বস্তু সংযোজনা করা হইল। বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থার নানা বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল। পুস্তকের শেষে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহের উত্তরের ইংগিত দেওয়া হইল। আশা করি, এই সংস্করণ পাঠে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। প্রকাশক ও প্রেসকে ধন্যবাদ।

শ্যামাপ্রসাদ কলেজ,
কলিকাতা-২৬
১০ই, আষাঢ়, ১৩৭২
ইং ২৬।৬।৬৫

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

THREE YEAR DEGREE COURSE
SYLLABUS IN POLITICAL SCIENCE

Government

Paper III

(a) **Great Britain**—Characteristics of the British Constitution—the Rule of Law—conventions, Position and powers of the British crown.

The Privy Council—The Ministry and the Cabinet.

Characteristics of the British Cabinet—its functions—the position and powers of the Prime-Minister—Relation between the Cabinet and Parliament.

Constitutions and functions of the House of Lords and the House of Commons—Relationship between the two Houses—Privileges of the Houses—How Bills are passed—control of Parliament over finance.

British party system—A brief outline of the British judicial system—Local Government in Great Britain.

(b) **U. S. S. R.**—Chief features of the Constitution. Constitution and functions of the Council of the Ministers. Functions of the Supreme Soviet—The Presidium. The one-party Rule—Role of the Communist Party—The Judiciary.

(c) **U. S. A.**—Chief features of the Constitution of the U. S. A. Position and powers of the President—The Cabinet. Powers and functions of the Two Houses of Congress, Party system. The Federal Judiciary and its functions ; Process of Amendment of the constitution.

(d) **Switzerland**—Chief features of the Constitution. Nature of the Federation—Distribution of powers. The Federal Executive—The Federal Council—its peculiarities, its relation to Federal Legislature. Direct popular Legislation ; the Initiative and Referendum—Federal Judiciary.

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি—গ্রেট বৃটেন

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রতত্ত্ব

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

গ্রেট বৃটেন—(Great Britain)

শাসনপদ্ধতির ক্রমবিকাশ (Growth of the Constitution)

গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোন শাসনব্যবস্থা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তৎপূর্বে গ্রেট বৃটেনের শাসনপদ্ধতির সহিত পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জগৎ সভ্যতার অগ্রগতিতে ইংরাজ জাতির একটা প্রধান অবদান হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন। এইজন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট সভাকে পৃথিবীর সমুদয় আইনসভার মাতৃস্থানীয়া বলা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও সর্বদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিমাণে গ্রেট বৃটেনের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থা শুধু যে খুব প্রাচীন তাহা নয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, এই শাসনব্যবস্থার অখণ্ড ধারাবাহিকতা। অন্যান্য দেশে তাহাদের অধুনা-প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত পূর্বতন শাসনব্যবস্থার আদৌ কোন যোগসূত্র নাই। সেখানে পুরাতন শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া নূতন শাসনব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। ফরাসী, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্বতন শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের বর্তমান শাসনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের ফল। গ্রেট বৃটেনে অতীত ও বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র নষ্ট হয় নাই। রাজনৈতিক কারণে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া পরাতন ব্যবস্থাকে

সময়োপযোগী করা হইয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের এই সহজ ও সময়োপযোগী পরিবর্তনশীলতার জন্য গ্রেট বৃটেনে বিনা রক্তপাতে শাসনব্যবস্থার সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি বৃটিশ জাতি কোনও দিন কোন কারণে ব্যাহত হইতে দেয় নাই। তাই গ্রেট বৃটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও রাজতন্ত্র, রাজার মন্ত্রণাসভা (Privy Council), লর্ডসভা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার অতি প্রাচীন বিভাগগুলি আজও বর্তমান আছে।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের সহিত অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল যে, অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের মত বৃটিশ শাসনতন্ত্র কতকগুলি লিখিত বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমায়িত নহে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র একটি ক্রমবর্ধমান জীবন্ত শক্তি। জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হইতেছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র একমাত্র লিখিত আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় নাই, পরন্তু লিখিত আইন অপেক্ষা অ-লিখিত প্রথাগত বিধান, বিচারবিভাগীয় অনুশাসন, শাসনকর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা অধিকতরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একাধিক উৎস পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসী দেশের অনেক লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেট বৃটেনের কোন নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এইরূপ অভিমতের অসারতা প্রমাণিত হয়।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসীদেশের অধিবাসিগণ শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলিতে এক বা একাধিক লিখিত দলিল বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শাসনতন্ত্র শব্দটি একমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্যাপক অর্থে শাসনতন্ত্র বলিতে লিখিত ও অ-লিখিত—সর্ববিধ বিধি-নিষেধগুলিকে বুঝায়, যদ্দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কোন দেশেরই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা সম্পূর্ণরূপে অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে, অপরপক্ষে অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ শাসনতন্ত্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বা ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্রের ন্যায় বিধিবদ্ধ এক বা একাধিক দলিলে সীমায়িত নয় বলিয়া গ্রেট বৃটেনে কোন শাসনতন্ত্র নাই একথা বলা অযৌক্তিক।

শাসনতন্ত্র শব্দটির অর্থের পার্থক্যহেতু 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' (Unconstitutional) এই সংজ্ঞাটি গ্রেট বৃটেনে ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রেট বৃটেন রাজাসহ পার্লামেন্ট সভা আইনানুগ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার দেশের কোন বিচারালয়ের নাই। পার্লামেন্টে প্রণীত আইন নীতিজ্ঞান-বিরোধী বা জনমত-বিরোধী অথবা প্রচলিত প্রথা-বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু এই আইনের বৈধতাসম্বন্ধে কেহই প্রশ্ন করিতে পারে না। অপরপক্ষে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস-রচিত আইন বা প্রেসিডেন্টের নির্দেশকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। বিচারালয় কর্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত আইন কার্যকরী হয় না। সুতরাং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' শব্দটি বে-আইনী অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' শব্দটি নীতিজ্ঞান-বিরোধী বা জনমত-বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু কখনই 'বে-আইনী' অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের উৎস (Sources of the Constitution)

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত—(ক) শাসনতান্ত্রিক আইন (Laws of the Constitution) ও (খ) প্রথাগত বিধান (Conventions of the Constitution)। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি হইল কতকগুলি বিধিবদ্ধ আইনের সমষ্টি, যাহা বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা হয়। কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না, সুতরাং সেগুলিকে আইনের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি নিম্নলিখিত উপাদান লইয়া গঠিত :—

(১) ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র (Certain Charters and Constitutional Landmarks)

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান অংশ কতকগুলি ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র লইয়া গঠিত। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহাসনদ, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের অধিকারের আবেদন-পত্র, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারের বিল, ১৭০৭ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সহিত মিলনের চুক্তিপত্র প্রভৃতি এই

শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ। যদিও উপরি-উক্ত সনদ ও চুক্তিপত্রগুলির অধিকাংশ পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক প্রণীত হয় নাই, তথাপি কেহই এই সনদ-গুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

(২) পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন (Statutes)

উল্লিখিত সনদ ও চুক্তিপত্রগুলি ছাড়াও পার্লামেন্ট সভা-রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছে। নির্বাচনব্যাপার ও সরকারী নানাবিধ কার্যপরিচালনা করিবার নির্দেশদান করিয়া পার্লামেন্টে যে-সমস্ত আইন রচিত হইয়াছে, সেগুলি বর্তমান শাসনতন্ত্রের একটি বিরাট অংশ। এই আইনগুলির মধ্যে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন, ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনগুলি, ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন, ১৯১৮ সালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions)

বিচারপতিগণ বিচারকালে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন তদ্দ্বারাও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন ঘটে। বিচারপতি-গণ প্রচলিত আইন বা সনদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার সময় অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি করেন। এইরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রায় সকল দেশের শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের উপর বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব সম্পর্কে ডাইসি বলেন যে, এই শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন অপেক্ষা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপে সোমারসেটের মামলায় ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়; হাওয়েলের মামলায় বিচারপতিগণের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয় ও বুসেলের মামলায় জুরীগণের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) প্রথাগত আইন (Common Law)

জাতীয় জীবনের অবশ্যম্ভাবী সহচররূপে কতকগুলি আচারপদ্ধতি ও রীতিনীতি গড়িয়া উঠে। এগুলির দ্বারা জাতীয় জীবন বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনসভা-নিরপেক্ষ রীতিনীতি ও পদ্ধতিগুলি বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ করিয়া আইনের মর্যাদা লাভ করে। গ্রেট বৃটেনে এইরূপ

বহু প্রথাগত আইন শাসনতন্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জুরীর বিচার, বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রথাগত আইনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথাগত বিধান (Conventions)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ প্রথাগত বিধানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ, এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে গঠিত হইয়াছে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহার সৃষ্টি হয় নাই। বৃটেনে যখনই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই পার্লামেণ্ট-প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রথাগত বিধানের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এইজন্য গ্রেট বৃটেনে রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের সহিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন সংঘাত হয় নাই।

প্রথাগত বিধান বলিতে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিধিনিষেধ বুঝায়, যাহা পার্লামেণ্ট-সভা-নিরপেক্ষভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথাগত বিধানগুলি রাজার, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গের ও শাসনকার্য-পরিচালনায় নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রথাগত বিধানগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা না গেলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় ব্যক্তি ইহা মানিতে বাধ্য। প্রথাগত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি যে শুধু আদালতে বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত তাহা নয়, এই বিধানগুলি ভঙ্গ করিলে শাসনকর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বিচারালয়ের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

প্রথাগত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয় :—

রাজা ও মন্ত্রিসভা-সম্পর্কিত প্রথাগত বিধান হইল প্রথম শ্রেণী। রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রথাগত বিধান হইল যে, রাজা পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল নাকচ করিবেন না। এই বিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট সভাকে বৎসরে অন্ততপক্ষে একটি অধিবেশনের জন্য ডাকিতে হইবে। পার্লামেণ্টে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের মন্ত্রি-

সংসদ গঠন করিবার অধিকার থাকে ও সেই দলের নেতা রাজা কর্তৃক প্রধান-মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লর্ড সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইলেও বর্তমানে প্রথাগত বিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্স সভার সদস্য হইতে হইবে। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের কার্যের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং এই সভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর একজোটে পদত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধানগুলি পার্লামেণ্ট সভার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড সভা যখন প্রধান বিচারালয় হিসাবে আপীল মামলার বিচার করে, তখন নয় জন মনোনীত আপীল লর্ড ব্যতীত অন্য কোন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কমন্স সভার স্পীকার দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও নির্বাচনের পর দল-নিরপেক্ষ থাকেন। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে প্রত্যেকটি খসড়া আইন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবে—এই বিধিটিও প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একটি প্রথাগত বিধান হইল যে, ভোটদাতৃমণ্ডলীর নির্দেশ ব্যতীত সরকার কোন বিতর্কমূলক আইন পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করিবে না। এই বিধানটি গ্রেট ব্রিটেনে গণসার্বভৌমত্ব নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধানগুলি গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত করে। বহুদিন পর্যন্ত এই সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন পাস করিয়া প্রথাগত বিধানগুলির অধিকাংশকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে এই কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ মধ্যে মধ্যে সম্মেলনে মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

প্রথাগত বিধানগুলির অনুমোদন (Sanction behind Conventions)

এখানে প্রশ্ন হইল যে, এই প্রথাগত বিধানগুলি আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও কেন মানিয়া চলা হয়? এইগুলি না মানিলেও

ভঙ্গকারীকে কোনরূপ শাস্তিভোগ করিতে হয় না। ডাইসি বলেন, প্রথাগত বিধান অনুসারে যদি শাসনকার্য পরিচালিত না হয় তাহা হইলে এই প্রথাগত বিধানভঙ্গের ফলে শাসনতান্ত্রিক আইন অ-কার্যকরী হইয়া উঠিবে ও ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাইসি বলেন যে, পার্লামেণ্ট সভার যদি বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একবার অধিবেশন না হয় তাহা হইলে বাৎসরিক সৈন্য-আইন ও অন্যান্য আয়ব্যয়-সংক্রান্ত আইন পাস হইবে না। অনুরূপভাবে কমন্স সভার আস্থাহীন ও নির্বাচনে পরাজিত কোন মন্ত্রিসংসদ যদি পদত্যাগ না করে, তাহা হইলে এই উভয়ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক সংকট উপস্থিত হইয়া শাসনকার্য ব্যাহত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী বজায় রাখা বা মন্ত্রিসংসদের শাসনকার্য পরিচালনা করা উভয় কার্যই বে-আইনী হইবে এবং শাসনকর্তৃপক্ষের এইরূপ বে-আইনী কার্য বিচারালয়ের নির্দেশ দ্বারা রহিত করা সম্ভব হইবে।

ডাইসি-প্রদত্ত উল্লিখিত যুক্তি প্রথাগত বিধান মানিয়া চলার পক্ষে উপযুক্ত কারণ বলিয়া মনে হয় না। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী পার্লামেণ্ট সভা ইচ্ছা করিলে সৈন্য-সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ-সম্পর্কে স্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অপরপক্ষে, এমন কতকগুলি প্রথাগত বিধান আছে যেগুলি না মানিলেও আইনভঙ্গ করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড সভা যখন আপীল মামলার বিচার করে তখন নয় জন মনোনীত আইনজ্ঞ লর্ড ছাড়াও লর্ড সভার অন্য সদস্যগণ উপস্থিত থাকিয়া বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে আইন ভঙ্গ করা হয় না।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রকৃত কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয় নহে। এই প্রথাগত বিধানগুলি যথাযথভাবে মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে নানাবিধ বিশৃংখলা উপস্থিত হয়। এই বিশৃংখলার জন্য জনমত ক্ষুব্ধ হইয়া শাসকবর্গের প্রতি আস্থাহীন হইবে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে শাসকবর্গ জনমতের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবে। রাজা যদি প্রথাগত বিধানগুলি না মানিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কমনওয়েলথ-সংক্রান্ত প্রথাগত বিধানগুলি না মানিয়া চলিলে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থের হানি হইতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের আর্থিক ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী

শাসনতন্ত্রের একটা বিরাট অংশ প্রথাগত বিধান ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার পরিবর্তনশীলতা। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র অতি সহজে পরিবর্তন করিতে পারে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার নিমিত্তে কোনরূপ জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। অন্যান্য অনেক দেশের মত গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। পার্লামেণ্ট সভা উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কে সর্বেসর্বা।

(৩) পার্লামেণ্ট সভার আইনগত প্রাধান্য (Sovereignty of Parliament) বৃটিশ শাসনতন্ত্রেব আর একটি বিশেষত্ব। পার্লামেণ্ট সভা সর্ববিধ আইন-প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিবাব ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কিত এই অবাধ ক্ষমতা পার্লামেণ্ট সভা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষেব নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই—এ বিষয়ে পার্লামেণ্টকে স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পাবে। বৃটেনের বিচারালয়গুলি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা কবিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই এগুলির বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পাবে না। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রেব কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডিব মধ্যে সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচাবালয় কংগ্রেস সভা-প্রণীত আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু আইন-প্রণয়ন-বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টের এরূপ অবাধ ক্ষমতা আছে যে, এ-সম্পর্কে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট সভা পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর সব কিছুই করিতে পারে (**It can do anything and everything except that it cannot unsex.**)।

বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভার এই আইনগত সার্বভৌমত্ব কেবিনেট সভার ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে পার্লামেণ্ট সভা যে সমস্ত ক্ষমতার বলে শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটাইয়াছে, আজ আর পার্লামেণ্ট সভা সে সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী নয়। আইনতঃ পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয়নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা

থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে নানা কারণে এই ক্ষমতাগুলি মন্ত্রিপরিষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট সভা কার্যতঃ শুধু মন্ত্রিসংসদ-নির্ধারিত কার্যক্রমের নিষ্ক্রিয় সমর্থকে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, বর্তমান সময়ে জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া পার্লামেণ্ট সভা কোন কার্য করিতে পারে না। বৃটেনের জনমত এত সজাগ ও সচেতন যে, পার্লামেণ্ট সভা জনমতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন না করিয়া কোন আইন-প্রণয়ন বা নীতি-নির্ধারণ করিতে সাহসী হয় না। পার্লামেণ্ট সভা যে-কোন আইন-প্রণয়ন বা বাতিল করিতে পারে, কিন্তু বর্তমান পার্লামেণ্ট পরবর্তী কোন পার্লামেণ্টের অবাধ আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে পারে না।

(৪) গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না (No Separation of Powers)। আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ—এই প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। গ্রেট বৃটেনে রাজা একাধারে শাসনবিভাগের প্রধান ও আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার বিচারবিভাগীয় কিছু ক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য এবং সর্বোচ্চ আপীল আদালতের বিচারপতি। সুতরাং একাধারে তিনি আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সদস্য ; সুতরাং তাঁহাকে এই তিন প্রকার ক্ষমতারই অধিকারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের আইনসভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অনুসারে গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার এই একত্রীকরণে ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বৃটেনে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের মত সূক্ষ্ম ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি প্রযুক্ত না হইলেও সাধারণভাবে ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না।

(৫) আইনের প্রাধান্য বা আইনের অনুশাসন (Rule of Law) শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ডাইসির মতে আইনের এই অনুশাসন তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেনের সাধারণ প্রচলিত

আইন ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে। কোন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না বা তাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, তাহা হইলে 'হেবিয়াস্ করপাস্' আইনের বলে বন্দী ব্যক্তিকে কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে ও আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ কোনক্রমে তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সকলেই এক আইন মানিতে বাধ্য ও আইনভঙ্গকারী হিসাবে সকলেই একই আদালতের অধীন। ফরাসী দেশের মত বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের বিচারের জন্য পৃথক আইন বা পৃথক আদালত নাই। তৃতীয়তঃ, অন্য অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা নাগরিক অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, কিন্তু বৃটেনে নাগরিক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। বৃটেনে জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া ইহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। অন্য দেশে নাগরিক অধিকারের উৎস হইল শাসনতান্ত্রিক আইন, আর বৃটেনে আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ও নির্ধারিত নাগরিক অধিকার হইল শাসনতন্ত্রের ভিত্তি।

ডাইসি-প্রদত্ত আইনের অনুশাসনের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা অধুনা বৃটেনে কতদূর প্রযোজ্য সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সত্য বটে, ফরাসী দেশের মত বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কোন আইন নাই, কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পাবলিক্ প্রটেক্‌শন আইন ও নানাপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের অনেক পরিমাণে সাধারণ আইনের অধিকার বহির্ভূত করা হইয়াছে।

(৬) গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত (Cabinet System) সরকার বর্তমান। শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রেট বৃটেনে বর্তমানে

মন্ত্রিসংসদ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেন্ট সভা কার্যতঃ মন্ত্রিসংসদের নিষ্ক্রিয় সমর্থক দলে পরিণত হইয়াছে।

(৭) গ্রেট বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) প্রতিষ্ঠিত। রাজা নামেমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহার ক্ষমতা নানারূপ শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। বৃটেনের রাজা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না (He reigns but does not govern.)।

(৮) বৃটেনের শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অবাস্তবতা (Unreality)। ইহার কারণ হইল যে, শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রয়োগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি ও বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কিন্তু বৃটেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে রাজা সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তিনি মন্ত্রিগণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই।

(৯) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অখণ্ড ধারাবাহিকতা (Unbroken continuity) যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে পরিলক্ষিত হয় না। অন্য দেশের শাসনব্যবস্থায় অতীতের সহিত বর্তমানের আদৌ কোন যোগসূত্র নাই, কিন্তু বৃটেনে রাজা, প্রিভি কাউন্সিল, লর্ড সভা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশগুলি আজ পর্যন্ত অতীতের সহিত বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রমাণিত করিতেছে।

(১০) এই শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহাতে বহু প্রথাগত বিধান স্থান পাইয়াছে এবং এই বিধানগুলি শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রথাগত বিধানগুলির অস্তিত্বের জন্যই এই শাসনতন্ত্রকে অ-লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই বিধানগুলির জন্যই গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়।

(১১) বৃটিশ শাসনতন্ত্র মূলতঃ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত (Judge-made Constitution) বলিয়া কথিত হয়। গ্রেট বৃটেনের

নাগরিকগণ আজ যে সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারী তাহার অধিকাংশই বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে।

শাসনকর্তৃপক্ষ (The Executive)

গ্রেট বৃটেনের শাসনকর্তৃপক্ষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা,—রাজা, কেবিনেট সভা ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র। রাজা হইলেন শাসনকর্তৃপক্ষের নামসর্বস্ব প্রধান, রাজাসহ কেবিনেট সভা হইল রাজনৈতিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকর্তৃপক্ষ, কেবিনেট সভা হইল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ এবং কার্যকালের স্থায়িত্বের জন্য আমলাতন্ত্রকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

রাজা ও রাজতন্ত্র (The King and the Crown)

বৃটিশ শাসনব্যবস্থার মূলগত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, সে সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা থাকা প্রয়োজন। গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী রাজা কালক্রমে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফলে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। রাজার হস্ত হইতে সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় রাজা বর্তমানে একটি ক্ষমতার আধারে পরিণত হইয়াছেন। আইনতঃ রাজাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ এই ক্ষমতা তিনি আর এখন নিজ ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারেন না। ক্ষমতাগুলিকে এখন আর রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বলিতে পারা যায় না। ক্ষমতাগুলির অধিকারী হইল রাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তি গণশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই রাজা আজ গণশক্তির ধারকরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজার ক্ষমতা সার্বজনীন ক্ষমতায় পরিণত হইয়াছে, আর এই সার্বজনীন ক্ষমতা গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনতঃ রাজার বহুবিধ ক্ষমতা আছে। রাজার ক্ষমতা-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :—

(ক) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive and Administrative Powers)

রাজা শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। প্রধান-মন্ত্রী ও মন্ত্রিসংসদের অন্যান্য সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন এবং কতিপয়

নির্দিষ্ট কর্মচারী ব্যতীত অন্য সকলকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাজা। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁহার যুদ্ধঘোষণা, শান্তিস্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব রাজার হস্তে ন্যস্ত। পররাষ্ট্রনীতি-নির্ধারণ, বিদেশে দূতপ্রেরণ ও বৈদেশিক দূতগ্রহণ করাও রাজার অন্যতম কর্তব্য। শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে তিনি আইন কার্যকরী করেন ও সমুদয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(খ) আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers)

রাজাসহ পার্লামেণ্ট আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকারী। রাজার বিনা সম্মতিতে কোন আইনই বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাজা আইন নাকচ করিতে পারেন, কিন্তু ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কালে রাজা কর্তৃক এই ক্ষমতা আর প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া ইহা বর্তমানে অকার্যকরী। রাজার আহ্বানে পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় ও রাজার নির্দেশে পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন ও প্রয়োজন হইলে পূর্বতন সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পার্লামেণ্ট পুনর্গঠন করিবার নিমিত্ত নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাজা আদেশ জারী করিতে পারেন। এই আদেশগুলিকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে রাজার এখন আর নিজস্ব বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশসমূহের উপর রাজার জরুরী আদেশ ঘোষণা করিবার বিশেষ ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়াছে। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের কাঠামোকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উহার যে বিস্তারিত বিধানের প্রয়োজন তাহার ভার বর্তমানে রাজশক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনকে বিস্তারিত করিবার যে ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজশক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে—ইহা রাজার নিজস্ব ক্ষমতা নহে।

(গ) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers)

রাজশক্তি হইল ন্যায়বিচারের একমাত্র পরিবেশক। রাজা বিচারপতি-

গণকে নিয়োগ করেন ও পার্লামেন্ট সভার অভিভাষণ-ক্রমেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ হইতে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হয়, সেই আপীলসমূহের বিচার করিয়া প্রিভি কাউন্সিল রাজাকে তাহার মন্তব্য জ্ঞাপন করে এবং রাজা সেই আপীলসমূহের রায় প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত, দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করিবার অথবা দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস কবিবার একমাত্র অধিকারী হইলেন রাজা।

(ঘ) বিবিধ ক্ষমতা (Miscellaneous Powers)

রাজা ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান বলিয়া পবিগণিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ধর্মমহামণ্ডলের তিনিই হইলেন প্রধান। আর্চবিশপ ও বিশপগণকে তিনি নিয়োগ করিয়া থাকেন। বাজা সমস্ত সম্মানের উৎস। যোগ্য ব্যক্তিগণকে তিনি বিবিধ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। তিনি লর্ড উপাধি প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে লর্ড সভাব সদস্য নিযুক্ত কবিতে পারেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেট বৃটেনে রাজা আইনতঃ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতাগুলির দুইটি প্রধান উৎস আছে। প্রথমতঃ, পার্লামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া (Statutes) রাজার হস্তে বিবিধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রাজা প্রাচীনকালে যে ক্ষমতাগুলি নিজ ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করিতেন তাহার অধিকাংশই বর্তমানে পার্লামেন্টের ক্ষমতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতার (Prerogatives) যে অংশ এখনও পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয় নাই, সেগুলি রাজার স্বকীয় ক্ষমতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে এই দুইটি ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করিবাব কোন যুক্তিই নাই। পার্লামেন্ট-প্রদত্ত ক্ষমতাই হউক আর রাজার স্বকীয় ক্ষমতাই হউক, রাজা স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন না।

রাজার মৃত্যু নাই (The King never dies)

রাজার ক্ষমতাগুলি আলোচনা করিলে ইহা অনুমান করা যায় যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিহিসাবে রাজা ও শাসকপ্রধান হিসাবে রাজশক্তির একটি পার্থক্য বিদ্যমান। এডওয়ার্ড, জর্জ প্রভৃতি হইলেন নির্দিষ্ট ব্যক্তি,

যাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেট বৃটেনের রাজকীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অপরপক্ষে রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষ, যাহাকে সর্ববিধ রাজশক্তির ধারক ও নিয়ামক বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ রাজার মাধ্যমেই এই সমুদয় রাজশক্তি মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজা শুধু স্বাক্ষরকারী যন্ত্র হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। এইজন্য বলা হয় যে, গ্রেট বৃটেনের রাজার মৃত্যু নাই। মানুষ হিসাবে কোন ব্যক্তি অমর হইতে পারে না। ব্যক্তি হিসাবে বৃটেনের রাজারও মৃত্যু হয় এবং এক রাজার মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে এক রাজার মৃত্যু হইলে রাজকীয় ক্ষমতার অবসান হয় না। রাজকীয় ক্ষমতা পরবর্তী রাজার নামে মন্ত্রিসংসদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং রাজার মৃত্যু নাই বলিলে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত রাজার মৃত্যুতে রাজকীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা কোনক্রমেই ব্যাহত হয় না।

রাজা কোনরূপ অন্যায় করিতে পারেন না (The King can do no wrong)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা কোন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় কার্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। রাজাকে দোষী করিয়া কোন আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, রাজার অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনয়ন করা না যায় তাহা হইলে কেহ না কেহ এই অন্যায়ের জন্য দায়ী হইবেন। বৃটেনে আইনের অনুশাসন বর্তমান থাকার জন্য কোন অপরাধী বিনা বিচারে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। সুতরাং রাজার নামে অনুষ্ঠিত অন্যায় বা অপরাধের জন্য কাহাকেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই নীতি কার্যকরী হওয়ার ফলে বৃটেনে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসংসদের উদ্ভব হইয়াছে। রাজার নামে প্রচারিত প্রত্যেকটি নির্দেশ কোন-না-কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত হয় ও এই নির্দেশের জন্য মন্ত্রিগণ দায়ী হইয়া থাকেন। যেহেতু রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার নাই, সেইহেতু কোন কার্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। যে কর্মচারীর দ্বারা বে-আইনী কার্য সম্পাদিত

হয়, তাঁহাকেই অভিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন রাজকর্মচারীই অন্যায় বা বে-আইনী কার্য করিয়া রাজার আদেশের অজুহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাবে না। রাজা নিজে যখন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না তখন স্বভাবতই তাঁহার অন্যায় আদেশ প্রদান করিবারও ক্ষমতা নাই। সুতরাং বৃটেনে কোন সবকারী কর্মচারী রাজাদেশের দোহাই দিয়া বে-আইনী কার্যের জন্য নিষ্কৃতি পায় না।

রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার কারণ (Reasons for the Survival of Monarchy)

রাজার ক্ষমতা আলোচনা করিলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই উঠে যে, ক্ষমতাবিহীন নামসর্বস্ব রাজতন্ত্র বজায় রাখিয়া গ্রেট বৃটেনের কি লাভ! অন্যান্য দেশে বাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডেও এই বাজতন্ত্রের অবসান ঘটিলে জাতীয় ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। ইহা ছাড়া, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে পুরাতন ব্যবস্থা-সম্মত বাজতন্ত্র অচল। সুতবাং কোন দিক দিয়াই এই রাজতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার অনেকগুলি কারণ প্রদর্শিত হয়। ইংরাজ জাতি নানাবিষয়ে প্রগতিশীল হইলেও রক্ষণশীলতা তাহাদের জাতীয় চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয় চরিত্রেব এই রক্ষণশীলতার জন্যই তাহারা রাজতন্ত্ররূপ একটি অতি সুপ্রাচীন ও তাহাদের জাতীয় বাজনৈতিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ সাধন করে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ইংলণ্ডে কোন দিনই গণতন্ত্রের প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। রাজার ব্যক্তিগত সমুদয় ক্ষমতাই বর্তমানে রাজতন্ত্রের উপর আরোপিত হইয়া গণশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুতঃ রাজার ক্ষমতাগুলি এখন জনসাধারণের শক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। তাই রাজতন্ত্রের সহিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন বিরোধ হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র ঈশ্বরানুমোদিত শাসনব্যবস্থা—এই বিশ্বাস এখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মনে কার্যকরী আছে। এই বিশ্বাসই রাজতন্ত্র শাসনব্যবস্থার প্রতি সাধারণের একটি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া

শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর রাখিতে সমর্থ হয়। সাধারণ লোকে আজও পর্যন্ত রাজার উপর একটি অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা একদলীয় নায়ক জনসাধারণের নিকট হইতে এতটা আনুগত্য বা বশ্যতা দাবী করিতে পারে না। সুতরাং রাজতন্ত্র ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, বাস্তবতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান অপরিহার্য। রাজার পরিবর্তে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শাসকপ্রধান রাজপদে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সভার সর্বময় কর্তৃত্ব লোপ পাইবে ও বৃটেনের বহু শতাব্দী ধরিয়া অর্জিত গণসার্বভৌম আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে, ফরাসী দেশের পূর্ব-রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন নামসর্বস্ব ও নিষ্ক্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিযুক্ত হন, তাহা হইলেও অবস্থার উন্নতি দূরে থাকুক, নিকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, রাজার পরিবর্তে উপযুক্ত অন্য কোন শাসকপ্রধানের অভাবহেতু রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন করা হয় নাই।

পঞ্চমতঃ, সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর রাজতন্ত্র বহুকাল হইতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও জাতীয় জীবনের সামাজিক ও নৈতিকক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। জাতীয় জীবনে রাজা হইলেন উচ্চতর আদর্শের প্রতীক। রাজার অবর্তমানে জাতীয় জীবনের এই আদর্শ মান ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ষষ্ঠতঃ, বেজহটের মতে রাজার এখনও পর্যন্ত তিনটি প্রধান ক্ষমতা অব্যাহত আছে। রাজা মন্ত্রিসংসদকে নিষেধ করিতে পারেন, উৎসাহিত করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন। এই তিনটি ক্ষমতার বলে রাজা মন্ত্রিবর্গকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্য হইতে নিরস্ত করিতে পারেন এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। একথা সত্য যে, মন্ত্রিমণ্ডলী রাজার অনুরোধ ও নির্দেশ

সাধারণতঃ কুড়ি হইতে পঁচিশ জন সদস্য লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বিশেষ আইনবলে এই সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ তিনজনকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নৌ, স্থল ও বিমান-বাহিনী, এই তিনটি বিভাগ তিনজন পৃথক মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে আনীত হইয়াছে। কেবিনেটের সদস্যসংখ্যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

বৃটিশ কেবিনেট প্রথার বৈশিষ্ট্য (Features of the British Cabinet)

(১) একই নীতির সমর্থক একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয় (Political Homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। আপৎকালে একাধিক দলের প্রতিনিধি লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তখনও জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁহাদের সম-মতাবলম্বী হইতে হয়।

(২) কেবিনেট সভার সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান (Close correspondence between the executive and the legislature)। কেবিনেট সভার সদস্যগণকে অবশ্যই পার্লামেন্ট সভার সদস্য হইতে হইবে। পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রধানগণকে লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হয় নাই।

(৩) আইনসভার নিকট মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (Collective responsibility of the ministry)। মন্ত্রি-সংসদের সভ্যগণ যতদিন পর্যন্ত কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিদায়িত্বের বিশেষত্ব হইল যে, মন্ত্রীরা যৌথভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হইলে সমস্ত মন্ত্রীকে একসঙ্গে পদত্যাগ করিতে হয়।

(৪) বৃটিশ কেবিনেট প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার ঐক্যবদ্ধ ভাব (Unity and Solidarity of the Cabinet)। এই ঐক্য ও সংহতির

উপর কেবিনেট শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যবৃন্দ শুধু যে এক রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইবেন তাহা নহে, পার্লামেন্ট সভা সম্পর্কে সর্ববিষয়ে তাঁহাদের একমত হইতে হইবে। কেবিনেট সভার অধিবেশনকালে তাঁহাদের মতবিরোধ ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের মতভেদের পরিচয় তাঁহারা দিতে পারিবেন না।

(৫) কেবিনেটের এই ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কার্যকরী হয় (Leadership of the Prime Minister)। অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহাদের দলের নেতার পরামর্শ ও নির্দেশ মানিয়া চলেন। কেবিনেটের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে প্রধানমন্ত্রীই আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতানৈক্যের নিরসন করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভার থাকে না। তিনি সমগ্র শাসনব্যবস্থার তদারক করেন। যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র কেবিনেট সভার পতন ঘটাইতে পারেন। সুতরাং কোন মন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হওয়া অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(৬) কেবিনেট সভার কার্যসূচীর গোপনীয়তা রক্ষা করা বৃটিশ কেবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য (Secrecy of the Cabinet meetings)। কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু এই মতভেদের কথা বা তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয় যদি প্রকাশ পায় তাহা হইলে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা সূচিত হয়। এইজন্য গোপনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবিনেটের কার্যকলাপ-সম্পর্কে কোন কিছু প্রকাশ পাইলে তৎসংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ করিবার বহু নজীর আছে।

(৭) কেবিনেট সভায় রাজার অনুপস্থিতি (Exclusion of the King) একটি লক্ষণীয় বিষয়। কেবিনেট রাজার পরামর্শ সভা হইলেও রাজা নিজে এই সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। শাসনকার্যপরিচালনা করিবার কার্যকরী নীতি রাজার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

কেবিনেট ও মন্ত্রিসংসদ (The Cabinet and the Ministry)

ইংলণ্ডে কেবিনেট সভা ও মন্ত্রিসংসদের মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিসংসদ কেবিনেট সভা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ কেবিনেট সভার সদস্যসংখ্যা কুড়ি হইতে পঁচিশ-এ সীমাবদ্ধ থাকে, আর মন্ত্রিসংসদে সাধারণতঃ ষাট-সত্তর জন সদস্য থাকেন। কেবিনেট সভার সমুদয় সদস্য মন্ত্রিসংসদের সদস্য থাকেন, কিন্তু মন্ত্রিসংসদের সমুদয় সদস্য কেবিনেটের সদস্য নহেন। কেবিনেট সভার সদস্য ছাড়াও ইংলণ্ডের অ্যাটর্নি-জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল, পার্লামেন্টের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, রাজপরিবারের পাঁচজন কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ লইয়া মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই ইঁহাদের সকলকে নিযুক্ত করেন। কেবিনেট সভার প্রধান কার্য হইল শাসন-সম্পর্কিত বিষয়-সমূহের নীতি নির্ধারণ করা, কিন্তু মন্ত্রিসংসদেব নীতিনির্ধারণ-ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই। কেবিনেট সভার নিয়মিত অধিবেশনের মত মন্ত্রিসংসদের কোন অধিবেশন হয় না। কেবিনেট সভার অনুরূপ ইহাদের কোন যৌথ দায়িত্বও নাই। কেবিনেট সভা পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসংসদের সদস্যবৃন্দেরও পদত্যাগ করিতে হয়। তবে মন্ত্রিসংসদ আইনসম্মত সংস্থা আর কেবিনেট একটা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।

কেবিনেটের কার্যাবলী (Functions of the Cabinet)

(১) শাসনপরিচালনা-সম্পর্কিত কার্য :—

বর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনার-কার্যকরী শক্তি কেবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কেবিনেটের ক্ষমতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে : (১) পার্লামেন্ট সভার নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য শাসননীতি নির্ধারণ করা, (২) পার্লামেন্ট সমর্থিত নীতি অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং (৩) শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের সীমা-নির্ধারণপূর্বক তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা ও সামঞ্জস্য বিধান করা।

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা কেবিনেটের একটি প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজতন্ত্রে আরোপিত

সমুদয় ক্ষমতাই বর্তমানে কেবিনেট দ্বারা পরিচালিত হয়। কি নীতি ও পদ্ধতিতে এই রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালিত হইবে, কেবিনেট সভা তাহা নির্ধারণ করে। কেবিনেটের কার্যে রাজা আর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তবে কেবিনেট সভার শাসন-সংক্রান্ত সমুদয় সিদ্ধান্ত রাজাকে জানাইতে হয় এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে এই সময়ে তিনি তিনটি উপায়ে উহার উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। শাসনবিভাগীয় কার্য কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক সদস্য নিজ-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ, কেবিনেট সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের কার্য স্বাধীন-ভাবে পরিচালনা করেন। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করিতে হইলে বিভাগীয় প্রধান বিষয়টি সমগ্র কেবিনেটের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ হইল কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে দায়ী থাকেন।

(২) আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য :—

কেবিনেট শুধু শাসনকার্য পরিচালনা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে, আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কেও ইহা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভার নূতন অধিবেশনের পূর্বে রাজা স্বয়ং জাতীয় সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজার এই বক্তৃতার মধ্যে ভবিষ্যৎ আইন-সংক্রান্ত কর্মসূচীর আভাস থাকে। এই রাজকীয় বক্তৃতা কেবিনেট কর্তৃক রচিত হয়। পার্লামেণ্ট সভায় আইনের খসড়া উত্থাপিত হয় সাধারণতঃ মন্ত্রীদের দ্বারা। বিভিন্ন বিষয়ে আইনের খসডা-প্রণয়ন, পার্লামেণ্টে পেশ করা ও পার্লামেণ্ট দ্বারা সমর্থিত করিয়া আইন পাস করা কেবিনেটের প্রধান কার্য। পার্লামেণ্টের বে-সরকারী সদস্যগণ আইনের খসড়া উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু কেবিনেট সভা অনুমোদন না করিলে সে খসড়ার আইনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এতদ্ব্যতীত কেবিনেট সভা পার্লামেণ্টের কার্যসূচী নির্ধারণ করিয়া বে-সরকারী সদস্যদের আইনের খসড়া উত্থাপনের সুযোগ সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারও একপ্রকার কেবিনেটের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। সরকারী আয়ব্যয় পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ হইলেও পার্লামেণ্ট সভা আয়ব্যয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। আইন-

প্রণয়ন-ব্যাপারে কেবিনেটের আর একটি ক্ষমতা আছে। পার্লামেন্ট সাধারণতঃ যে আইন প্রণয়ন করে তাহা খুব কমক্ষেত্রেই সবিস্তারে বর্ণিত থাকে। সময়ের অভাবে পার্লামেন্ট সভা শুধু আইনের কাঠামো প্রস্তুত করিয়া দেয়। তারপর কেবিনেট স-পরিষদ রাজাদেশ দ্বারা ঐ মূল আইন-গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে।

গ্রেট ব্রটেনে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি কার্যকরী না হওয়ার ফলে কেবিনেট সভা ও পার্লামেন্ট সভার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা আছে। কেবিনেটের সমুদয় সদস্যই পার্লামেন্টের সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া সংখ্যাধিক্যের বলে তাঁহাদেব আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতি এবং কার্যক্রম বলবৎ কবিতে পারেন। কেবিনেট পার্লামেন্ট সভার নিকট তাহার কার্যের জন্য দায়ী। কমন্স সভাব আস্থা হারাইলে কেবিনেটের পতন ঘটে। তবে বর্তমানে কেবিনেট ও পার্লামেন্টের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন করা হয়। কেবিনেট-অনুসৃত নীতি জনগণ সমর্থন কবে কিনা তাহা জানিবাব উদ্দেশ্যে এই নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং বর্তমানে কেবিনেট সভাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতৃগণেব নিকট দায়ী হইতে হয়। ভোটদাতৃমণ্ডলীব নির্দেশ অনুসারে নূতন কেবিনেট গঠিত হয়।

কেবিনেট কমিটি (Committees of the Cabinet)

গ্রেট ব্রটেনের কেবিনেট সভাকে একদিক দিয়া প্রিভি কাউন্সিলের একটি বিশেষ সংস্থা বলা চলে, অপর দিক দিয়া কেবিনেট হইল আইনসভার সংখ্যা-গরিষ্ঠদলের একটি বিশেষ সংস্থা। কিন্তু এই বিশেষ সংস্থাটি দ্রুত দক্ষতার সহিত ইহার গুরু কার্যভাব নিষ্পন্ন কবিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ছোট ছোট কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির সাহায্যে কাজ করে। যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কাজের জন্য কেবিনেট কমিটি গঠন করিয়া কমিটির হস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ করে। এই কমিটিগুলি সাধারণতঃ কতিপয় কেবিনেট সদস্য ও বে-সরকারী কেবিনেট-বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। বর্তমানে এইরূপ কতকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিগুলির নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পেশ করা

হয়। দেশরক্ষা কমিটি, উৎপাদন কমিটি, আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কমিটি প্রভৃতি হইল স্থায়ী কমিটির পর্যায়ভুক্ত। স্থায়ী কমিটিগুলি ব্যতীত সাময়িক সমস্যা সমাধানকল্পে অনেক সময় অস্থায়ী কমিটিও গঠিত হয়। অস্থায়ী কমিটিগুলি নির্ধারিত বিষয়ে অভিমত প্রদান করিলে তাহাদের কার্যকাল শেষ হয়। তবে স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটিগুলি যে অভিমত প্রদান করে, কেবিনেটের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং কেবিনেটের এই বিশেষ সংস্থাগুলিকে নিছক পরামর্শদাতা সংস্থা বলা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার গুণ হইল যে, বিশেষ বিষয়ে কেবিনেট সভা বিশেষজ্ঞের অভিমত পাইতে পারে এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বে-সরকারী সদস্যগণও শাসন-নীতি নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের সহিত শাসকশ্রেণীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

কেবিনেটের সহিত রাজার সম্পর্ক (The Cabinet in relation to the Crown)

রাজার মন্ত্রণাসভা হিসাবেই কেবিনেটের জন্ম ও রাজাকে পরামর্শ দান করাই হইল কেবিনেটের প্রধান কর্তব্য। রাজা প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যদেরও তিনি নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিমণ্ডলী একযোগে রাজাকে পবামর্শ দান করেন ও যৌথভাবে তাঁহার নিকট আইনতঃ দায়ী। বর্তমানে রাজার সহিত কেবিনেটের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্কে পর্যবসিত হইয়াছে। পূর্বে রাজা কেবিনেটের পরামর্শমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনা করে কেবিনেট সভা এবং রাজা ইচ্ছা করিলে শাসনকার্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেবিনেটকে পরামর্শ দান করিতে পারেন। কেবিনেটের পক্ষে সে পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং রাজার নিকট কার্যতঃ কেবিনেটের কোন দায়িত্ব নাই।

কেবিনেটের সহিত আইনসভার সম্পর্ক (The Cabinet in relation to the Legislature)

গ্রেট বৃটেনে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হয় নাই। কেবিনেট সভার সদস্যগণ আইনসভার

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিপত্তিশালী সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হয়। সুতরাং কেবিনেটের সমুদয় সদস্যকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে কেবিনেটকে আইনসভার একটি বিশেষ সংস্থা বলা হয়। কেবিনেট পার্লামেণ্টের বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট তাহার কার্য ও নীতির জন্য দায়ী। কমন্স সভার আস্থাহীন হইলে কেবিনেট সদস্যদের পদত্যাগ করিতে হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ক্ষমতাসমূহ রাজার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া পার্লামেণ্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। এই ক্ষমতার বলে পার্লামেণ্ট সভা আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ এবং কেবিনেট সভার কার্যনিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত ব্যাপারে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল। কেবিনেটের গঠন ও কেবিনেটের পতন পার্লামেণ্ট সভার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কেবিনেট আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিত বটে, কিন্তু কেবিনেটের প্রত্যেকটি কার্য পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল এবং পার্লামেণ্ট সভার অনাস্থা প্রস্তাবে বহু প্রতিপত্তিশালী কেবিনেটের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে পার্লামেণ্টের আর সে ক্ষমতা নাই। বর্তমানে পার্লামেণ্ট কেবিনেটের কার্যকলাপে সম্মতি দান করিবার একটা যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইয়াছে। নীতিগতভাবে পার্লামেণ্টের এখনও মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আর সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টের সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পার্লামেণ্ট শুধু নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কার্যতঃ কেবিনেটই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। পূর্বে কেবিনেট সভা পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিত ও পার্লামেণ্টের ইচ্ছার উপর কেবিনেটের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। অধুনা আইনসভা হইতে উদ্ভূত কেবিনেট আইনসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। আইনসভার আজ্ঞাবহ কেবিনেট আজ আইনসভার প্রভুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

কয়েকটি কারণে আজ কেবিনেটের এই প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সেই অনুপাতে পার্লামেণ্ট সভার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। কেবিনেট সভার সহিত মতবিরোধ ঘটিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিবার ক্ষমতাই হইল কেবিনেটের হস্তে কমন্স সভাকে স্বমতে আনিবার একটি

প্রধান অস্ত্র। নূতন নির্বাচনের ফলাফল অনিশ্চিত। ইহা ছাড়া, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিলে সদস্যগণ যে বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইংলণ্ডে সার্বজনীন ভোটাধিকার-প্রথা বর্তমান থাকার ফলে কোন নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে কোন একটি রাজনৈতিক দলের সাহায্য ব্যতীত নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে খুব কঠোরভাবে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা হয়। দলের সমর্থকগণ দলের নেতার নির্দেশ অমান্য করিলে তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের অবসান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া, এরূপ অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দলের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন যে, তাঁহাদের নির্দেশ অমান্য করিবার মত ব্যক্তিত্ব দলের সমর্থকগণের মধ্যে বিরল। তাই পার্লামেণ্ট সভায় দলের নেতা প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে যখন কোন আইন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন বা আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে বা বৈদেশিক নীতিতে কোন পরিবর্তন আনয়ন করিতে সংকল্প করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী-নির্ধারিত নীতি দলের সমর্থকগণের বিবেকবুদ্ধিসম্মত না হইলেও দলীয় সংহতি বজায়রাখিবার জন্য তাঁহারা ইহা সমর্থন করিয়া থাকেন। কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ববিষয়ে কেবিনেট সভার প্রাধান্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনা বিশেষ কার্যকরী হয় না। পার্লামেণ্ট সভার কার্যসূচী কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সুতরাং বে-সরকারী সদস্যগণের বক্তৃতা দিবার সময় সীমাবদ্ধ। আবার বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করিবারও নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এইরূপে নানাপ্রকারে বর্তমান পার্লামেণ্ট সভা শুধু মূক দর্শকের অভিনয় করিতেছে। যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া রাজার নিকট হইতে পার্লামেণ্টের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট সভার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার একটা প্রধান কারণ হইল ইংলণ্ডে শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের অভ্যুদয়। জনমত বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের কর্তব্য শেষ করে না—জনমত প্রত্যক্ষভাবে শাসনপরিচালনা কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কেবিনেট সভা এই জনমতের প্রাধান্যের সুবিধা লইয়া প্রত্যক্ষভাবে জনমতের নিকট তাহার কার্যের জবাবদিহি করে। কেবিনেট সভা যদি জনমতকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে তাহা হইলে

পার্লামেণ্ট সভার সমর্থনের উপর তাহাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিপত্তি ও সংহতি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দলের নেতার নির্দেশ সকল সময়েই অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই পার্লামেণ্টের আজ আর কোন কার্যের অনুপ্রেরণা নাই, ইহা শুধু যন্ত্রচালিতের ন্যায় সম্মতি দান করে।

বৃটিশ কেবিনেটের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Cabinet)

বৃটিশ কেবিনেট সভার ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যে, কি শাসন-ব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সর্ববিষয়েই কেবিনেটই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয়। যত সময় পর্যন্ত কেবিনেট পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট থাকে, তত সময় কেবিনেটই হইল সর্বেসর্বা। দলীয় শাসনের বিধি-নিষেধগুলি দলের সদস্যগণের উপর এরূপ কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে, সদস্যগণ তাঁহাদের বিবেক, বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া অন্ধভাবেই দলীয় অনুশাসন মান্য করিতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের এই অন্ধ ও অবিমিশ্র আনুগত্যের ফলে বর্তমানে পার্লামেণ্টের সদস্যগণের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া কেবিনেটের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া কেবিনেট আজ একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, শাসন-নীতি নির্ধারণ ও ইহার প্রয়োগ সব কিছু ক্ষমতাই আজ কেবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত। সত্য বটে, কেবিনেট সব কিছু কাজই পার্লামেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া করে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পার্লামেণ্ট কেবিনেট-প্রস্তাবিত ও কেবিনেট-অনুসৃত নীতি ও কার্য সমর্থন না করিয়া পারে না। কারণ কেবিনেট ইচ্ছা করিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। কমন্স সভা ভাঙ্গিবার ফলে সদস্যগণের শুধু পদচ্যুতি ঘটে না, তাঁহারা তাঁহাদের বেতন ও ভাতা হইতে বঞ্চিত হন এবং নূতন নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয়। দলীয় সমর্থন ব্যতীত ইংলণ্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে সদস্যগণ তাঁহাদের দলপতিগণ (কেবিনেট সদস্য) কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের বিরোধিতা করিতে সাহসী হন না। ইহা ছাড়া, কেবিনেটের সমর্থন

ও সাহায্য না পাইলে কোন বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল পাস হইতে পারে না। পার্লামেন্টের প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের প্রথমে কেবিনেট রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বাণী (Speech from the Throne) প্রস্তুত করে এবং কেবিনেট-অনুসৃত নীতি-সম্বলিত এই বাণী পার্লামেন্ট সভা পরোক্ষ-ভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেবিনেট আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করে এবং দলীয় সমর্থন সাহায্যে পাস করাইয়া লয়। পার্লামেন্টের কার্যসূচীও কেবিনেট প্রস্তুত করে এবং বিরোধী দলের দীর্ঘ সমালোচনা ও বাদানুবাদ রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপন্থা অবলম্বন করে। বর্তমানে পার্লামেন্টের একমাত্র কাজ হইল কেবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা। কোন বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কোন কিছুর প্রস্তাব করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট কেবিনেটের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সত্য বটে, পার্লামেন্টের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত আছে কিন্তু এই ক্ষমতা বর্তমানে এক প্রকার নিষ্ফল। পূর্বে কেবিনেট পার্লামেন্টের আজ্ঞাবহ ছিল কিন্তু বর্তমানে পার্লামেন্ট কেবিনেটের আজ্ঞাবহ হইয়াছে।

সুতরাং কেবিনেটই হইল সমগ্র শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। এখন প্রশ্ন হইল যে, কেবিনেটের এই সর্বময় কর্তৃত্বের উৎস কোথায়? কেন সমগ্র জাতি কেবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে? কেবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা কি বৃটিশ গণতান্ত্রিক আদর্শকে সংকুচিত করে নাই?

এ প্রশ্নের উত্তর হইল যে, বৃটিশ কেবিনেটের সর্বময় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও গ্রেট-বৃটেনে পার্লামেন্টরী শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্থাৎ জনমতের প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষমতার আধার কেবিনেটও জন-মতের উপর নির্ভরশীল। কোন প্রধানমন্ত্রীই ক্রমাগত জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন না। পার্লামেন্টের সহিত মত বিরোধ ঘটিলে তাঁহাকে ভোট-দাতাগণের বিচারালয়ে আবেদন করিতে হয় এবং এই সার্বজনীন আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিজয়ী প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতি স্বীকার করিয়া প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ইজিপ্ট আক্রমণ করিবার অপরাধে জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী এন্টনী ইডেনকেও পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে কেবিনেটের একনায়কত্ব গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা

ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া, বিরোধীদলের সমালোচনাও কেবিনেটের একনায়কত্বের অন্যতম অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility)

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, মন্ত্রিগণ রাজার নিকট দায়ী। কিন্তু এই দায়িত্ব শুধু নাম মাত্র—প্রকৃত নহে, কারণ মন্ত্রিগণ যতদিন পর্যন্ত আইনসভা পার্লামেণ্টেব আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত রাজা তাঁহাদেব পদচ্যুত কবিতে পাবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিগণেব একটি পাবস্পরিক দায়িত্ব আছে। বিভাগীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত করিতে হইলে প্রত্যেক মন্ত্রীরই তাঁহার সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনা কবিয়া কাজ করিতে হয়। কাবণ একজন মন্ত্রীকে যদি আইনসভায় পর্যুদস্ত হইয়া পরাজয় বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই একজনের পবাজয় সমগ্র মন্ত্রিসভার পরাজয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিগণ কমন্স সভাব নিকট দায়ী এবং মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলিলে কমন্স সভার নিকট তাঁহাদের দায়িত্বের কথাই বুঝায়।

মন্ত্রিগণের দায়িত্বের অর্থ হইল যে, মন্ত্রিগণ তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন সদস্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেণ্টেব সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধমতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহাব বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। গুরুতর মত-বিরোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক-নেতা র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কেবিনেটের এই চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটে। এই সময়ে সাময়িক কালের জন্য মন্ত্রিগণের যৌথ-দায়িত্ব বলবৎ হয় না। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া এই সময়কার মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং এই বিভিন্ন দলের মন্ত্রিগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা অপর দলের মন্ত্রিগণের বিরোধিতা

করিতে পারিতেন। কিন্তু সাময়িক কালের জন্য মন্ত্রিগণের যৌথ-দায়িত্বের এই ব্যতিক্রম দ্বারা ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ-দায়িত্বের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় নাই। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করে। আইনসভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসংগে পদত্যাগ করে। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিগণের পার্লামেণ্ট সভার নিকট এই দায়িত্ব প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কু-শাসনের ফলে দোষী হন তাহা হইলে এই মন্ত্রী বিশেষের ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই এককভাবে পদত্যাগ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগুর, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্যার স্যামুয়েল হোরের ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডল্টনের পদত্যাগ উপরি-উক্ত নীতির পরিচায়ক।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি (Position and Powers of the Prime Minister)

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রীর সমকক্ষ আর দ্বিতীয় কোন রাষ্ট্রনায়ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানমন্ত্রী কার্যতঃ স্ব-নির্বাচিত নেতা। তাঁহাকে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা নির্বাচিত হইতে হয়। সংখ্যা-গরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবেই তিনি রাজা কর্তৃক আহূত হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করা অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রীকে রাজা, কেবিনেট সভা, তাঁহার নিজ দল—আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, বিরোধী দল ও দেশের জনমত—এতগুলি পক্ষের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া রাষ্ট্রনায়কের কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রিপদের গুরুত্ব অপরিসীম।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী এই প্রধানমন্ত্রীর পদ আইনের দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত নহে। রাজস্ববিভাগের প্রথম লর্ড হিসাবে তিনি বেতন পাইয়া থাকেন ও এই বেতনের পরিমাণ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের রাজমন্ত্রী আইনের দ্বারা নিধারিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী তাহার মূল উৎস হইল তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর স্বীয় দলসম্পর্কে কতকগুলি কর্তব্য আছে। দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিয়া তাঁহাকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে দলের নীতি ও কার্যক্রম এইরূপভাবে স্থিব কবিতে হইবে যে, দলীয় নীতি জনপ্রিয় হইয়া জনসমর্থন লাভ করিতে পারে। এজন্য শুধু জনমতের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা করিলে তাঁহার কর্তব্য শেষ হয় না, অনেক সময় জনমতকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন হয়। নির্বাচনের পর দলীয় কার্যক্রম ও নীতির দ্বারা জনমতকে সন্তুষ্ট রাখাও প্রধানমন্ত্রীর গুরু-দায়িত্ব। পার্লামেণ্টেব অনুমোদন অপেক্ষাও জনমতের অনুমোদনের উপব কেবিনেটের স্থায়িত্ব অধিকতরভাবে নির্ভর করে।

কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠদলেব নেতা। তাঁহার নির্দেশেই পার্লামেণ্টের সমুদয় কার্য পরিচালিত হয়। অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ তাঁহাদের বিভাগসম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সমগ্রভাবে কেবিনেট সভা-অনুসৃত কার্যক্রমের অধিকর্তা হিসাবে পার্লামেণ্টে দলীয় নীতি সমর্থন করেন। সমুদয় বিভাগীয় কার্যসম্পর্কে তিনি দলীয় নীতি পার্লামেণ্ট সভায় বিশ্লেষণ করেন। কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। পার্লামেণ্ট সভার সভাপতি-নির্বাচন ব্যাপারে ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য-নির্বাচন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্ট সভার কর্মসূচীও তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিরোধী দলের নেতার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রীর গুরু-দায়িত্ব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলগুলির সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহাদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে বিরোধী দলগুলির সহিত সম্মিলিতভাবে কেবিনেট গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা তাঁহার কর্তব্য।

সাধারণ নির্বাচনের পর দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকেই কেবিনেট সভার অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন করিতে হয়। তিনিই কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে সমুদয় বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। কেবিনেটের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার সমপদস্থ সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয় ও তিনি পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হয়। অন্যান্য মন্ত্রিদের পৃথক্‌ভাবে পদত্যাগের প্রয়োজন হয় না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অপর মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই কেবিনেট সভার ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নহেন, সেজন্য তাঁহার পক্ষে বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাহাদের তদারক করা সহজসাধ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনিই রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। প্রধানমন্ত্রীই রাজার সহিত কেবিনেটের প্রধান যোগসূত্র ও তাঁহার মাধ্যমেই পারস্পরিক মতামত বিনিময় হয়। শাসনকার্য পরিচালনা-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় প্রধানমন্ত্রী রাজাকে জ্ঞাত করান। লর্ড সভা ও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা, সম্মানসূচক পদবী বিতরণ করা, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীই রাজাকে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আলোচনা করিয়া ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী ব্যক্তির অসীম যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা থাকা চাই। প্রধানমন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, কর্তব্যবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সর্বোপরি সহনশীলতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতার উপর শাসনকার্যের সাফল্য নির্ভর করে; বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রীপদের অধিকারীর যোগ্যতার উপরেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিমাণ নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার উপর যে শুধু দেশের শাসনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ দেশ খুব কম আছে যাহার সহিত বৃটেনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক

রাজনীতির ক্ষেত্রেও গ্রেট বৃটেন যে মর্যাদার অধিকারী তাহাও বহুলাংশে তাহার প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

এই বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেও প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরাচারী শাসকের সহিত তুলনা করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁহার নির্ধারিত কার্যকাল পাঁচ বৎসর। তারপর তাঁহাকে পুনরায় জনমতের সমর্থন লাভ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার প্রাধান্যের অবসান ঘটিবে। পার্লামেণ্টে যতদিন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন ততদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্ররূপ তরণীর কর্ণধার থাকিতে পারেন।

কেবিনেট সভা ভাঙ্গিয়া দিবার পদ্ধতি (How a Ministry is ousted)

পূর্বে নানাকারণে কেবিনেটের পতন ঘটিত। বর্তমানে অবশ্য ইহার কোনটিই কার্যকরী নয়। প্রথমতঃ, আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিতর্কের সময় যদি কমন্স সভায় কোন মন্ত্রীর বেতন নামমাত্র হ্রাসের প্রস্তাব পাস হয়, তাহা হইলে একযোগে কেবিনেটের সমুদয় সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেবিনেটের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাব যদি কমন্স সভা কর্তৃক পাস না হয় তাহা হইলে কমন্স সভার এই অসম্মতি অনাস্থাপ্রস্তাবেব পরিচায়ক মনে করিয়া কেবিনেটের পতন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সরকারেব বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি কোন বে-সরকারী সদস্য-উত্থাপিত আইনের খসড়া পাস হয়, তাহা হইলেও মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে পারে। চতুর্থতঃ, যদি কোন মন্ত্রীবিশেষের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হয়, সেক্ষেত্রেও কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, কেবিনেট-অনুসৃত নীতির উপর যদি সমগ্রভাবে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হয়, তাহা হইলেও কেবিনেটের পতন হইতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা স্বয়ং মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে এ ক্ষমতার উল্লেখ না করিলেও চলে। অধুনা কেবিনেট যদি পার্লামেণ্ট সভায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত না হয়, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

শাসনবিভাগসমূহ (The Administrative Departments)

কেবিনেট সভা সমগ্রভাবে শাসননীতি নির্ধারণ করে এবং কেবিনেটের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংশ্লিষ্ট নীতি কার্যে রূপদান করে। প্রত্যেক বিভাগেরই একজন বিভাগীয় প্রধান থাকেন। এই বিভাগীয় প্রধান সাধারণতঃ কেবিনেট সভার একজন সদস্য থাকেন এবং তাঁহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য তিনি পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী থাকেন। বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন কর্মসচিব থাকেন —একজন অস্থায়ী (Parliamentary under-secretary), আর একজন স্থায়ী (Permanent under-secretary)। স্থায়ী কর্মসচিব হইলেন ইংলণ্ডের শাসনবিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলেও স্থায়ী কর্মসচিবের পদত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু অস্থায়ী কর্মসচিব হইলেন মন্ত্রী-সংসদের (Ministry) সদস্য—কেবিনেটের পরিবর্তন ঘটিলে তাঁহাকেও পদত্যাগ করিতে হয়। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কোন বিভাগীয় প্রধান যদি কমন্স সভার সদস্য হন তাহা হইলে তাঁহার অস্থায়ী কর্মসচিবকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে, অপর পক্ষে বিভাগীয় প্রধান লর্ড সভার সদস্য হইলে তাঁহার অস্থায়ী কর্মসচিবকে কমন্স সভার সদস্য হইতে হইবে। এই নিয়মের তাৎপর্য হইল যে, উভয় পরিষদে যাহাতে কেবিনেটের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া সদস্যবর্গের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।

শাসন-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। আভ্যন্তরীণ শাসনবিভাগ (Home Office)

এই বিভাগের অধিকর্তা হইলেন আভ্যন্তরীণ শাসনবিভাগীয় সচিব (Secretary of State for Home affairs)। এই বিভাগের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ, জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। বিদেশীর উপর বৃটিশ নাগরিকত্ব অর্পণ করা ও বিদেশী পলাতক অপরাধীকে যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করাও (Extradition) এই বিভাগের কাজ।

২। পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign Office)

এই বিভাগটি বর্তমানে সর্বদেশেই শাসনবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলিয়া পরিগণিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব এই বিভাগের অধিকর্তা। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হইল এই বিভাগের প্রধান কার্য। এই বিভাগ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

৩। ঔপনিবেশিক বিভাগ (Colonial Office)

গ্রেট বৃটেনের উপনিবেশগুলি সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করা ও উপনিবেশগুলিতে গভর্ণর নিয়োগ করা হইল এই বিভাগের কাজ।

৪। সাধারণতন্ত্র-সম্পর্কিত বিভাগ (Commonwealth Relation Office)

এই বিভাগ ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কিত কাজ করে।

৫। প্রতিরক্ষা বিভাগ (Defence Office)

এই বিভাগের কাজ পূর্বে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী এই তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হইত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই তিনটি বিভাগ একত্রিত করিয়া একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

৬। স্কটল্যাণ্ড-সম্পর্কিত বিভাগ (Scotland Office)

স্কটল্যাণ্ড শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন।

৭। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিভাগ (Treasury Department)

অর্থসচিব (Chahcellor of the Exchequer) এই বিভাগের প্রধান। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ও আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এই বিভাগের প্রধান কার্য।

৮। ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিভাগ (Board of Trade)

এই দপ্তরের মন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট নামে অভিহিত হন। ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা ও এ সম্পর্কে পরিসংখ্যান (Statistics) সংগ্রহ করা হইল এই বিভাগের কাজ।

৯। শিক্ষা বিভাগ (Ministry of Education)

দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কর্তৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হয়।

১০। কৃষি ও মৎস্য বিভাগ (Ministry of Agriculture and Fisheries)

কৃষিকার্য ও মৎস্যের চাষ সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য এই দপ্তরটি একজন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করে।

১১। স্বাস্থ্য বিভাগ (Ministry of Health)

স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়াও গৃহনির্মাণ ও শহর পরিকল্পনার কাজ এই দপ্তরটির উপর ন্যস্ত থাকে।

১২। পরিবহন বিভাগ (Ministry of Transport)

এই বিভাগটি রেল, ট্রাম প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা এবং রাস্তা, পথ-ঘাট, সেতু, খাল প্রভৃতির যোগাযোগের উপায়গুলির তত্ত্বাবধান করে।

১৩। শ্রমবিভাগ (Ministry of Labour)

শ্রমিকসংঘগুলির ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার জন্য এই বিভাগটি বর্তমানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কার্য হইল আপোষ আইন ও বেকার বীমা আইন কার্যকরী করা।

১৪। গৃহ নির্মাণ, স্থানীয় শাসন ও ওয়েলস্ সম্পর্কিত বিভাগ (Ministry of Housing, Local Government and Minister for Welsh affairs)

এই বিভাগটি উপরি-উক্ত বিষয়গুলির কার্য পরিচালনা করে।

১৫। বে-সামরিক বিমান বিভাগ (Ministry of Aviation)

এই বিভাগটি বে-সামরিক বিমান ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

১৬। সরকারী অর্থপ্রদানকারী বিভাগ (Paymaster General)

এই বিভাগটির কার্য হইল সরকার কর্তৃক অর্থপ্রদান কার্যের তদারক করা।

ইহা ছাড়া আরও তিনজন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী আছেন। ইঁহারা হইলেন, (১) লর্ড চ্যান্‌সেলর, (২) লর্ড প্রিভিসিল ও (৩) ল্যাংকাষ্টারের ডিউকের সম্পত্তির চ্যান্‌সেলর। কেবিনেটের সদস্য নহেন এরূপ আরও ১৯ জন রাষ্ট্র-মন্ত্রী আছেন।

উপদেষ্টা সমিতি (Advisory Committees)

শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সহিত একটি করিয়া উপদেষ্টা সমিতি যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ লইয়া উপদেষ্টা সমিতিগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং এই বিশেষ বিষয়সমূহ সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগকে পরামর্শ দান করেন। কিন্তু এই উপদেষ্টা সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শাসন-বিভাগের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে এবং উপদেষ্টা সমিতিও তাঁহাদের কোন পরামর্শের ফলাফলের জন্য দায়ী নহে। তবে এই ব্যবস্থার গুণ হইল যে, বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ-সমন্বিত সমিতি সরকারী বিভাগের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া শাসনব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (The Permanent Executive—The Civil Service)

শাসনবিভাগীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার নিমিত্ত দুই শ্রেণীর কর্মচারী থাকে। শাসন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নীতি নির্ধারণ করা এবং ঐ বিষয়সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হইল প্রথম শ্রেণীর প্রধান কার্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণ প্রথম শ্রেণী কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও আইনগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলবৎ করে। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় নীতি-নির্ধারক শাসনকর্তৃপক্ষ হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ স্থায়ী কর্মচারী নহেন। তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের উপর যে সমস্ত দপ্তর পরিচালনা করিবার ভার থাকে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহাদের খুব কম অভিজ্ঞতা থাকে। এমন হয়ত হইতে পারে যে, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রাজস্ব-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে রাজস্ববিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

হইলেন মন্ত্রী। অনভিজ্ঞ মন্ত্রী মহাশয়কে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে একদল স্থায়ী কর্মকুশল কর্মচারী থাকেন, যাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দ্বারা শাসনপরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রীকে কার্যকরিভাবে সহায়তা করেন। মন্ত্রিগণ শুধু নীতি নির্ধারণ করেন ও বিভাগীয় শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। মন্ত্রিপ্রদত্ত নির্দেশগুলিকে কার্যে রূপদান করা হইল এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রধান কার্য।

গ্রেট বৃটেনে প্রায় তিন লক্ষ স্থায়ী সরকারী কর্মচারী আছেন। ইঁহাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হইলেন নারী কর্মচারী। স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় কর্মসচিব থাকেন। ইঁহারাই বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইঁহাদের সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতানুসারে নিয়োগ করা হয়। ইঁহা-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য অধস্তন আরও তিন-চারি শ্রেণীর কর্মচারী থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্মঠ ও দক্ষ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শাসনব্যাপারের সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকেন বলিয়া শাসনকার্যে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁহাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মে, শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মন্ত্রিগণের সে অভিজ্ঞতা বা কর্মকুশলতা থাকে না। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্য ও নীতির জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু এই নীতিনির্ধারণ ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে মন্ত্রিগণকে সম্পূর্ণ-রূপে স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত মন্ত্রিগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর মন্ত্রিগণের এই একান্ত নির্ভরশীলতার জন্য এই কর্মচারি-গণের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মন্ত্রিগণ-প্রবর্তিত প্রত্যেকটি নীতি ও আইনের উপর এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

গ্রেটবৃটেনের ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ হইলেন অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী। মন্ত্রি-মণ্ডলীর পতন হইলে এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া থাকেন। শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা যদি দলীয় মনোভাবাপন্ন হন তাহা হইলে বিরোধী দলের শাসনকালে তাঁহারা

নির্দেশরূপে পরিগণিত হয়। ৪। কমন্স সভার কার্যকাল সাত বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর করা হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ও পরবর্তী ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা কার্যতঃ লোপ পাইয়াছে। পূর্বে লর্ড সভা বিরোধিতা করিলে কমন্স সভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থনের শক্তিতে আইন পাস করিতে হইত। বর্তমানে আর কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে লর্ড সভা কমন্স সভা-প্রস্তাবিত আইনকে মাত্র এক বৎসরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই। কমন্স সভা কর্তৃক প্রেরিত অর্থ-সংক্রান্ত বিল লর্ড সভাকে এক মাসের মধ্যেই তাহার পর্যালোচনা শেষ করিতে হইবে। সুতরাং আইন-প্রণয়ন বিষয়ে লর্ড সভার বিশেষ কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন লর্ড সভার বিচারবিভাগীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে নাই। লর্ড সভা গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ আপীল বিচারালয়। যুক্ত রাজ্য ও উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের সমুদয় আপীল মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা এই আদালতের আছে। লর্ড চ্যান্সেলর, পনের জন আপীল লর্ড, ভূতপূর্ব লর্ড চ্যান্সেলরগণও গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন বা বর্তমানে আছেন এরূপ লর্ডগণ লইয়া এই আদালত গঠিত। আপীল মামলার বিচার করা ছাড়াও এই বিচারালয় আদিম বিচারকার্যও পরিচালনা করে। লর্ড সভার কোন সদস্য রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হইলে তাঁহার বিচারকার্য এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়াও কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীর বিচারকার্যও এই আদালত নিষ্পন্ন করে।

লর্ড সভার অধিকার (Privileges of the House of Lords)

আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সেজন্য সকল দেশেই তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকে। লর্ড সভার সদস্যগণ সাধারণ অধিকার ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ

অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশেষ অধিকারগুলি হইল—
১। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।
২। তাঁহারা পৃথকভাবে সভার অধিবেশনের আহ্বান পাইয়া থাকেন।
৩। তাঁহারা আপীল মামলার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য করিতে পারেন ও কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অভিযোগেরও বিচার করিতে পারেন।
৪। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন লর্ড নিজে সভায় অনুপস্থিত থাকিয়াও অন্যের মারফৎ ভোট দিতে পারিতেন। ৫। লর্ড সভা যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে। ইহা ছাড়া সভাগৃহে সাধারণভাবে তাঁহাদের বাক্-স্বাধীনতা আছে এবং সভার অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্বে এবং পরে কোন লর্ডকে দেওয়ানী অপরাধের জন্য আটক করা যায় না।

লর্ড সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ (Criticism against the House of Lords)

গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা সম্পর্কে এ যাবৎ বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনার কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া ইহার প্রথম ও প্রধান সমালোচনা করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ গণতন্ত্র-বিরোধী পদ্ধতিতে নিযুক্ত সদস্য-সমন্বিত উচ্চ পরিষদ এক ক্যানাডা ব্যতীত অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। জনগণ দ্বারা নির্বাচন পদ্ধতিতে গঠিত আইনসভা ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত আইনসভা জনমত প্রতিফলিত করিতে পারে না। লর্ড সভা জনমতের প্রতিনিধি নয়, সুতরাং এই সভা গণতন্ত্র-বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ, লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। গ্রেট বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণী এই সভার সদস্য। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ও বিশেষ করিয়া মদ্য ব্যবসায়ের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা প্রধানতঃ গঠিত। সুতরাং এইরূপ আইনসভার অস্তিত্ব স্বাধীন দেশের মূর্ত প্রতীক ইংলণ্ডে সমর্থনযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, লর্ড সভায় কার্যাবলীর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই সভা পূর্বাপর কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং প্রগতিমূলক ও উদারনৈতিক কার্যক্রমে বাধা দিয়াছে।

চতুর্থতঃ, লর্ড সভার সদস্যগণের উপস্থিতির সংখ্যা হইতে আইনসভা হিসাবে ইহার অসারতা ও প্রয়োজনীয়তার অভাব বুঝিতে পারা যায়। অধিকাংশ সদস্যই অনুপস্থিত থাকেন। প্রায় সাড়ে নয়শত সদস্যের মধ্যে তিনজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারে এবং কোন আইন পাস করিতে হইলে ৩০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই আইন পাস করা যায়। উপরি-উক্ত নিয়মটি হইতে লর্ড সভার অসারতা প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ের মতানুযায়ী লর্ড সভা একদিকে যেরূপ ক্ষতিকর (mischievous) অপরদিকে তদ্রূপ বাহুল্যমাত্র (superfluous)। যখন উদারনৈতিক দল বা শ্রমিক দল সরকার গঠন করে তখন লর্ড সভা এই দল কর্তৃক আনীত আইনের অন্ধভাবে বিরোধিতা করে। সুতরাং এই সভার কার্য একদেশদর্শী এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন এই সভা রক্ষণশীল দল কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন গুণাগুণ বিচার না করিয়া সমর্থন করে। সুতরাং এই সভার নিজস্ব কোন স্বাধীন অভিমত নাই। ইহা রক্ষণশীল মতবাদ সমর্থন করে, সুতরাং বাহুল্য মাত্র।

লর্ড সভার কার্যকারিতা (Utility of the House of Lords)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইলেও ইহার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও লর্ড সভার অস্তিত্ব যে একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই ইহা দ্বারা ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়। লর্ড সভার সম্পূর্ণ বিলোপ অথবা সংস্কারসাধনের নিমিত্ত পূর্বে বহুবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয় নাই। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে লর্ড সভা গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লর্ড সভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। লর্ড সভার সদস্যতালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি

জাতীয় জীবনের নানাদিকে তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কার্যের দ্বারা উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে লর্ড পদবীতে অলংকৃত করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই লর্ড সভার সদস্য মনোনীত হইয়া থাকেন। সুতরাং লর্ড সভার গঠনপদ্ধতিকে নিতান্ত গণতন্ত্র-বিরোধী বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও লর্ড সভা আইনসভার উচ্চ কক্ষের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। কমন্স সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিয়া তাহা সংশোধন করা হইল উচ্চ কক্ষের প্রধান কার্য। লর্ড সভা বিতর্কবিহীন আইনের প্রস্তাব করিতে পারে ও কমন্স সভার দ্রুত আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতায় এক বৎসরকাল পর্যন্ত বাধা প্রদান করিয়া আইন-প্রণয়ন-বিষয়ে জনমতকে সজাগ রাখিতে পারে। ইহা ছাড়া, অনেক সময় লর্ড সভা হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিতে কেবিনেটের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

লর্ড সভার সংস্কার (Reform of the House of Lords)

লর্ড সভার উত্তরাধিকারসূত্রে গঠন ও রক্ষণশীল প্রকৃতি ইহার জনপ্রিয়তার অন্তরায় এবং এই কারণে মধ্যে মধ্যে এই সভার সংস্কারের জন্য গণদাবী উত্থিত হয়। যতদিন পর্যন্ত রক্ষণশীলদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত লর্ড ও কমন্স সভার মধ্যে কোন গুরুতর মতবিরোধ ঘটে নাই। কিন্তু উদার-নৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হইবার পরবর্তী কাল হইতে উভয় সভার মধ্যে মতভেদ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড সভা অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তখনই উদার-নৈতিকদল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা বিশেষভাবে সংকুচিত করে। এই সময় হইতে লর্ড সভার সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে একটি প্রকৃত উচ্চ পরিষদের মর্যাদা দান করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়।

১। ল্যান্সডাউন প্রস্তাব—এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, লর্ড সভা মোট ৩৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই সদস্যগণের মধ্যে কিয়দংশ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবেন, কিছু সংখ্যক সদস্য বিশপগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন

এবং অবশিষ্টাংশ কমন্স সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নাই।

২। ব্রাইস্ প্রস্তাব—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে লর্ড সভার সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করে। (ক) উচ্চ পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩২৭-এ সীমাবদ্ধ করা, (খ) পরিষদের কার্যকাল ১২ বৎসর হইবে এবং ⅓ সদস্য প্রতি চারবৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবে, (গ) উচ্চ পরিষদের ⅔ সদস্য কমন্স সভা কর্তৃক আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবে ও অবশিষ্ট ⅓ সদস্য লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, (ঘ) উভয় পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে প্রত্যেক পরিষদের ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি যুক্ত কমিটি দ্বারা এই মতবিরোধ বিবেচিত হইবে। কিন্তু বিরোধের ক্ষেত্রে যুক্ত কমিটির দ্বারা বিরোধের মীমাংসা প্রস্তাবে উদারনৈতিকদল সম্মত না হওয়ার ফলে এই প্রস্তাবও সফল হয় নাই।

৩। ১৯২২ সালের প্রস্তাব—১৯২২ খৃষ্টাব্দে লয়েড্ জর্জের মন্ত্রিসভা লর্ড-সভার সংস্কার উদ্দেশ্যে কয়েকজন কেবিনেট সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি এই সম্পর্কে ব্রাইস্ প্রস্তাবের অনুরূপ পাঁচটি প্রস্তাব লর্ড সভার বিবেচনার জন্য পাঠায়, কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি লর্ড সভা বা জনসাধারণ গ্রহণ করে না বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

৪। কেভ্ প্রস্তাব—১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি কেবিনেট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রস্তাব করেন যে, লর্ড সভা রাজপরিবারের সদস্য ও আপীল-বিচারক সদস্য বাদ দিয়া মোট ৩৫০ জন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। অল্পসংখ্যক সদস্য রাজা কর্তৃক বারো বৎসরের জন্য মনোনীত হইবে এবং লর্ডগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে বারো বৎসরের জন্য কিছুসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করিবে। এই প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা তাহা কমন্স সভার স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত না হইয়া উভয় পরিষদের একটি যুক্ত কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড সভা সংস্কারের উদ্দেশ্যে লর্ড ক্লারেণ্ডেন আর একটি প্রস্তাব করেন।

৬। ১৯৩৩ সালে লর্ড সল্‌স্‌বেরী আর একটি প্রস্তাব করেন এবং বিলের আকারে এই প্রস্তাবটি পার্লামেণ্টে পেশ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে লর্ড

সভার সদস্যসংখ্যা ৩২০ জন করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৫০ জন লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, আর ১৫০ জন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবে। কমন্স সভার স্পীকারের সভাপতিত্বে উভয় পরিষদের একটি যুক্ত অধিবেশন কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রকৃতি নির্ধারিত হইবে। কিন্তু এ প্রস্তাবও কার্যকরী হয় নাই। শ্রমিকদলের নীতি ছিল যে, লর্ড সভা যদি ইহার শাসনকার্যে বাধা দেয় তাহা হইলে লর্ড সভার বিলোপ সাধন করা।

কিন্তু লর্ড সভার সংস্কারের উদ্দেশ্যে এতগুলি প্রস্তাব সত্ত্বেও লর্ড সভা এখনও পর্যন্ত নিজ বৈশিষ্ট্যসহ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল পূর্ণ গণতান্ত্রিক যুগে এই গণতন্ত্র-বিরোধী আইনসভা বজায় থাকিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, লর্ড সভার দুর্বলতাই ইহার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বর্তমানে এই সভা আইন-প্রণয়নে কিছু বিলম্ব ঘটাইতে পারে, কিন্তু কমন্স সভার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে না। ইহা ছাড়া, বর্তমানে লর্ডগণ একটি স্বতন্ত্রশ্রেণী নহেন। জনসাধারণের মধ্য হইতেও লর্ড সৃষ্টি হয় এবং লর্ডবংশ হইতেও সাধারণ শ্রেণীর জন্ম হয়। সুতরাং লর্ড সভার গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সভা কোনদিক দিয়াই গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের অন্তরায় হয় নাই। তাই গ্রেট বৃটেনের জনমত এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী, বিভিন্ন দেশের মাতৃস্থানীয়া আইনসভায় কোন সংস্কার করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

কমন্স সভা (The House of Commons)

বর্তমানে কমন্স সভা ছয়শত তিরিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত; সত্তর হাজার সংখ্যক লোকপ্রতি একজন প্রতিনিধির ভিত্তিতে ইংলণ্ড হইতে চারিশত নিরানব্বুই জন প্রতিনিধি, স্কটল্যাণ্ড হইতে চুয়াত্তর, ওয়েলশ্ হইতে ছত্রিশ ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড হইতে তেরজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সমান প্রতিনিধিত্বের আইন পাস হইবার ফলে গ্রেট বৃটেনে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইয়াছে বলা চলে। কমন্স সভার সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা তৎপূর্বেই কমন্স

সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। রাজা কমন্স সভা আহ্বান করেন ও ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন।

কমন্স সভার ক্ষমতা (Powers of the House of Commons)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন বলবৎ হইবার পর লর্ড সভার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া কমন্স সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কমন্স সভাকে কেন্দ্র করিয়াই বৃটিশ শাসনব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য প্রকটিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় কমন্স সভা যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূল কারণ হইল শাসনব্যবস্থার উপর এই সভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে, আইন-প্রণয়ন-কার্যে, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণে, কেবিনেট সভার নীতি ও কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণে কমন্স সভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী।

কমন্স সভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। এই সভা কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত না হইয়া কোন আইনের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না, বা কোন আইনেরই পরিবর্তন বা পরিবর্জন সম্ভব নয়। অর্থ-সংক্রান্ত সমুদয় প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হয় ও এই সভার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাবই বলবৎ করা যায় না। সরকারের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকারী হইল কমন্স সভা। সর্বোপরি কমন্স সভা শাসনব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেবিনেটের হস্তেই প্রকৃত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং এই কেবিনেট সভা ইহার শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী। কেবিনেটের প্রত্যেকটি কার্যসম্পর্কে কমন্স সভা প্রশ্ন তুলিতে পারে। উহা কেবিনেটের কার্য অনুমোদন করিতে পারে অথবা অসম্মতিসূচক মত প্রকাশ করিতে পারে। কমন্স সভা কর্তৃক কেবিনেটের কার্য অননুমোদিত হইলে, কেবিনেট সভাকে হয় পদত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা জনমতের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে অর্থাৎ কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কমন্স সভার সদস্যগণ শাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য কেবিনেট সদস্যগণকে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়াই কেবিনেট সভার কার্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কমন্স সভাকে

বৃটেনের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ কেবিনেট সদস্যগণের রাজনৈতিক শিক্ষাক্ষেত্র বলা যাইতে পারে—এইখানেই তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক কর্মকুশলতার পরীক্ষা চলে।

কিন্তু কেবিনেটের সহিত কমন্স সভার সম্পর্ক আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে কমন্স সভা আর তাহার পূর্বগৌরবের অধিকারী নাই। শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাকুক, বর্তমানে আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে ও আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও কার্যতঃ ইহার ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। সিড্‌নি লো যথার্থই বলিয়াছেন যে, বর্তমানে কমন্স সভা ক্ষমতার বাহ্যিক আড়ম্বরের অধিকারী—কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হইয়াছে। কমন্স সভার আজ্ঞাবহ কেবিনেটই বর্তমানে ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইয়া কমন্স সভাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পর্যবসিত করিয়াছে।

কমন্স সভার অধিকার (Privileges of the House of Commons)

লর্ড সভার সদস্যদের অনুরূপ কমন্স সভার সদস্যগণও কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, কমন্স সভার কোন সদস্যকে অধিবেশনকালে ও অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্ব ও পর পর্যন্ত কোন দেওয়ানী মামলার জন্য আটক করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সদস্যগণ বাক্‌-স্বাধীনতার অধিকারী। এই অধিকার ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারপত্র দ্বারা প্রদত্ত হয়। এই অধিকারের বলে সদস্যগণ সভার আলোচনা ও বিতর্ককালে তাঁহাদের বক্তৃতা বা বক্তৃতার কোন অংশে উচ্চারিত কোন শব্দ বা বাক্যের জন্য দায়ী নন। এজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিচারালয়ে অভিযোগ চলিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কমন্স সভার সভাপতির মধ্যবর্তিতায় তাঁহারা সমবেতভাবে রাজার নিকট আবেদন পেশ করিতে পারেন। চতুর্থতঃ, লর্ড সভার অনুরূপ কমন্স সভা যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। পঞ্চমতঃ, কমন্স সভার আর একটি বিশেষ অধিকার হইল যে, এই সভাতেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি প্রথম উত্থাপিত হয়। নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সন্দেহ হইলে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার বিশেষ অধিকার এই সভার আছে। ইহা ছাড়া, নির্বাচন-প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতাও কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত।

কমন্স সভার সভাপতি (The Speaker of the House of Commons)

কমন্স সভার সভাপতি 'স্পীকার' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন-কালে যখন কমন্স সভা ইহার বর্তমান ক্ষমতা বা পদমর্যাদায় উন্নীত হয় নাই, যখন এই সভার প্রধান কার্য ছিল রাজার নিকট নানা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আবেদন পেশ করা, তখন এই সভার একজন প্রতিনিধি কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবে এই আবেদনগুলি রাজার নিকট পেশ কবিতেন। কালক্রমে এই মুখপাত্রের উপরই কমন্স সভার কার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইল এবং তিনি স্পীকার নামে পরিচিত হইলেন।

নূতন নির্বাচনের পর কমন্স সভার প্রথম অধিবেশনের প্রধান কার্য হইল সভার সভাপতি নির্বাচন করা। এই সভাপতি হইলেন স্পীকাব। স্পাকার নির্বাচন ব্যাপারে সাধারণতঃ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। কমন্স সভাব চিরাচরিত প্রথা হইল যে, বিদায়ী স্পীকার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকেই পুনরায় নির্বাচন করা হয়। সংখ্যাগবিষ্ঠদলেব নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অন্যান্যদলের নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন সদস্যকে স্পীকারপদে মনোনয়ন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা বলিয়া তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি যে কমন্স সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে স্পীকার-পদে নির্বাচিত হইবেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পাবে না। যদিও কার্যতঃ স্পীকার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, তথাপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর এই মনোনয়ন কমন্স সভার নির্বাচনের মধ্য দিয়া সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। এই নিয়োগে রাজার আনুষ্ঠানিক সম্মতিরও প্রয়োজন। স্পীকার বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড বেতন ও লণ্ডন শহরে বিনা ভাড়ায় একটি সুসজ্জিত আবাসগৃহ পাইয়া থাকেন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া থাকেন ও সাধারণতঃ তাঁহাকে লর্ড উপাধি দেওয়া যায়।

স্পীকারের প্রধান কার্য হইল কমন্স সভার অধিবেশন পরিচালনা করা। বৃটিশ কমন্স সভা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর আইন-পরিষদ, সেখানে বহু কৃতবিদ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও সুদক্ষ বাগ্মী থাকেন। সুতরাং এই সভার পরিচালক হিসাবে স্পীকারের কি পরিমাণ

কর্মদক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও সর্বোপরি শিষ্টাচারী হওয়া প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। স্পীকার সভার কার্য পরিচালনা করেন, সুতরাং তাঁহাকেই সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হয় ও এই নিয়মাবলী কার্য-পরিচালনায় বলবৎ করিতে হয়। বিতর্ককালে তিনি সভার শান্তি-শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষা করেন এবং কোন ব্যাপারে মতভেদ হইলে তাঁহাকে মীমাংসা করিতে হয় এবং বিতর্কমূলক ব্যাপারে স্পীকারের নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া সকল সদস্যেরই গ্রহণ করিতে হয়। কোন সদস্য যদি বক্তৃতা-কালে অভদ্রোচিত বা সম্মানহানিকর বা বিদ্রোহাত্মক কোন ভাষা প্রয়োগ করেন তাহা হইলে স্পীকার তাঁহাকে তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিতে পারেন অথবা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন—এমন কি প্রয়োজনক্ষেত্রে সভার নিয়মাবলী গুরুতররূপে অবহেলিত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন।

তিনি মুলতুবী-প্রস্তাব আনয়নের অনুমতি দিতে পারেন অথবা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন যে, কমন্স সভায় উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাবের উপর সংশোধন প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত আলোচনার যথেষ্ট সময় নাই, তাহা হইলে তিনি মাত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাবগুলি আলোচনা ও ভোটগ্রহণে অনুমতি দান করিতে পারেন। কোন বিল অর্থ-বিষয়ক বিল কিনা এবিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত প্রদান করিবার ক্ষমতা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা স্পীকারের উপর অর্পিত হইয়াছে। সভার অবমাননার অভিযোগে স্পীকার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

কমন্স সভার আলাপ-আলোচনায় স্পীকার অংশ গ্রহণ করেন না এবং সাধারণতঃ তিনি ভোট প্রদান করেন না। কিন্তু যখন কোন প্রস্তাবের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ভোট দিতে হয়। স্পীকারের এই ভোটদান তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় না। প্রথাগত নিয়মানুসারে তিনি এরূপভাবে ভোট দেন যাহাতে প্রচলিত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে এবং সভা ঐ বিষয়ে পুনরায় ভোট গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। সভার সমুদয় সদস্যকেই স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। তিনি কমন্স সভার

বক্তা নামে অভিহিত হইলেও বর্তমানে তাঁহাকে আর বক্তৃতা করিতে হয় না। তিনি বক্তা হইতে নির্বাক শ্রোতায় পর্যবসিত হইয়াছেন।

কমন্স সভার সদস্য হিসাবে স্পীকারকে রাজনৈতিক দলের সমর্থকরূপে নির্বাচিত হইতে হয়। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দল-নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। কমন্স সভার ভিতরে ও বাহিরে কোন রাজনৈতিক দলের সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলসম্পর্কিত কোন সংবাদপত্র বা সংস্থা বা কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। সভার অধিবেশন পরিচালনাকালেও দল-নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখা তাঁহার প্রধান কর্তব্য। স্পীকারের এই দল-নিরপেক্ষতার উপরই তাঁহার নিজের পদমর্যাদা ও জাতীয় সম্মান নির্ভর করে।

কমিটি ব্যবস্থা (Committee System)

বর্তমান যুগে আইনসভার কার্য এরূপ ব্যাপক ও জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে যে, বহু সদস্য-সমন্বিত আইনসভার পক্ষে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক সূক্ষ্মভাবে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। এইজন্য প্রত্যেক দেশের আইনসভা বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে কতকগুলি কমিটি গঠন করে। কমিটিগুলির প্রধান কার্য হইল খসড়া আইনগুলি যখন ইহাদের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরিত হয় তখন সেগুলিকে সবিস্তারে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন অন্তে কমিটির সুপারিশসহ আইনসভায় প্রেরণ করা। এই ব্যবস্থা দ্বারা শুধু যে আইনের প্রস্তাবগুলির সম্যক পর্যালোচনা হয় তাহা নয়, আইনসভাও অনেক পরিমাণে ভারমুক্ত হইয়া অন্য অসংখ্য কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে। গ্রেট ব্রটেনে কমন্স সভার কার্যপরিচালনা-বিষয়ে কমিটিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভে ছয় রকমের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। এই বিভিন্ন কমিটিগুলি সদস্য-নির্বাচনের জন্য বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে সরকারী দলের ও বে-সরকারী বিপক্ষদলের নেতৃগণ একটি যুক্ত সম্মেলনে মিলিত হইয়া একটি ১। নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ এই নির্বাচনী কমিটি (Committee of Selection) দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সাধারণ-সম্পর্কিত বিলগুলি বিবেচনার জন্য ২। স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Public Bills) তিরিশ হইতে পঞ্চাশ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহারা প্রয়োজন বোধ করিলে অতিরিক্ত পনের হইতে বিশজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ লইয়া এইরূপ পাঁচটি স্থায়ী কমিটি কমন্স সভায় আছে। ৩। সাময়িক কমিটি (Select Committees) বিশেষ কোন প্রস্তাব বিবেচনার্থ সাময়িকভাবে গঠিত হয় ও নির্দিষ্ট কার্য শেষ হইলে এই কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। ৪। একটি অধিবেশনের জন্য গঠিত কমিটি (Sessional Committees)—আবেদনপত্র পরীক্ষা করা প্রভৃতি নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই কমিটি-গুলি গঠিত হয়। ৫। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত প্রস্তাব বিবেচনাকারী কমিটি (Private Bills Committees)—এই কমিটিগুলি মাত্র চারজন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহাদের প্রধান কার্য হইল, যে সমস্ত বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের বিরোধিতা হয় সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত কবা ও এই বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া কমন্স সভায় তাহাদের সিদ্ধান্তসহ বিবরণী পেশ করা। ৬। সমগ্র কমন্স সভার কমিটিরূপে অধিবেশন (Committee of the Whole House)। সমগ্র সভা দুইটি উদ্দেশ্যে কমিটিরূপে মিলিত হইতে পারে: (ক) প্রথমতঃ, কি উপায়ে ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ আহরণ করিতে হইবে অর্থাৎ কব ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে যখন মিলিত হয় তখন এই কমিটিকে Committee of Ways and Means বলা হয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ, যখন এই কমিটি ব্যয়ের তালিকাগুলি বিবেচনা করিবার অনুমোদন করিবার উদ্দেশ্যে মিলিত হয় তখন ইহাকে Committee on Supply বলা হয়। কমন্স সভার সাধারণ অধিবেশনের সহিত কমন্স সভার এই কমিটির অধিবেশনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সভার যখন কমিটি হিসাবে অধিবেশন চলিতে থাকে তখন এই অধিবেশনে স্পীকার সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। এই কমিটির জন্য পৃথক সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকে। স্পীকারের দণ্ডও টেবিলের নীচে রাখা হয়। কমন্স সভার কার্যপরিচালনা-ব্যাপারে যতটা নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বিত হয়, কমিটির কার্যপরিচালনায় ততটা নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শিত হয় না। যে-কোন সদস্য একাধিকবার বক্তৃতা করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব

(Budget) পরীক্ষা করিবার জন্য ৭। Standing Committee on Public Accounts আছে।

খসড়া আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bills)

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে আইনের খসডাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন—কারণ আইনের খসডার বৈচিত্র্যের জন্য আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির কিছু পরিমাণ পার্থক্য হয়। আইনের খসডাগুলিকে সাধারণতঃ সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসডা (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসডা (Private Bill) বলা হয়। সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়াগুলি কোন ব্যক্তি বা সংসদ অথবা কোন স্থান বিশেষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। এই খসড়াগুলির বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দেশে বাল্যবিবাহ নিষেধ বা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আইন। এই খসডাগুলি সাধারণতঃ সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক (মন্ত্রিমণ্ডলী) বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া আইনসভায় পেশ করা হয়। তবে বে-সরকারী সদস্যগণ এই জাতীয় খসডা আইন উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু উত্থাপনের পূর্বে সরকারী সদস্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই বে-সরকারী সদস্যগণ এই সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিল উত্থাপন করিতে পারেন। সরকারী সম্মতি ও সরকারী সাহায্য না পাইলে এরূপ বিল অনুমোদিত হইতে পারে না। বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিলকে (Private member's bill) বলা হয়।

ইহা ছাড়া, বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসডা আইন (Private Bill) আছে। এই বিলগুলি সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপার হইল এই বিলগুলির বিষয়বস্তু। কোন শহরে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি করা বা কোন নদীর উপর পুল তৈয়ারী করা, ইত্যাদি বিশেষ স্বার্থের জন্য এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়।

পার্লামেন্টে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি (Process of Law-making in Parliament)

আইনের প্রস্তাব অর্থসম্পর্কিত হইতে পারে অথবা অর্থসম্পর্কিত নাও হইতে পারে। যে সমস্ত প্রস্তাব অর্থসম্পর্কিত নহে, সে সমুদয় প্রস্তাব

পার্লামেন্ট সভার লর্ড বা কমন্স যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন আইনের প্রস্তাবকে আইনে পর্যবসিত করিতে হইলে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হয়, যথা,—প্রস্তাবের খসড়া-প্রণয়ন (Drafting), আইনসভায় খসড়াটিকে পেশ করা (Introduction), প্রথম পাঠ (First Reading), দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading), কমিটিতে প্রেরণ (Committee Stage), কমিটি কর্তৃক বিবরণ প্রদান (Report Stage) ও তৃতীয় পাঠ (Third Reading)।

যে সদস্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাঁহাকে নিজে অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রণয়ন করিতে হয় ; খসড়াটি প্রস্তুত হইলে প্রস্তাবককে আইনসভায় ঐ প্রস্তাবটিকে উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় অথবা প্রস্তাবের উত্থাপককে লিখিত নোটিশ দিয়া সভার টেবিলে প্রস্তাবটিকে স্থাপন করিতে হয়। সভার কর্মসচিব (Clerk of the House) প্রস্তাবের শিরোনামা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন। ইহার পর স্পীকারের অনুরোধক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাবের দ্বিতীয় পাঠের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করেন। এই প্রক্রিয়াকে প্রথম পাঠ বলা হয়। কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ব্যতীত সাধারণতঃ প্রথম পাঠের সময় প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা হয় না।

অতঃপর নির্ধারিত দিনে প্রস্তাবটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় প্রস্তাবটির মূল নীতি সম্পর্কে প্রস্তাবটির সমর্থক ও বিরুদ্ধ দলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। এই পর্যায়ে প্রস্তাবটির ধারা-উপধারা লইয়া কোন বিস্তারিত আলোচনা হয় না। আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক প্রস্তাবের মূল নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে বিরোধী দল প্রস্তাবটির সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে পারেন অথবা 'ছয়মাস পরে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ করা হউক' এই মর্মে প্রস্তাব আনিতে পারেন। দ্বিতীয় পাঠে প্রস্তাবটি যদি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় পাঠ পর্যায় শেষ হয়।

প্রস্তাবটির মূলনীতি দ্বিতীয় পাঠ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবার পর প্রস্তাবটিকে স্পীকারের নির্দেশ অনুসারে সভার একটি কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সাধারণতঃ প্রস্তাবগুলিকে সভার কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে প্রস্তাবটি একটি বিশেষ সাময়িক কমিটিতেও প্রেরিত হইতে

পারে। এই কমিটি প্রস্তাবের বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে প্রস্তাবের সংশোধন করিতে পারে।

কমিটির বিবেচনার পর সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটিকে উত্থাপক সভায় প্রেরণ করা হয়। যদি কমিটি প্রস্তাবের কোন সংশোধন না করেন তাহা হইলে কমিটির এই বিবরণ-পেশ পর্যায়ের আর কোন প্রয়োজন হয় না। প্রস্তাবটিকে অপরিবর্তিত আকারেই সভায় প্রেরণ করা হয়। উত্থাপক সভা এই সময়ে প্রস্তাবটিব ধারা-উপধারা অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করে ও প্রয়োজন বোধ করিলে প্রস্তাবটির সংশোধনও করিতে পারে।

তাহার পর প্রস্তাবটির উত্থাপক প্রস্তাবটির তৃতীয় পাঠের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৃতীয় পাঠের সময় প্রস্তাবটির মূলনীতি ও আদর্শ লইয়া পুনরায় আলাপ-আলোচনা চলে, কিন্তু কোনরূপ বিস্তারিত আলোচনা হয় না। এই সময়ে প্রস্তাবেব আনুষ্ঠানিক সংশোধন ছাড়া অন্য কোনরূপ সংশোধন করা চলে না। প্রস্তাবটিকে হয় সমগ্রভাবে অনুমোদন করিতে হইবে, নতুবা সমগ্রভাবে প্রত্যাখ্যান কবিতে হইবে ; কিন্তু কোনরূপ পরিবর্তন করা চলিবে না।

একটি পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে উহা দ্বিতীয় পরিষদের নিকটে প্রেরিত হয় অর্থাৎ প্রস্তাবটি যদি কমন্স সভা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া এই সভা দ্বারা তিনটি পাঠের পর অনুমোদিত হয় তাহা হইলে প্রস্তাবটিকে লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। লর্ড সভায়ও প্রস্তাবটি একই পদ্ধতির মধ্য দিয়া চালিত হয়। বর্তমানে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাসের ফলে লর্ড সভা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলেও এক বৎসর পরে লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই বিলটি রাজার সম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হয়। সুতরাং সাধারণ আইন-প্রণয়নে কমন্স সভাই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদি লর্ড সভায় উত্থাপিত কোন আইনেব প্রস্তাব কমন্স সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে সে প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব (Money Bills in Parliament)

সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতিতে আয়ব্যয়-

সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করা হয়। যে-সমস্ত প্রস্তাবের দ্বারা রাজস্ব আদায়, ব্যয়বরাদ্দ-অনুমোদন, ঋণগ্রহণ ও ঋণপরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হয় সেই সমস্ত প্রস্তাবকে সাধারণতঃ অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব বলা হয়।

গ্রেট বৃটেনে অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা,—(১) রাজস্ব বিল (Finance Bill), (২) ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল (Appropriation Bill), ও (৩) একত্রিত তহবিল বিল (Consolidated Fund Bill)। বৃটেনের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত পরিচিত হইতে গেলে একটি বিষয়সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটেনে সরকারী সমগ্র আয় জাতীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে জমা হয় এবং সরকারী এই জমাকে সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) বলা হয়। এই সঞ্চিত তহবিল হইতেই পার্লামেণ্ট সভা সমগ্র ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করে। ব্যয়বরাদ্দ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সরকারী ব্যয়ের একটি বড় অংশ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খরচা, জাতীয় ঋণপরিশোধ, বিচারপতিগণের ও হিসাবপরীক্ষক-প্রধানের বেতন, ইত্যাদি পার্লামেণ্ট-নির্ধারিত এই স্থায়ী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যয়বরাদ্দগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। এই ব্যয়বরাদ্দগুলিকে সঞ্চিত তহবিল ব্যয় (Consolidated Fund Services) বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ব্যয় আছে, যেগুলি প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এই অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়গুলি (Supply Services) কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়; এই বিভিন্ন ভাগগুলিকে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল (Appropriation Bill)

প্রতি বৎসর অক্টোবর মাস হইতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে তাহাদের আগামী বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া ট্রেজারি বিভাগের নিকট পেশ করিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের এই হিসাব বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত থাকে। এই ভাগগুলি সাধারণতঃ 'ভোট' নামে অভিহিত হয়। ব্যয়ের এই আনুমানিক হিসাবগুলিকে জানুয়ারী

মাসের শেষে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে কমন্স সভায় পেশ করা হয়। প্রথাগত বিধানানুযায়ী সমগ্র কমন্স সভা ব্যয়বরাদ্দের এই হিসাবগুলি বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। সমগ্র সদস্য-সমন্বিত এই কমিটি সরবরাহ কমিটি (Committee on Supply) নামে পরিচিত হয়। কমন্স সভা কমিটি হিসাবে একে একে বিভিন্ন ব্যয়বরাদ্দের 'ভোট'গুলি অনুমোদন করে এবং এই অনুমোদন-কার্যের জন্য ছাব্বিশ দিন সময় নির্ধারিত থাকে। ব্যয়বরাদ্দের অনুমোদন-কার্য শেষ হইলেই কমন্স সভার কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। সরকারী কর্মচারিগণ ব্যয়-নির্বাহের জন্য যাহাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে টাকা উঠাইতে পারেন, সেজন্য কমন্স সভার পৃথক অনুমোদনের আবশ্যক হয়। অন্য একটি কমিটির রূপ পরিগ্রহ করিয়া কমন্স সভা ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব পাস করে। এই কমিটি পন্থা ও উপায় নির্ধারণ কমিটি (Committee of Ways and Means) নামে পরিচিত। অতঃপর উল্লিখিত দুইটি কমিটির প্রস্তাবগুলিকে একটি সরবরাহের বিলের আকারে একত্রিত করা হয় (Appropriation Bill) ও কমন্স সভার নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়।

(খ) রাজস্ব বিল (Finance Bill)

ব্যয়নির্বাহের জন্য আয়ের পন্থা নিরূপণ করা নিতান্ত অপরিহার্য। মার্চ মাসের শেষ দিনে অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) কমন্স সভায় তাঁহার বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব-সমন্বিত বাজেট উপস্থাপিত করেন। গত বৎসরের আয়ব্যয়ের বিবৃতির সহিত নূতন বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ এবং ঐ ব্যয়নির্বাহের জন্য আনুমানিক রাজস্বের একটা পরিমাণের উল্লেখ থাকে। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য কমন্স সভা পন্থা ও উপায় নির্ধারণ কমিটিতে পর্যবসিত হয়। সরকারী ব্যয়ের একটি অংশ যেরূপ স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে, তদ্রূপ সরকারী রাজস্ব যে সমুদয় কর হইতে আদায় করা হয়, আয়কর, চা-শুল্ক প্রভৃতি ব্যতীত অন্য অধিকাংশ করই স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত করা থাকে। এই করগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের অনুমোদন

প্রয়োজন হয় না। করধার্যের এই বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি একত্রিত করিয়া পন্থা-ও উপায় নির্ধারণ কমিটি উহা রাজস্ব বিলরূপে কমন্স সভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে।

কমন্স সভা তৃতীয় পাঠ দ্বারা উল্লিখিত সরবরাহ বিল ও রাজস্ব বিল অনুমোদন করিলে কমন্স সভার স্পীকার বিল দুইটিকে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব বলিয়া ঘোষণা করেন। স্পীকাব কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত বিল বলিয়া সমর্থিত হইলে বিল দুইটিকে লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে একমাস সময় পবে রাজার সম্মতিসহ বিল দুইটি আইনে পরিণত হইয়া কার্যকরী হয়।

ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হইতে অনেক সময় আগস্ট মাস শেষ হইয়া যায়। কিন্তু এপ্রিল মাস হইতে সরকারী বৎসর আরম্ভ হয়। ব্যয়বরাদ্দ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক আইনতঃ অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কোন দপ্তর অর্থব্যয় করিতে পাবে না। অথচ এপ্রিল মাস হইতেই নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এই ব্যয় সঙ্কুলানেব জন্য কমন্স সভা নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বেই সরবরাহ কমিটিরূপে প্রত্যেক সবকারী বিভাগকে প্রত্যেক ব্যয়বরাদ্দের বাবদ কিছু পরিমাণ অর্থ খরচ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব পাস করে। যতদিন পর্যন্ত ব্যয়বরাদ্দ চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর না হয় ততদিন পর্যন্ত কমন্স সভার এই সাময়িকভাবে অনুমোদিত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন বিভাগগুলির ব্যয়নির্বাহ হইয়া থাকে।

আয়ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্ট সভার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা (Parliamentary Control over Finance)

সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইলেও এই সভার আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। অর্থসচিব—চ্যান্‌সেলর অব্ দি একস্‌চেকার হইলেন এ বিষয়ে অধিকর্তা। কেবিনেট সভার অনুমোদনক্রমে অর্থসচিবের নির্দেশে ট্রেজারি বিভাগ এই সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কোন নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব বা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাজার অনুমোদনক্রমে একমাত্র কোন মন্ত্রির মারফত উত্থাপিত হইতে পারে। কোন বে-সরকারী সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন না। এ

সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার সদস্যগণ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আয় ও ব্যয়বরাদ্দের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। কমন্স সভার সদস্যগণ নির্ধারিত কোন ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন না, বা একটি বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের নির্ধারিত পরিমাণ অন্য আর একটি বিভাগের খরচের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না। রাজার ব্যক্তিগত পারিবারিক খরচ, বিচারপতিগণের বেতন, জাতীয় ঋণসম্পর্কিত ব্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলি যেগুলির ব্যয়বরাদ্দ স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত, সেগুলি সম্পর্কেও কমন্স সভার কোন অধিকার নাই। পার্লামেণ্ট সভার একমাত্র ক্ষমতা হইল এই আয়ব্যয়-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করা এবং সমালোচনা দ্বারা কেবিনেটের অর্থ-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমসম্বন্ধে জনমতকে অবহিত রাখা। বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভার এই সমালোচনা করিবার অধিকারও বহুপরিমাণে নানাপ্রকারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্ট সভার কার্যসূচী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেবিনেট সভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। বে-সরকারী সদস্যগণ সমালোচনা করিবার সুযোগ খুব কমই পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, সমালোচনামূলক বিতর্কের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করিবার জন্য মাত্র ছাব্বিশ দিন সময় নির্ধারিত থাকে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়সম্পর্কে আলোচনা হওয়া অসম্ভব। ফলে, ব্যয়বরাদ্দের অনেক অংশ বিনা বিতর্কেই অনুমোদিত হয়। তৃতীয়তঃ, আয়ব্যয়ের হিসাব বর্তমানে এরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কমন্স সভার সাধারণ সদস্যের পক্ষে এই জটিলতার আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবার সময় থাকে না এবং একজন সাধারণ সদস্য এরূপ যোগ্যতারও অধিকারী নহেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুর্থতঃ, এ কথা সত্য যে, কমন্স সভা কোন ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করিতে পারে কিংবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। কিন্তু কেবিনেট সভার অনুমোদনক্রমে উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ হইল কেবিনেটের উপর অনাস্থা প্রকাশ করা। এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং কমন্স সভার পক্ষে কেবিনেট কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করা কার্যতঃ সম্ভব নয়। সুতরাং কি করধার্য ব্যাপারে

কি ব্যয়বরাদ্দ-মঞ্জুর ব্যাপারে পার্লামেণ্ট সভার পক্ষে কেবিনেট কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সমালোচনা করা ছাড়া কার্যকরিভাবে ঐ প্রস্তাবগুলিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

একমাত্র স্থায়ী হিসাবপরীক্ষক কমিটির (Standing Committee on Public Accounts) মাধ্যমে পার্লামেণ্ট সভা সরকারী আয়ব্যয়-বরাদ্দের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। সরকারী আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবই রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন হিসাবপরীক্ষক-প্রধান (Controller and Auditor-General) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। হিসাব-পরীক্ষক-প্রধান তাঁহার পরীক্ষাকার্য সমাপ্ত করিয়া এ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যসহ একটি বিবরণী কমন্স সভায় পেশ করেন। কমন্স সভা এই বিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হিসাবপরীক্ষক কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। কমন্স সভার বিভিন্ন দলের পনের জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। বিরোধী দলের একজন সদস্য সাধারণতঃ এই কমিটির সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। হিসাবপরীক্ষক-প্রধানের বিবরণীসহ প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়ের হিসাব এই কমিটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকে। কোন বিষয়ে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কমিটি কমন্স সভায় বিবরণী প্রেরণ করে ও ভবিষ্যতে যাহাতে ব্যয়-বরাদ্দ-সম্পর্কে কোনরূপ অনিয়ম বা অপচয় না ঘটে সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করে। হিসাবপরীক্ষক কমিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য সরকারী বিভাগগুলি ব্যয়সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকে।

বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল (Private Bills)

সাধারণত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল হইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল পাস করা হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত আইনের প্রস্তাব, যেগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে বা যে-সমস্ত প্রস্তাব কোন বিশেষ স্থান বা শিল্প-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। কোন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব বা কোন বিশেষ শিল্পব্যবসায়ে শ্রমিক আইন প্রবর্তন করিবার প্রস্তাবগুলিকে বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল বলা যাইতে পারে।

এই জাতীয় বিল উত্থাপনের পূর্বে বিলের উত্থাপককে গেজেটে ও স্থানীয় সংবাদপত্রে বিলসম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হয়। যে পরিষদে বিলটি উত্থাপিত হইবে, বিলের প্রস্তাবককে সেই পরিষদের বে-সরকারী বিল-অফিসে উক্ত বিলসহ একটি আবেদন-পত্র জমা দিতে হয় ও একই সময়ে বিলের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলিতে পাঠাইতে হয়। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলগুলি আইনসম্মতরূপে সংকলিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন-পত্র পরীক্ষকগণ (Examiners of Petitions for Private Bill) নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা বিলটি বিধি-সম্মতরূপে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করিলে বিলটির প্রথম পাঠ হয়। প্রথম পাঠ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। ইহার পর দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটির সাধারণ নীতি ও আদর্শের উপর আলাপ-আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পাঠের সময় ভোটাধিক্যে বিলটি যদি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিলটি একটি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলটিকে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে তাহাদের বিবরণীসহ সমগ্র সভায় প্রেরণ করে। কিন্তু বিলটি সম্পর্কে যদি কোন পক্ষ আপত্তি জানায়, তাহা হইলে উহাকে একটি সাধারণ প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি বিলটি বিবেচনা করিবার জন্য বিচারালয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। বিলের সমর্থকগণ ও বিরুদ্ধবাদীরা আইন-জীবী নিযুক্ত করিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করেন। কমিটি বিশেষ নিপুণভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিলটিকে পরীক্ষা করেন। প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সমগ্র সভার নিকট কমিটি বিলটি সম্পর্কে তাহাদের মন্তব্য পেশ করে। ইহার পর বিলটির তৃতীয় পাঠ হয় ও সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের অনুরূপ পদ্ধতিতেই উহা আইনে পরিণত হয়।

বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল প্রণয়ন-পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, এই পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট সভার মূল্যবান্ সময়ের অপচয় ঘটে না। ইহা ব্যতীতও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলগুলির যথাযথ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা হইতে পারে। কিন্তু এই সুবিধাগুলি সত্ত্বেও এই কথা বলিতে হইবে যে, এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের প্রণয়ন-পদ্ধতির অসুবিধা দূর

করিবার উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনে নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। এই পদ্ধতিকে অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ বলা হয়।

অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ (Provisional Orders)

যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর উক্ত বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া প্রার্থিত বিষয়ের যুক্তিযুক্ততা-সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ দান করিতে পারেন। এই আদেশগুলিকে অনুমোদনসাপেক্ষ বলা হয় তাহার কারণ পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদন ব্যতীত শাসনবিভাগের কোন আদেশ কার্যকরী হয় না। সাধারণতঃ এইরূপ কতকগুলি অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ একত্রিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করেন। কোন মন্ত্রী কর্তৃক একত্রিতভাবে উত্থাপিত এই বিলগুলিকে Confirmation Bill বলা হয়। অতঃপর ইহা বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের অনুরূপ পদ্ধতিতে আইনে পরিণত হয়। যেহেতু এই বিলগুলি সরকারী দপ্তর কর্তৃক অনুসন্ধানের পর পার্লামেণ্ট সভায় উত্থাপিত হয়, সেই হেতু সাধারণতঃ এ সম্পর্কে বিশেষ কোন আপত্তি হয় না।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty of Parliament)

বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভা হইল সার্বভৌম আইনসভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং পার্লামেণ্টের এই সার্বভৌমিকতা হইল বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা এতই দুর্ভেদ্য যে, এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে পার্লামেণ্ট সভা একমাত্র পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সবই করিতে পারে। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর—ইহা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই, এমন কি, বিচারালয়গুলিরও নাই। পার্লামেণ্ট সভা সর্বপ্রকার আইনই—কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক—প্রণয়ন, সংশোধন

ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পার্লামেণ্ট সভার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকে অ-সার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু নীতিগতভাবে পার্লামেণ্ট সভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভাকে আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা সমীচীন নহে। পার্লামেণ্ট বলিতে রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা বুঝায়। বর্তমানে রাজা ও লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কমন্স সভা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বলিতে কেবিনেটের প্রাধান্য বুঝায়। ইহা ব্যতীত, অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসন-বিভাগ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন ও বিচারবিভাগ কর্তৃক আইন ব্যাখ্যাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন দ্বারাও পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন-গুলির বিরোধী কোনও আইন পার্লামেণ্ট সভা প্রণয়ন করিতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনই ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং দেখা যায় যে, পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বর্তমানে একটি নিছক কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতার সীমা (Limitations on Parliamentary Sovereignty)

বৃটিশ পার্লামেণ্টের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর ও অন্য-নিরপেক্ষ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার কতিপয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বাধা আছে। আভ্যন্তরীণ বাধা সম্পর্কে ডাইসি বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পার্লামেণ্টের স্বৈর ক্ষমতা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কোন পার্লামেণ্ট সভাই আর উপনিবেশগুলির জনগণের উপর কর ধার্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইবে না। বাহ্যিক বাধা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, যে আইন জনসাধারণ কর্তৃক আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেরূপ আইন প্রণয়নেও পার্লামেণ্ট

সভা দ্বিধাবোধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন পার্লামেন্টই শ্রমিকসংঘগুলির বিলোপ সাধন করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে সাহসী হইবে না—যদিও আইনতঃ পার্লামেন্টের এইরূপ আইন প্রণয়নে কোন বাধা নাই।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেন্ট সভা আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না—কারণ বৃটিশ সরকার একাধিক ক্ষেত্রে জাতীয় আইনের তুলনায় আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে যদি জাতীয় আইনের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের সংঘাত ঘটে তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কারণে পার্লামেন্ট সভা আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে দ্বিধা করে।

চতুর্থতঃ, ভোটদাতাগণের নিকট হইল বর্তমানে পার্লামেন্টের প্রধান দায়িত্ব। এই কারণে পার্লামেন্ট জনমত-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে সাহসী হয় না।

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাও পার্লামেন্টের স্বৈর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিচারালয়গুলি আইনের ব্যাখ্যা-কর্তা হিসাবে অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে কাজ করে।

পরিশেষে, ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিন্ষ্টার আইনের বলে পার্লামেন্ট-প্রণীত কোন আইনই আর ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

লর্ড সভা ও কমন্স সভার সম্পর্ক (Relationship between the two Houses)

গ্রেট বৃটেনের পার্লামেন্ট রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত। লর্ড সভা হইল উচ্চ কক্ষ, আর কমন্স সভা হইল নিম্ন কক্ষ। প্রাচীনত্বে ও আভিজাত্যে লর্ড সভা কমন্স সভা হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও বর্তমানে লর্ড সভার ঐতিহ্য থাকিলেও এই সভা আর পূর্বতন গৌরব ও ক্ষমতার অধিকারী নহে। পার্লামেন্ট বলিতে কার্যতঃ শুধু কমন্স সভাকে বুঝায়।

সদস্য সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, লর্ড সভা কমন্স সভা অপেক্ষা বৃহত্তর। কমন্স সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হইল ৬৩০। আর লর্ড সভার সদস্য সংখ্যা হইল প্রায় ৯১০। কমন্স সভার সদস্যগণ গণতান্ত্রিক আদর্শে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর লর্ড সভার সদস্যগণ বংশানুক্রমিক সূত্রে বা মনোনয়ন নীতি অনুসারে নির্বাচিত হন। এই নীতিগুলি গণতন্ত্র-বিরোধী।

আইনসভার প্রধান কার্য হইল তিনটি ; যথা, (১) আইন প্রণয়ন করা, (২) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা ও (৩) শাসনবিভাগের নীতি ও কার্যসূচীর উপর সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করা। এ দিক দিয়া লর্ড সভা ও কমন্স সভার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে লর্ড সভা অপেক্ষা কমন্স সভা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন বিষয়ে লর্ড সভা পূর্বে কমন্স সভার সমক্ষমতার অধিকারী থাকিলেও ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন ও ১৯৪৯ সালের ঐ আইনের সংশোধন হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে কার্যতঃ পঙ্গু করা হইয়াছে। কমন্স সভা এখন ইচ্ছা করিলে লর্ড সভার বিনা সম্মতিতে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ছাড়া অন্য সাধারণ সম্পর্কিত আইন আইনসভায় উত্থাপনের দিন হইতে এক বৎসর পর রাজার সম্মতিতে পাস করাইতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি অবশ্যই কমন্স সভায় প্রথম উত্থাপিত হয় এবং কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব লর্ড সভায় প্রেরণের একমাস পরে লর্ড সভার সম্মতি অথবা বিনা সম্মতিতে পাস হইতে পারে। সুতরাং কি সাধারণ আইন, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে কমন্স সভাকেই অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পারে। লর্ড সভা প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনা, সমালোচনা বা সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারে। কিন্তু কোন ক্রমেই কমন্স সভার আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে না। তবে পার্লামেণ্ট সভার স্বাভাবিক কার্যকাল বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে উভয় কক্ষের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে কমন্স সভার সদস্য হইতেই হইবে। তিনি লর্ড সভার সদস্য হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া, কয়েকটি নির্ধারিত পদ ব্যতীত কেবিনেটের অধিকাংশ পদই কমন্স সভার সদস্যগণ কর্তৃক পূরণ করা হয়। ব্রিটেনে মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলিতে কমন্স সভার নিকট

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বুঝায়। এ বিষয়ে লর্ড সভার কোন ক্ষমতা নাই। একমাত্র বিচারবিষয়ক ক্ষমতায় লর্ড সভা কমন্স সভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

রাজার অনুগত বিরোধীদল (His Majesty's Loyal Opposition)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল নীতি হইল আলাপ-আলোচনার দ্বারা পারস্পরিক মতভেদ দূর করিয়া যথাসম্ভব সার্বজনীন ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু মানুষ মাত্রই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও কার্য করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যেই একমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মতানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মত শাসনব্যাপারে কার্যকরী করিতে সচেষ্ট থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে শুধু শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহা নয়, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ে জনস্বার্থবিরোধী কোন কার্য করিতে সাহসী হয় না। যে-কোন উপায়েই হউক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য নহে। গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সর্বদা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কার্যকলাপে প্ররোচিত করা বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এইজন্য প্রয়োজন হইলে বিরোধী দলকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। দলগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর দ্বারা জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা। সুতরাং মতানৈক্য সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থের উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দলকে রাজার অনুগত বিরোধী দল বলা হয়। বিরোধী দলের এই নামকরণের মধ্য দিয়াই বিরোধীদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ গ্রেট বৃটেনে যেরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। দায়িত্বশীল সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান উপেক্ষণীয়

নহে। গ্রেট বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করিলে শাসনব্যাপারে দলীয় রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীত যুগে গ্রেট বৃটেনে যে দলগুলির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে আধুনিক অর্থে অবশ্য রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া চলে না। এই দলগুলি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল এবং যখনই কোন একটি দল শাসনক্ষমতার অধিকারী হইত তখনই সেই দল অন্য দলগুলিকে সর্বপ্রকারে পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গ্রেট বৃটেনের বিভিন্ন দলগুলি তাহাদের দলগত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি বুঝিতে পারিল যে, শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে একটি বিরোধীদলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এই বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই বিরোধীদলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দল শাসনপবিচালনা কার্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পবিগণিত হয় এবং সেইজন্য বিরোধী দল ও সবকারী দলের সম্পর্কে কোনরূপ তিক্ততা দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দল সরকারী দলকে অপদস্থ করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে না। সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ উভয়েই জানে যে, একটির অধিক রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। একটি দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, অপর দল যুক্তি দ্বারা ক্ষমতায় আসীন দলের অনুসৃত নীতি ও কার্য-সূচীর সমালোচনা করিবে। একমাত্র বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারাই সরকার তাহার শাসনকার্য-সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। বিরোধী দল বলপূর্বক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করিয়া সরকারী কার্যের সমালোচনা দ্বারা জনমতকে প্রভাবিত করে। জনমত অনুকূল হইলে পরবর্তী নির্বাচনকালে বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে। গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দলের প্রধান কার্য হইল সরকারী কার্যের সমালোচনা করা।

গ্রেট বৃটেনে অন্যান্য কেবিনেট সহকর্মীদের সহিত প্রধানমন্ত্রীর যে পরিমাণ আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করিতে হয়, বিরোধী দলের নেতার সহিতও তদ্রূপ তাঁহাকে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হয়। পার্লামেন্ট সভায়

কার্যসূচী স্থির করিবার কালে বিরোধী পক্ষকে বিতর্কে যোগদান করিবার জন্য সময় দিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিলসমূহের উপর বিতর্কের জন্য সময় নির্ধারণকালে বিরোধী পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কি আভ্যন্তরীণ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে, কি বৈদেশিক নীতিনির্ধারণে, বিরোধী দলের সহিত মতবিনিময় করা বৃটিশ শাসনব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হইতে পারে। পার্লামেণ্ট সভা বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে হিসাব-পরীক্ষা কমিটি নিযুক্ত করে, বিরোধী দলের একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্যই এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন। স্পাকার-নির্বাচন ও অন্যান্য কমিটি গঠন ব্যাপারেও বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করা হইয়া থাকে। জরুরী অবস্থায়, বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালে বিরোধী দলের সহিত সম্মিলিতভাবে কেবিনেট সভা গঠন করা হয়। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিরোধী দলের নেতাই পার্লামেণ্ট সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কার্য পরিচালনা করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে যুদ্ধকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রচুর অবসর দান করিয়াছিলেন। রাজার অনুগত বিরোধী দল শাসনকার্যের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মন্ত্রী বেতন আইন দ্বারা বিরোধী দলের নেতার বেতন নির্ধারিত হইয়াছে। তিনি বাৎসরিক তিন হাজার পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন। সরকারী কার্যের জন্য তাঁহাকে এতটা সময় ব্যয় করিতে হয় যে, তাঁহার পক্ষে অন্য কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না।

গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দলের কর্তব্য সম্পর্কে অনেক সমালোচক বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। সমালোচকগণ বলেন, যেখানে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করা হয় না, যেখানে বিরোধী দলের নেতার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রায় সমতুল্য এবং সর্বোপরি যেখানে বিরোধী দলের নেতা বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারীর পদে পর্যবসিত হইয়াছেন সেখানে এই বিরোধী দলের কি সার্থকতা থাকিতে পারে! অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের অনেক প্রতিপত্তিশালী সদস্য এবং বিরোধী দলের নেতৃগণ স্কুল-কলেজের সহপাঠী বন্ধু—আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। অনেক সময় তাঁহারা একই শিল্প বা ব্যবসায়-

প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক হইতে পারেন। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের নিকট হইতে সরকারী কার্যকলাপের নিরপেক্ষ সমালোচনার আশা করা দুরাশামাত্র। বিরোধী দলের নেতৃগণ সমপদস্থ ও সমস্বার্থ-ভাবাপন্ন হইলে প্রকৃত সমালোচনার কার্য ব্যাহত হওয়া অবধারিত।

এই বিরুদ্ধ সমালোচনার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, গ্রেট বৃটেনে রাজনৈতিক দলের নেতৃগণ খেলোয়াড়সূচক মনোভাব লইয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহারা জাতীয় স্বার্থকে সর্বসময়েই দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকেন। তাই জাতীয় স্বার্থের জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগত বা দলগত মত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আমলাতন্ত্র ও অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা (Bureaucracy and Delegated Legislation)

গ্রেট বৃটেনে পার্লামেণ্ট সভা হইল আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে নানাকারণে আইন প্রণয়ন করিবার এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পার্লামেণ্ট কর্তৃক হস্তান্তরিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যে সমস্ত আইন-কানুন প্রবর্তিত করেন, সেইগুলিকে সাধারণতঃ অর্পিত ক্ষমতাবলে আমলাতন্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন বলা হয়।

বর্তমান সময়ে পার্লামেণ্ট সভার কার্যভার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভার সর্ববিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পর্যাপ্ত সময় নাই। ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভা যে আইনগুলি প্রণয়ন করে, সেগুলি শুধু কতকগুলি সাধারণ নীতি স্থির করিয়া দেয়। আইনের বিস্তারিত বিবরণগুলি উহ্য থাকে। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কালে আইনগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন হয়। এই বিস্তারিত বিবরণ-সম্পর্কিত নিয়ম-কানুনগুলি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন অনুসারে পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইনের সহিত নূতন নিয়ম-কানুন সন্নিবেশিত করিয়া আইনটিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপযোগী করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনকর্তৃপক্ষ অর্পিত ক্ষমতার বলে দুই প্রকারে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। প্রথমতঃ, শাসন-

সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করিবার জন্য ইঁহারা অনেক নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট যে-সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দেয় সেই আইনগুলিকে শাসনকর্তৃপক্ষ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নিয়ম-কানুন দ্বারা প্রয়োগোপযোগী করিয়া তুলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারী হইলেন মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। দলীয় কর্তৃত্বের অবসানের সঙ্গে তাঁহাদেরও কার্যকালের সমাপ্তি হয়। মন্ত্রিগণ শাসন-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রম স্থির করেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিকে কার্যকরী করিবার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা তাঁহাদের থাকে না। এজন্য মন্ত্রিগণকে স্থায়ী আমলাতন্ত্রেব উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। আমলাতন্ত্রের এই স্থায়ী কর্মচারিগণ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ ও কর্মকুশল। সুতরাং কি নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে শাসনকর্তৃপক্ষ এই স্থায়ী কর্মচারিগণের সহায়তা ব্যতীত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে মন্ত্রিগণ যে আইন প্রণয়ন কবেন, কার্যতঃ সে আইনগুলি আমলাতন্ত্রের দ্বারাই রচিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ-প্রবর্তিত প্রত্যেকটি আইন ও প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। অথচ এজন্য আমলাতন্ত্র দায়ী নয়। শাসনকর্তৃপক্ষকেই এই সমস্ত আইন ও নির্দেশের সমস্ত দায়িত্ব বহন করিতে হয়। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে মন্ত্রিগণের উপর আইন-প্রণয়নের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরোক্ষ-ভাবে এই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এইজন্য গ্রেট বৃটেনের জনমত অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষের এই আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা-প্রয়োগের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, একাধিক কারণে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে এই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিবার মত পর্যাপ্ত সময় পার্লামেণ্ট সভার নাই। ইহা ছাড়া, সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারসম্পর্কেও পার্লামেণ্টের আদৌ কোন

অভিজ্ঞতা নাই। জরুরী অবস্থায় বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালে শাসনকার্যে যাহাতে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, সেজন্য শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষ যে সমস্ত নির্দেশনামা বলবৎ করেন, সেইগুলি পার্লামেণ্ট সভা ইচ্ছা করিলে রদ করিতে পারে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট সভা।

মন্ত্রিগণের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা পর্যালোচনা করিবার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কমিটি মন্ত্রিগণের এই আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া বলেন যে, মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত নির্দেশগুলি কার্যকরী করিবার পূর্বে কমন্স সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে। এই নির্দেশগুলির মধ্যে যদি আপত্তিকর কোন অংশ থাকে তাহা হইলে তাহা কমন্স সভার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এক নূতন আইন দ্বারা শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দেশগুলি পার্লামেণ্টের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে গণতন্ত্র-বিরোধী আখ্যা দিবার কোন সঙ্গত কাবণ নাই।

বিচারবিভাগ (The Judiciary)

গ্রেট বৃটেনে বিচারালয়গুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ফৌজদারী আদালত, দেওয়ানী আদালত ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশগুলি হইতে আনীত আপীল মামলা বিচার করিবার আদালত। ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা আদালত (Court of Summary Jurisdiction)। ইহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত*। এই বিচারালয়গুলি ছোট ছোট অপরাধের বিচার করে। ইহার পরবর্তী উচ্চ বিচারালয় হইল ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions)। এই আদালত জুরীর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত গুরুতর মামলার বিচার করে ও নিম্ন আদালত হইতে আনীত আপীলের বিচার করে। গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত (Assizes) বসে। প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এই আদালতের কার্য

পরিচালনা করেন। এখানেও জুরীর সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় হইল ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeal)। ইংলণ্ডের লর্ড চীফ জাষ্টিস্ ও উচ্চ বিচারালয়ের রাজার বিচারবিভাগের (King's Bench Division) একাধিক বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। লর্ড সভায় সাধারণতঃ কোন আপীল করা যায় না। তবে কোন জটিল আইন-সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠিলে এ্যাটর্ণি-জেনারেলের সম্মতি লইয়া লর্ড সভায় আপীল করা যাইতে পারে।

দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা বিচারালয় (Court of Summary Jurisdiction)। ইহার পরবর্তী উচ্চ বিচারালয় (The High Court of Justice)। এই বিচারালয় বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার করে ও নিম্ন আদালত কর্তৃক আনীত আপীলের বিচার করে। এই আদালতের তিনটি বিভাগ আছে, যথা—রাজার বিচার বিভাগ (King's Bench Division), চ্যান্সারী বিভাগ (Chancery Division) ও ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত বিচার-বিভাগ (Will, Divorce and Admiralty Division)। উচ্চ বিচারালয় হইতে আপীল আদালতে (Court of Appeal) আপীল করা যায়। ফৌজদারী মামলার ন্যায় দেওয়ানী মামলারও জটিল আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে লর্ড সভার নিকট আপীল করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লর্ড সভার সমুদয় সদস্যই বিচারকের কার্য করেন না। নয় জন আইনবিশারদ লর্ড দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের বিচারবিভাগের আর একটি প্রতিষ্ঠান হইল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি। এখানে ভারত ও স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ব্যতীত কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশ হইতে আনীত আপীলের শুনানী হইত।

ইংলণ্ডের বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the English Judicial System)

ইংলণ্ডের বিচারবিভাগের পর্যালোচনা করিলে প্রথমতঃ ইহার স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঊর্ধ্বতন বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভা-

নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের রাজসকাশে যুক্ত আবেদন ব্যতীত তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। সুতরাং তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কর্তৃত্বমুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তাঁহাদের নির্ধারিত বেতন পার্লামেন্ট সভার বার্ষিক অনুমোদন-সাপেক্ষ নয় বা পার্লামেন্ট সভা তাঁহাদের বিচারকার্যের কোনরূপ সমালোচনাও করিতে পারে না।

ইংলণ্ডের বিচারকগণের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক সমালোচক বলেন যে, প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি না থাকিলেও ইংলণ্ডের বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে বিচারবিভাগ অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আইনের ব্যাখ্যাও প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বিচারকমণ্ডলী সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই অভিজাত শ্রেণী প্রায়শঃ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল সূত্রগুলি তাঁহাদের কর্মজীবনে এরূপ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁহাদের পক্ষে এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। তাই বিচারকগণের পক্ষে সাবজনীন ভিত্তিতে আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলির মত পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। ইংলণ্ডে শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, পার্লামেন্ট সভার সার্বভৌমত্ব। বিচারালয়গুলি আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমে আইনগুলির বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিচারালয়গুলি পার্লামেন্ট সভার অধীন।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বিচারবিভাগে ফরাসী দেশের অনুরূপ কোন স্থায়ী শাসনবিভাগীয় বিচারালয় (Administrative Court) নাই। আইনের অনুশাসন শাসনতন্ত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের প্রাধান্যের জন্য আইনের চক্ষে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সমপর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থতঃ, গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি ও বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি—(Principle of Mutual Check and Balance in the British Constitution)

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সূক্ষ্ম প্রয়োগ দেখা যায় না। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার একত্রীকরণ দৃষ্ট হয়, যেমন, লর্ড চ্যান্‌সেলর একাধারে আইনসভার (লর্ড সভার) সদস্য, কেবিনেটের (শাসনবিভাগীয়) সদস্য ও ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয় লর্ড সভার সদস্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ দৃষ্ট না হইলেও বৃটিশ শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পবিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে অন্তর্বিভাগীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে সরকারী প্রত্যেকটি বিভাগের সহিত অপর বিভাগের নির্ভরশীলতাসূচক সহযোগিতা রহিয়াছে, যথা, (১) পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ আইন প্রণয়ন করে ; কিন্তু রাজার সম্মতি ব্যতীত এই আইন বলবৎ করা যায় না। (২) মন্ত্রিসভা ইহার কার্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। পার্লামেণ্ট সভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া অথবা অন্য নানাভাবে মন্ত্রিসভাকে বিতাড়িত করিতে পারে। (৩) পার্লামেণ্ট সভা মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে সত্য, কিন্তু মন্ত্রিসভাও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজার সম্মতি লইয়া পার্লামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। (৪) মন্ত্রিগণ স্থায়ী কর্মচারিগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু মন্ত্রিগণকেও বিশেষ কাজের জন্য এই কর্মচারিগণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। (৫) বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহারা শাসনকর্তৃপক্ষের অবৈধ কাজের সমালোচনা ও বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তাঁহারা যতদিন সদাচারী থাকেন, ততদিন শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন না।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (Local Government)

স্থানীয় স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপারগুলি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা যখন পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ইংলণ্ডে স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে। পার্লামেণ্ট সভা নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে এই শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা স্বাধীনভাবে তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন পরিচালনা করিবার নিমিত্ত সমগ্র ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌কে তিরাশীটি কাউন্টি (County Borough) এবং বাষট্টিটি শাসন কাউন্টিতে (Administrative County) বিভক্ত করা হইয়াছে। কাউন্টিগুলি আবার বহুসংখ্যক জিলা (Districts) লইয়া গঠিত হয়। জিলাগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) শহরাঞ্চল জিলা (Urban Districts) ও (২) গ্রামাঞ্চল জিলা (Rural Districts)। অনেকগুলি গ্রাম (Parish) লইয়া এই জিলাগুলি গঠিত হয়।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত একটি সভা (Council) আছে। একুশ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক স্থানীয় অধিবাসীর ভোটদান-ক্ষমতা আছে। কাউন্টি ও বরোগুলিতে নির্বাচিত সদস্যগণ অল্ডারম্যান নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সভার সাধারণ সদস্য ও অল্ডারম্যান যুক্তভাবে একজন মেয়র নির্বাচিত করেন। মেয়র বেতন পাইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী নহেন। স্থানীয় সভাগুলি কতকগুলি কমিটি গঠন করিয়া কমিটির মাধ্যমে বহু কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কার্য হইল স্থানীয় অধিবাসীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জল ও আলোক সরবরাহ, অগ্নিনির্বাণ, গ্রাম ও শহর পরিকল্পনা করা প্রভৃতি নানাবিধ জন-হিতকর কার্য ইহাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ ও বে-সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করিবার ভার এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা, পুস্তকালয়, যাদুঘর, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসূতি-আগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির যে ব্যয় হয় তাহা স্থানীয় কর, ব্যবসায় হইতে আয়, ঋণগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা সংকুলান করা হয়।

লণ্ডন শহরের জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা আছে। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে লণ্ডনকে তিনটি অংশে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, (১) লণ্ডন শহর (City of London), (২) কাউন্টি লণ্ডন (County of London) এবং (৩) রাজধানী লণ্ডন (Metropolitan London)। লণ্ডন শহরের আয়তন মাত্র এক বর্গ মাইল। এখানে একটি কর্পোরেশন আছে। কর্পোরেশনের কাজ একজন লর্ড মেয়র ও তিনটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।

কাউন্টি লণ্ডনের কাজ ১২৪ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর ও ২০ জন অল্ডারম্যান লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত হয়। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ মিলিয়া এক বৎসরের জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। কাউন্টি লণ্ডন আবার ২৮টি পল্লীতে (Borough) বিভক্ত এবং প্রত্যেক পল্লীর কাজের জন্য একজন নির্বাচিত মেয়র, এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যান আছেন।

রাজধানী লণ্ডন হইল পুলিশ শাসনের একটি বিভাগ। কাউন্টি লণ্ডন ছাড়াও অন্যান্য কাউন্টির অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। আয়তনে ইহা প্রায় সাত শত বর্গমাইল। রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন পুলিশ কমিশনার তিনজন সহকারী কমিশনারের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করেন।

রাজনৈতিক দল (Political Parties)

এক গ্রেট বৃটেন ব্যতীত অন্য কোন দেশে রাজনৈতিক দলের প্রভাব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য এতটা সহায়ক হয় নাই। বহু পূর্ব হইতেই দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ছিল।

ইংলণ্ডে বহুদিন পূর্ব হইতেই দুইটি দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য পূর্বের এই দলগুলিকে রাজনৈতিক দল আখ্যা না দিয়া বিবদমান স্বার্থান্বেষী কুচক্রী দল বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। Lancastrians ও Yorkists, White Roses ও Red Roses, Cavaliars ও Roundheads এই জাতীয় দল ছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লবের' পরবর্তী

কালে ইংলণ্ডে Whigs এবং Tories নামক দুইটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে। কালক্রমে এই দুইটি দল নাম পরিবর্তন করিয়া রক্ষণশীল (Conservatives) ও উদারনৈতিক (Liberals) দলে রূপান্তরিত হয়। রক্ষণশীল দলটি ইহার পূর্ববর্তী Tory দলের নীতি গ্রহণ করিয়া চল্‌তি অবস্থা সংরক্ষণের পক্ষপাতী হইল। উদারনৈতিক দলটি Whigs মতবাদ গ্রহণ করিয়া প্রগতিমূলক সংস্কার দাবী করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবী করিয়া একটি আইরিশ জাতীয় দল গঠিত হয়, কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনের পরে এই দল বিলুপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের অভ্যুত্থানে ইংলণ্ডের অতি প্রাচীন দ্বি-দলীয় ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমিকদল ইহার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করে। ইংলণ্ডে বর্তমানে তিনটি—রক্ষণশীল, উদরনৈতিক ও শ্রমিক দল থাকিলেও কার্যতঃ দুইটি দল (রক্ষণশীল ও শ্রমিক) প্রবল। উদারনৈতিক দলটি বর্তমানে বিশেষ দুর্বল হইয়াছে বলিয়া জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের উপর এই দলের আর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই। পার্লামেণ্ট সভায় এই দল সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির বৈশিষ্ট্য (Features of English Political Parties)

ইংলণ্ডে দলীয় ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, অর্থ-নৈতিক বা রাজনৈতিক—যে-কোন কারণে হউক না কেন, এই দলগুলির মধ্যে যে মতানৈক্য থাকে তাহা শুধু শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে এই মতানৈক্যের ফলে দলগুলির মধ্যে বিরোধ হয় না। এই কারণেই কোন জরুরী অবস্থায় দলগুলি তাহাদের মতানৈক্য বিসর্জন দিয়া সর্বদলীয় সরকার গঠন সাহায্যে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, এই দলগুলি সরকার হইতে অবিচ্ছেদ্য। সরকার হইল সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিমাত্র এবং এই প্রতিনিধির মাধ্যমেই দলের নীতি রূপায়িত হয়।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে ক্ষমতায় আসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সহযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন দেশে তাহা নাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের কার্যসূচীও বিরোধী দলের নেতার সম্মতিতে প্রস্তুত হয়। বিরোধী দলের নেতা শাসন পরিচালনা কার্যের এরূপ অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হন যে, বর্তমানে তিনি সরকারের বেতনভুক্ পদস্থ কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন।

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডের দলীয় সংগঠনগুলির কার্যক্রম নির্দিষ্ট আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে দলগুলি সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলাবদ্ধ। নির্ধারিত দলীয় নীতির প্রতি আনুগত্য প্রত্যেক সদস্যই পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

দলীয় সংগঠন (Party Organisation)

রাজনৈতিক দলগুলি সুসংবদ্ধ না হইলে জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দল আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ইংলণ্ডে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যে-সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের নির্বাচিত নেতার নির্দেশে পরিচালিত হন। আইনসভায় প্রত্যেক দলের নির্বাচিত হুইপ থাকেন। তাঁহারা দলীয় কার্য-নির্বাহ ব্যাপারে দলের নেতাকে সাহায্য করেন।

পার্লামেণ্ট সভার বাহিরেও প্রত্যেক দলের নিজস্ব স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠন আছে। প্রার্থী-মনোনয়ন, প্রচারকার্য ও নির্বাচন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হইল এই সংগঠনগুলির প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক দলের একজন নেতা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং নির্বাচিত নেতাকে কেন্দ্র করিয়া দলীয় কর্মসূচী নির্ধারিত হয়।

শ্রমিক দল (Labour Party)

প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লইয়া শ্রমিক দল গঠিত। এইজন্য শ্রমিক দলে সমবায়সমিতি ও শ্রমিকসংঘগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং দলের অধিকাংশ অর্থ শ্রমিকসংঘগুলি হইতে সংগৃহীত হয়। শ্রমিক কল্যাণের

উদ্দেশ্যে এই দল সমস্ত শিল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি জাতীয়করণের পক্ষপাতী। পশ্চিম শক্তিগোষ্ঠীর সমর্থক হইলেও এই দলটি সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি আদৌ বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন নহে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে শ্রমিক দল কমন্স সভায় ২৫৮টি আসন লাভ করে।

রক্ষণশীল দল (**Conservative Party**)

বড় বড় জমিদার, শিল্পপতি, মহাজন, ধর্মযাজক প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া রক্ষণশীল দল গঠিত। বর্তমানে কিছুসংখ্যক শ্রমিকও এই দলে যোগদান করিয়াছে। উৎপাদনক্ষেত্রে এই দল জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করে না। ইহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রাধান্য বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি এই দল বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। বর্তমানে এই দল শাসনক্ষমতায় আসীন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে এই দল ৩১৮টি আসন লাভ করিয়া কমন্স সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে।

উদারনৈতিক দল (**Liberal Party**)

অতীতে উদারনৈতিক দল জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে এই দলটি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ও জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের উপর এই দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেণ্ট সভায় এই দল সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে। জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে এই দল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সমর্থন করে। বর্তমানে কমন্স সভায় এই দলের সদস্য সংখ্যা হইল মাত্র ছয়জন।

সাম্যবাদী দল (**Communist Party**)

গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে বর্তমানে সাম্যবাদী দলের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে সাম্যবাদী দলের কোন সদস্যই পার্লামেণ্ট সভায় নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই দল শ্রমিক দলের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে শ্রমিক দল

সাম্যবাদী দলের সহিত একযোগে কার্য করিতে অসম্মত হওয়ার ফলে ইহাদের প্রভাব হ্রাস পায়।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি (Nature of the British constitution)

অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্র হইতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল, এই শাসনতন্ত্রের অখণ্ড ধারাবাহিকতা ও ইহার সহজ পরিবর্তনশীলতা। জাতীয় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই শাসনতন্ত্র পুষ্টিলাভ করিলেও অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র বৃটিশ জাতি কোনদিনই একেবারে ছিন্ন হইতে দেয় নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অতীত যুগের প্রতিষ্ঠান ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই শাসনতন্ত্রকে পৃথিবীর প্রাচীনতম শাসনতন্ত্র বলা যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সুপ্রতিষ্ঠিত আইনের অনুশাসন (Rule of law) নীতির সাহায্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাধিক পরিমাণে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা থাকার ফলে এই শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না। সর্বোপরি এই শাসনতন্ত্রে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। বৃটেনের শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় হইলেন রাজা। রাজার যথেষ্ট ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা থাকিলেও তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে কোন ক্ষমতাই পরিচালনা করিতে পারেন না। রাজা বর্তমানে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সুতরাং বৃটেনে রাজতন্ত্রের অবস্থিতি গণতন্ত্র প্রসারের পরিপন্থী না হইয়া বরং ইহার সহায়ক হইয়াছে। ক্ষমতাবিহীন হইলেও রাজা জাতীয় জীবনের সকল উচ্চ আদর্শের প্রতীক এবং বৃটেন ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের ঐক্যের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হন। বৃটেনের লর্ড সভা হইল অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন। অন্যান্য দেশের অভিজাততন্ত্রের সহিত বৃটেনের অভিজাততন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল যে, এই অভিজাততন্ত্র শুধুমাত্র বংশানুক্রমিক স্থায়ী অভিজাততন্ত্র নহে—পরন্তু অভিজাততন্ত্র ও জনসাধারণের

মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রহিয়াছে। কোন লর্ডের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই লর্ড হইয়া থাকেন, অন্যান্য সন্তানগণ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত থাকেন, আবার প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাজা জনসাধারণের মধ্য হইতে গুণানুসারে লর্ড সৃষ্টি করেন। সুতরাং বৃটেনের অভিজাত শ্রেণী একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে। ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন ও ইহার সংশোধন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। সুতরাং অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বৃটেনে গণতন্ত্রের প্রসার বাধা পায় নাই। জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমন্স সভাই হইল বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান উৎস। পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব বলিলে বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত হয় এবং কমন্স সভাব মধ্য দিয়াই গণতান্ত্রিক আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের কাঠামো রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক—এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও গণতান্ত্রিক আদর্শই প্রকৃত কার্যকরী শক্তি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে।

বর্তমানে অবশ্য কেবিনেট সভার ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে কমন্স সভার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তি ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত হইয়া গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এতই প্রবল যে, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না। অন্যায়ভাবে ইজিপ্ট আক্রমণ করিবার ফলে জনমতের চাপে এমন কি জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অ্যাণ্টনী ইডেন্‌কেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের উৎস—শাসনতন্ত্রের উৎস হইল—(১) শাসনতান্ত্রিক আইন ও (২) প্রথাগত বিধান, (৩) কতকগুলি ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র, (৪) পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন, (৫) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং (৬) প্রথাগত আইন লইয়া শাসনতান্ত্রিক আইন গঠিত। এই আইনগুলি

আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায়। প্রথাগত বিধানগুলি পার্লামেন্ট-নিরপেক্ষ-ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিধানগুলি রাজা, মন্ত্রিসভা ও সমুদয় রাজকর্মচারীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এই বিধানগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না। তিন শ্রেণীর প্রথাগত বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) রাজা ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত, (২) পার্লামেন্ট সভার কার্যপদ্ধতি-সম্পর্কিত এবং (৩) গ্রেট ব্রিটেনের সহিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলি-সম্পর্কিত।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রধান কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয় নহে।

আইন ও প্রথাগতবিধান—(১) আইন আইনসভা কর্তৃক রচিত হয়, প্রথাগতবিধান আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে ধীরে ধীরে গঠিত হয়। (২) বিচারালয় আইন বলবৎ করিতে পারে, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধান উভয়েই আইনসভা নিরপেক্ষভাবে বর্ধিত হইলেও প্রথাগত আইন বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বলবৎ করা যায় না।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস। ২। অ-লিখিত ও সহজে পরিবর্তনশীল। মহাসনদ প্রভৃতি কিছু লিখিত অংশ থাকিলেও এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত এবং পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। ৩। পার্লামেন্ট সভার প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের বলে পার্লামেন্ট সভা সর্ব-প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও বাতিল করিতে পারে। কোন বিচারালয়ই পার্লামেন্টের আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। ৪। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি এই শাসনতন্ত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। ৫। আইনের অনুশাসন এই শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান ও বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী রাখা যায় না। ৬। আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া

এই ব্যবস্থাকে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ৭। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ৮। শাসনতন্ত্রের অবাস্তবতা অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে এই নীতিগুলি প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ৯। অখণ্ড ধারাবাহিকতা অর্থাৎ অতীত শাসনব্যবস্থার সহিত বর্তমান শাসনব্যবস্থার যোগসূত্র কার্যতঃ কোন দিনই ছিন্ন হয় নাই।

রাজা ও রাজতন্ত্র—বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইল একটি লক্ষণীয় বিষয়। রাজা হইলেন ব্যক্তিবিশেষ, আর রাজতন্ত্র হইল প্রতিষ্ঠানবিশেষ। রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা কালক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া রাজতন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। বর্তমানে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণের সম্মতিক্রমে কেবিনেট সদস্যগণ এই প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ রাজার মৃত্যু হইলেও প্রতিষ্ঠানগত রাজার মৃত্যু নাই। রাজার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজা স্ব-ইচ্ছায় কোন কার্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার নামে মন্ত্রিগণ যে-সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন তজ্জন্য রাজাকে কোন মতে দায়ী করা যায় না। রাজা নিজে কোন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায় কার্যে প্ররোচিত করিতে পারেন না। কারণ, কোন ব্যক্তি অন্যায় কার্য করিয়া রাজার নির্দেশ বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

রাজার ক্ষমতা—রাজার শাসন-সংক্রান্ত, আইন-প্রণয়ন বিষয়ক, বিচার-বিভাগীয় এবং অন্য বহুবিধ ক্ষমতা আছে। তিনি সরকারী উচ্চপদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করেন, আইন-প্রণয়নে তাঁহার সম্মতি অপরিহার্য। তিনিই সমাজের কর্ণধার। কিন্তু বর্তমানে কার্যতঃ তিনি কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন না। মন্ত্রিগণ কর্তৃক রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার কারণ—১। গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের রক্ষণশীল প্রকৃতি। ২। রাজার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ নির্বাচিত কোন রাষ্ট্রপতি গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শ অব্যাহত রাখিতে অসমর্থ। ৩। রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

৪। রাজা মন্ত্রিপরিষদকে কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন, নিষেধ করিতে পারেন ও পরামর্শ দান করিতে পারেন। ৫। রাজা হইলেন সমগ্র কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের প্রতীক। রাজার অভাবে এই ঐক্য বিনষ্ট হইতে পারে।

শাসনকর্তৃপক্ষ—কেবিনেট : পূর্বে রাজার মন্ত্রণাসভা প্রিভি কাউন্সিল বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইয়া উঠিলে রাজা অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্যের সহিত পরামর্শ করিতেন। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র মন্ত্রণাসভা কেবিনেটে পরিণত হইল। প্রথম জর্জের রাজত্বকালে রাজা এই মন্ত্রণাসভায় যোগদানে বিরত হইলেন। কাজেই সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার কার্য পরিচালনা করিতেন। কেবিনেটের এই সভাপতিই প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত হইলেন। এই সময়ে কেবিনেটের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিজ দল হইতেই কেবিনেট সভার সদস্য মনোনীত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভার আস্থাভাজন থাকিতেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা মন্ত্রিত্ব করিতেন।

কেবিনেটের সংগঠন, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ—নূতন নির্বাচনের পর রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেবিনেট গঠন করিতে আহ্বান করেন। নেতা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন ও তাঁহার মনোনীত সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে কেবিনেট সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১। কেবিনেট সভার সদস্যগণ একমতাবলম্বী একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ২। সদস্যগণের পক্ষে পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ও তাঁহারা যৌথভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। ৩। সদস্যগণের মধ্যে ঐক্যমত ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। ৪। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ঐক্যমত ও সংহতি বজায় থাকে। ৫। কেবিনেট সভার কার্যসূচীর গোপনীয়তা রক্ষা করা ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ৬। রাজার অনুপস্থিতি কেবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কেবিনেট সভার প্রধান কার্য—(১) শাসননীতি নির্ধারণ করা। (২) পার্লামেণ্ট-সমর্থিত নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। (৩) বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করা। (৪) আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা ও পার্লামেণ্টের সমর্থনে প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করা। (৫) আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।

কেবিনেটের সহিত (১) রাজা ও (২) পার্লামেণ্ট সভার সম্পর্ক— নীতিগতভাবে রাজার মন্ত্রণাসভা ও রাজাকে মন্ত্রণা দান করাই কেবিনেটের প্রধান কর্তব্য এবং এজন্য কেবিনেট সমবেতভাবে রাজার নিকট ইহাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী। বর্তমানে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে রাজার নিকট কেবিনেটের এই দায়িত্ব নামমাত্র দায়িত্বে পরিণত হইয়াছে। মন্ত্রিগণই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মুখপাত্র হিসাবে রাজাকে শাসনপরিচালনা-সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ জ্ঞাত করান, কিন্তু রাজার পরামর্শ কেবিনেট গ্রহণ না করিতেও পারে।

কেবিনেটে কার্যতঃ পার্লামেণ্ট সভার নিকট ইহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী। পূর্বে পার্লামেণ্ট সভার অনাস্থা প্রস্তাবে বহু কেবিনেট ক্ষমতা-চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে কেবিনেট সর্বাঁই অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। পার্লামেণ্টের সহিত মতভেদ হইলে কেবিনেট কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। সুতরাং কেবিনেট এখন প্রত্যক্ষ-ভাবে ভোটদাতৃগণের নিকট দায়ী। কেবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে পার্লামেণ্ট সভার ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেণ্ট সভা বর্তমানে শুধু কেবিনেট-নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমে সমর্থন জ্ঞাপন করে। কেবিনেটের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হইল : (১) কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা, (২) সার্বজনীন ভোটাধিকার-প্রবর্তনের ফলে ইংলণ্ডে ভোটদাতার সংখ্যার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। সুতরাং দলের সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কোন প্রার্থীর পক্ষে স্বাধীনভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব। (৩) সদস্যগণ বেতন পাইয়া থাকেন সুতরাং কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিলে তাঁহারা এই বেতন হইতে বঞ্চিত হইবেন। (৪) প্রতিপত্তিশালী দলীয় নেতাকর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন সদস্য বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক নন। উল্লিখিত কারণগুলির সমবায়ে বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভার ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার নির্বাচিত সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার নেতৃত্বে কেবিনেট গঠিত হয়। তিনি কেবিনেট সভার সভাপতি ও অন্যান্য কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া

লইয়া থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র কেবিনেটের পতন ঘটাইতে পারেন ও তৎপরে রাজার অনুরোধক্রমে তাঁহার ইচ্ছামত কেবিনেট সভার সদস্যদের রদবদল করিতে পারেন। সমগ্র কেবিনেট সভার প্রতিনিধিরূপে তিনি শাসনকার্যে রাজাকে পরামর্শ দান করেন। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারূপে তিনি কেবিনেট-অনুসৃত নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রচিত হয়, আয়-ব্যয়-বরাদ্দগুলি নির্ধারিত হয় এবং পার্লামেণ্ট সভার যাবতীয় কার্য পরিচালিত হয়। বাহিরের জনমতের উপর তাঁহাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। জনমতকে স্বীয় দলীয় মতের অনুবর্তী করিতে না পারিলে তাঁহার নেতৃত্বের অবসান অনিবার্য। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার উপরেই রাষ্ট্র-পরিচালনা-কার্যের সাফল্য নির্ভর করে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ—শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত বৃটেনে দুই শ্রেণীর শাসক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—অস্থায়ী ও স্থায়ী শাসক। মন্ত্রি-পরিষদ মাত্র একটি নির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারের মূলনীতিগুলি তাঁহারা নির্ধারিত করেন। এজন্য তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী থাকেন। শাসন-সংক্রান্ত-নীতিগুলিকে বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কার্যকরী করিতে গেলে যে অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন হয়, মন্ত্রিগণ তাহার অধিকারী নহেন। এইজন্য মন্ত্রিগণকে সাহায্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর স্থায়ী কর্মচারী থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা গুণানুসারে তাঁহাদের নিয়োগ করা হয়। এই স্থায়ী কর্মচারিগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। দলীয় শাসনের পরিবর্তনে ইঁহাদের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইঁহারা দলনিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখেন।

পার্লামেণ্ট সভা—পার্লামেণ্ট সভা হইল গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন আইনসভা। রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভাকে যুক্তভাবে পার্লামেণ্ট বলা হয়। এ সভা আদিম ও স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন সম্পর্কে বৃটেনের কোন বিচারালয়ই বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না।

লর্ড সভা—প্রায় ৯১০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য লইয়া লর্ড সভা গঠিত। ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পর এই সভার

আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সভা একবৎসর কাল পর্যন্ত সাধারণ আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে, কিন্তু আয়ব্যয়-সম্পর্কিত প্রস্তাব এই সভায় পেশ হইবার একমাস কাল পরে ইহার অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে। তবে এই সভা আজও পর্যন্ত বৃটেনে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। নয়জন মনোনীত আজীবন সদস্য এই বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এই সভার সদস্যগণ কমন্স সভার সদস্যগণের প্রাপ্য অধিকারগুলি ছাড়াও আর কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন, যথা,—ব্যক্তিগতভাবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা, পৃথক ভাবে সভার অধিবেশনের আহ্বান পাইবার অধিকার, ইত্যাদি। লর্ড সভা জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত না হইলেও দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন স্বার্থ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, একথা বলা যাইতে পারে। কার্যকারিতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে উচ্চ পরিষদের যাহা করণীয়, লর্ড সভা সে সমুদয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

লর্ড সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ—১। এই সভার গঠনতন্ত্র গণতন্ত্র-বিরোধী।

২। এই সভা ধনিক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

৩। পূর্বাপর এই সভা প্রগতিমূলক কার্যে বাধা দিয়াছে। ৪। এই সভা আইনের প্রস্তাবের গুণাগুণ বিচার না করিয়া একমাত্র রক্ষণশীল দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সমর্থন করে। সুতরাং এই সভা একদিকে বাহুল্য মাত্র, অন্যদিকে ক্ষতিকর।

কমন্স সভা—সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ছয়শত তিরিশ জন সদস্য লইয়া কমন্স সভা গঠিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন বলবৎ হইবার পর পার্লামেণ্ট বলিতে কার্যতঃ কমন্স সভাকেই বুঝায়। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-বরাদ্দ-নিয়ন্ত্রণ, কেবিনেট সভার সদস্য-নির্বাচন ও কেবিনেটের নীতি ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত; কিন্তু বর্তমানে এই সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কেবিনেটের সহিত মতবিরোধ ঘটিলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। কমন্স

সভার সদস্যগণও বাক্‌স্বাধীনতা, সভার অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্বে ও পরে বন্দী না হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন।

সভাপতি বা স্পীকার—কমন্স সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত সমগ্র সভা একজন সভাপতি নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন অবশ্য রাজা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। নির্বাচিত সভাপতিকে সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া সভার নিয়ম-কানুন অনুসারে সভার সমুদয় কার্য পরিচালিত করিতে হয়। সভার কার্য পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

কমিটি ব্যবস্থা ও আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—আইনসভার কার্য সাধারণতঃ কতকগুলি কমিটির দ্বারা বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়। সভার অধিবেশনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রিসহ সর্বদলের সম্মেলনে একটি নির্বাচন কমিটি নিযুক্ত হয়। এই নির্বাচনী কমিটি অন্যান্য কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচন করে। পার্লামেণ্ট সভায় নানাবিধ কমিটি গঠিত হয়; যথা, স্থায়ী কমিটি, অস্থায়ী কমিটি, একটি অধিবেশনের জন্য গঠিত কমিটি, বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল পরীক্ষা করিবার কমিটি, ইত্যাদি।

আয়ব্যয়-বরাদ্দ বিল ব্যতীত সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। বিলটি প্রস্তুত হইলে সভাপতির অনুমোদন লইয়া বিলটি আইনসভায় পেশ করিতে হয়। পেশ হইবার পর প্রথম পাঠ হয়। ইহা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তাহার পর নির্ধারিত দিনে দ্বিতীয় পাঠ হয় ও এই সময়ে সবিস্তারে আলোচনা না হইয়া বিলটির শুধু মূলনীতি ও আদর্শের উপর আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি অনুমোদিত হইলে ইহা একটি কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। কমিটি বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহাদের বিবরণীসহ সমগ্র সভায় বিলটি প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় পাঠ হয়। তৃতীয় পাঠে বিলটি সমগ্রভাবে গৃহীত হইলে অপর পরিষদে প্রেরিত হয় ও সেখানে অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া পরিষদের সম্মতি লাভ করিলে উহা রাজার নিকট প্রেরিত হয় এবং রাজার স্বাক্ষর যুক্ত হইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিলের প্রস্তাব একমাত্র কমন্স সভায় উত্থাপিত হয়। অর্থ-

সংক্রান্ত বিল ও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে আইনে পরিণত হয়। বিশেষ-স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের প্রণয়ন-পদ্ধতি জটিল বলিয়া অনেক সময় বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগে বিলের খসড়া সহ বিল অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র পেশ করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট শাসন-বিভাগ প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিয়া বিলটি অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করে। শাসনবিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলকে অনুমোদন-সাপেক্ষ বিল বলা হয়।

রাজার অনুগত বিরোধী দল—বৃটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরোধী দলের অস্তিত্ব বহুপূর্ব হইতেই দেখা যায়। পূর্বকালে বিরোধীদলগুলি বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত চরম বিরোধিতা করিত। বৃটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহাদের কার্যসূচী নির্ধারিত করিতে লাগিল এবং জাতীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করিল। বর্তমানে বিরোধী দল জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সহযোগিতার মনোভাব লইয়া সরকারী দলের সহিত প্রতিযোগিতা করে। প্রধানমন্ত্রী সর্ববিষয়ে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনব্যাপারে বিরোধী দলের কার্যকারিতার গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিরোধী দলের নেতা তাঁহার এই সহযোগিতামূলক বিরোধিতার জন্য বাৎসরিক একটা বেতন পাইয়া থাকেন। অবশ্য বেতনভুক্ত বিরোধী নেতা বেতনদাতা সরকারের কতদূর নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে সক্ষম তাহা বিচার্য বিষয়।

আমলাতন্ত্র ও অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা—পার্লামেণ্ট সভার কার্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহার পক্ষে সবিস্তারে কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সর্ববিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার মত পর্যাপ্ত সময়ও ইহার নাই। এইজন্য অনেক সময় পার্লামেণ্ট-প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনবিভাগগুলি শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিবার জন্য নূতন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে এবং পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনগুলিকে সবিস্তারে বিধিবদ্ধ করে। শাসনবিভাগ কর্তৃক এই আইন-প্রণয়ন-কার্যকে অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন বলা হয়। এই ক্ষমতার বলে একদিকে যেমন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে অপর

পক্ষে সেইরূপ পার্লামেন্টের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন কার্য অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে রচিত আইনগুলি পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক অনুমোদন-সাপেক্ষ, সুতরাং এই পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই।

বিচার বিভাগ—ইংলণ্ডে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার জন্য দুই শ্রেণীর বিচারালয় আছে। লর্ড সভা হইল সর্বোচ্চ আদালত। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গুরুতর মামলাগুলি বিশেষ করিয়া ফৌজদারী মামলা জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। এখানকার বিচারালয়গুলি কোন আইনের বৈধতার প্রশ্ন করিতে পারে না। ফরাসী দেশের মত এখানে স্বতন্ত্র কোন শাসনবিভাগীয় আদালত নাই।

স্থানীয় শাসন—শহরাঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলের জন্য দুই শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমগ্র দেশটিকে লণ্ডন শহরের সহিত বাষট্টিটি কাউন্টিতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, তিরাশীটি কাউন্টি বরো আছে। কাউন্টিগুলিকে আবার শহরাঞ্চল জিলা ও গ্রামাঞ্চল জিলায় ভাগ করা হইয়াছে। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এই জিলা গঠিত হয়। প্রত্যেক স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্বাচিত সভা আছে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এই সভা স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করে।

দল ব্যবস্থা—রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বৃটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি দলের পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে দলীয় সংগঠন আছে। বর্তমানে রক্ষণশীলদল সংখ্যাগরিষ্ঠদল হিসাবে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। শ্রমিক দলও বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। উদারনৈতিক দল পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে সাম্যবাদীদলের বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই বলিলেও চলে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the privileges of the House of Commons in Britain. (C. U. 1941)

2. Discuss the position of the Cabinet in England. To what extent has the Cabinet usurped the functions of Parliament ? (C. U. 1942)

3. Examine the following statements with regard to the British Constitution :

(*a*) 'The King never dies.'

(*b*) 'The King can do no wrong.' (C. U. 1943)

4. State the effect of the Parliament Act, 1911. Examine the effect of the Act on the position of the House of Lords. (C. U. 1949)

5. Trace the progress of a Money Bill in the British Parliament from its inception to Royal Assent. (C. U. 1951)

6. 'The British Legislature is anything but legislative in its main function.' Discuss. (C. U. 1953)

7. Explain the relation of the British Prime Minister to the Sovereign, the Cabinet, the House of Commons and the Party. (C. U. 1954)

8. The theory is that the House (of Commons) controls the Government (in England)...It is equally true to say that Government controls the House (of Commons).

Examine the statement. (C. U. Hons. 1955)

9. "The House of Lords (in England) should be abolished, retained in its present form or reformed." With which of these views do you agree ? Give reasons for your answer. (C. U. 1955)

10. Discuss the relationship between the Cabinet and the House of Commons in the United Kingdom. (C. U. 1957)

11. "The English system of government is at once a monarchy, aristocracy and democracy."

Examine the statement. (C. U. 1958)

12. Discuss the position of the Cabinet in the British constitution with special reference to its relation to (*a*) the Crown and (*b*) Parliament. (C. U. 1959)

13. Distinguish between a Public Bill and a Private Bill. What are the stages through which a Public Bill must pass before it can become an act of Parliament ? (C. U. 1960)

14. How is the British House of Lords composed ?

Is it now a very important limb of the British Legislature ? (C. U. 1962)

15. What constitutes the Executive in England ?

Describe its relation to the legislature.

(C. U. B. A. Part I, 1962)

16. Discuss the position of the Crown in the British constitution. (C. U. B. A. Part I, 1962)

17. Discuss the position and powers of the Prime Minister of the United Kingdom in the government of the country.

(C. U. B. A. Part I, 1963)

18. Write a short historical note on the Privy Council and explain its present usefulness in the working of constitutional system of Britain. (C. U. B. A. Part I, 1964)

19. Explain fully the principles of British Cabinet system of Government. (C. U. B. A. Part I, 1965)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (U. S. S. R.)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিধ্বংসী বিপ্লবের ফলে রুশ দেশের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জারতন্ত্রের সহিত ইহার আনুষঙ্গিক সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া নিকোলাই লেনিন, স্ট্যালিন প্রভৃতি বলশেভিক নেতৃগণ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে এক অভিনব শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জবরদস্তিমূলক উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যবাদী নেতৃগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এই শাসনতন্ত্রটিকে পরবর্তী কালে সময়োপযোগী করিয়া গঠন করিবার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই নূতন শাসনতন্ত্রে আরও কতিপয় রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রটির নামকরণ হইল 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র'। এই নামকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, নামকরণের মধ্যে কোথাও 'রাশিয়া' শব্দটির উল্লেখ নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনব্যবস্থা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরলোকগত সাম্যবাদী নেতা স্ট্যালিনের নামানুসারে এই শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ 'স্ট্যালিন শাসনতন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Soviet Constitution)

১। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নিম্নলিখিত পনেরটি সদস্যরাষ্ট্রের (Union Republics) সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রটি গঠিত :—১। রাশিয়া, ২। ইউক্রেন, ৩। বাইলো-রাশিয়া, ৪। আজার বাইজান,

৫। জর্জিয়া, ৬। আর্মেনিয়া, ৭। তুর্কমেনিয়া, ৮। উজবেকিস্তান, ৯। তাজাকস্তান, ১০। খিবগিজিয়া, ১১। কাজাকস্তান, ১২। মল্‌ডেভিয়া, ১৩। এস্তোনিয়া, ১৪। ল্যাট্‌ভিয়া, ১৫। লিথুয়ানিয়া। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখের একটি নূতন আইনের বলে কেরেলো-ফিনিশ রাজ্যটির স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করিয়া ইহাকে রুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সদস্য-রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত একটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রে পবিণত করা হয়। উল্লিখিত পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র ব্যতীত আরও তিনটি পৃথক শ্রেণীর আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠান দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীটি সাধারণতঃ স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republics) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু জাতিগুলিব বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ধরণের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত সংখ্যালঘু জাতির জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তাহাদের জন্য স্বশাসিত প্রদেশ (Autonomous Regions) গঠিত হইয়াছে। স্ব-শাসিত প্রদেশের নাগরিকগণ তাহাদেব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ভাষা, আচারপদ্ধতি ও কৃষ্টিব উৎকর্ষসাধন করিবাব অধিকার পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিব অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি জাতীয় অঞ্চল (National Areas) সৃষ্টি করা হইয়াছে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হইতে আবম্ভ করিয়া জাতীয় অঞ্চল পর্যন্ত এই চার শ্রেণীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথকৃভাবে সুপ্রিম সোভিয়েতের জাতিবর্গের সভায় যথাক্রমে পঁচিশ, এগাব, পাঁচ ও একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র-কর্তৃক প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিবিরোধী এইরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পৃথক প্রতিনিধির দ্বারা এই দুইটি সদস্যরাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। তৃতীয়তঃ, সদস্যরাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করিবার অধিকারও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে সদস্যরাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার-নিরপেক্ষভাবে পৃথক সেনাবিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, উল্লিখিত চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঞ্চলিক সরকার পৃথক্‌ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী।

একটু সূক্ষ্মভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কার্যতঃ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সবকাব ও সদস্যবাষ্ট্রীয় সরকার-গুলির মধ্যে ক্ষমতাবন্টনের নীতিব প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কেন্দ্রীয়ভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, করস্থাপন, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়, বিচারব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করে। এতদ্ব্যতীত করধার্য ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন সদস্যরাষ্ট্রই নূতন কর প্রবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতিগুলিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন আইনের সহিত যদি কোন সদস্যরাষ্ট্র-প্রণীত আইনের বিরোধ হয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনই বলবৎ হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেব শাসনব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাধান্য সূচিত করে। এই শাসনব্যবস্থায় সরকার ও দলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা দলের নেতা তাঁহারাই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দলের নেতৃগণ প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত শাসন-পরিচালনার উপর অবাধ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ থাকিলেও ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকার একদল লোকের হস্তেই কেন্দ্রীভূত।

২। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত করিয়া শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই হইল শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য। এই ব্যবস্থায় নিষ্কর্মা, পরজীবী সম্প্রদায়ের কোন স্থান নাই।

৩। সোভিয়েত শাসনতন্ত্র শুধু নাগরিক অধিকারগুলির তালিকা বিধিবদ্ধ করিয়া কর্তব্য শেষ করে নাই, নাগরিক অধিকারগুলি—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলি যাহাতে কার্যকরী হয়, সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েত শাসনতন্ত্র হইল শুধু একমাত্র শাসনতন্ত্র, যে শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকারের সহিত নাগরিক কর্তব্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৪। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উভয় পরিষদই সমান ক্ষমতার অধিকারী। কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করা হয় নাই।

৫। শাসন-পরিষদের সংগঠনেও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদ আইনসভার উভয় পরিষদ-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। শাসন-পরিষদের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (All-Union Ministers) বলা হয়। ইঁহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে সদস্য রাষ্ট্রমন্ত্রী (Union-Republic Ministers) বলা হয়। ইঁহাদের কার্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহেব অনুরূপ বিভাগগুলির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা।

৬। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল প্রেসিডিয়াম। তেত্রিশ জন সদস্য লইয়া প্রেসিডিয়াম গঠিত। সুপ্রিম সোভিয়েতের যুক্ত অধিবেশনে এই সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধানতঃ আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও, প্রেসিডিয়াম শাসন-সংক্রান্ত ও বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতাও পরিচালনা করিয়া থাকে।

৭। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব হইল, ইহার বিচার-ব্যবস্থা। নির্বাচনপদ্ধতিতে সমুদয় বিচারকগণের নিয়োগ হয় এবং বিচার-কার্য পরিচালনায় জনগণের প্রতিনিধিগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা কোন সোভিয়েত বিচারালয়ের নাই।

৮। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার একদলীয় শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (Fundamental Rights and Duties in the Soviet Constitution)

সকল সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে শুধুমাত্র যে নাগরিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নয়, শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই মৌলিক অধিকারগুলির সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি নাগরিক অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। সর্বদেশের শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ ছাড়াও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা নাগরিকগণ এই মৌলিক অধিকারগুলির সহায়তায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। কাজ করিবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার প্রভৃতি এমন কতকগুলি অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক বিধিবদ্ধ ও কার্যে রূপায়িত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। শাসনতন্ত্র-কর্তৃক নিম্নলিখিত অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(১) কাজ করিবার অধিকার (Right to Work)

এই অধিকার সংরক্ষিত হওয়ার ফলে বেকারসমস্যার সমাধান হইয়াছে। কোন কর্মঠ সোভিয়েত নাগরিক বেকার থাকিতে পারে না। নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার সাহায্যে বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না, সে খাইতেও পাইবে না ("He who does not work, neither shall he eat.")। এই ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ হইতে শ্রমবিমুখ, পরজীবী সম্প্রদায়কে উৎসাদিত করিয়া শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার (Right to rest and leisure)

নাগরিকগণের যেরূপ চাকুরী পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে এবং কাজের পরিমাণ ও যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাইবার নিশ্চয়তা আছে, তদ্রূপ বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার আছে। এইজন্য শ্রমিকদের দৈনিক সাত ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না ও বিশেষ আয়াসসাধ্য কার্যে চার ঘণ্টার অধিক এক-যোগে কাহাকেও কাজ করিতে হয় না। নিযুক্ত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী পূর্ণ বেতনে বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল ছুটি পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার ও অবসর-বিনোদনের নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বার্ধক্যে, অসুস্থ অবস্থায় অথবা অক্ষমতা ক্ষেত্রে সোভিয়েত নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকারী।

(৩) শিক্ষার অধিকার (Right to Education)

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিরাট অভিযান পরিচালনা করিয়া যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলেই একমত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নানাবিধ বৃত্তিমূলক উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়গুলির শিক্ষা ও গবেষণা ব্যাপারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আজ জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। পরবর্তী কালে উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বল্প বেতন দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

(৪) জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান অধিকার (Equality of Rights regardless of nationality, race and sex)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাজাতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান

করিবার সুব্যবস্থা করা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাহাতে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আত্মোন্নতি করিতে সক্ষম হয়, সেজন্য তাহাদের নিজস্ব লিপি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত জীবনের সহায়ক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। নারীদেরও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(৫) ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার (Freedom of Conscience)

বিদ্রোহের পর পরবর্তী কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে শুধু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল তাহা নয়, অধিকন্তু রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে ধর্মসংগঠনগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদের বিলোপসাধন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের এই বিরূপ মনোভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। বর্তমানে সোভিয়েত নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করিতে পাবে। ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও সোভিয়েত নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(৬) বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech and Expression)

সমস্ত সভ্য দেশেই জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা একটি মূল্যবান মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে একটি শর্তে এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়া এই মতামত প্রকাশের অধিকার পাইতে পারেন—'in conformity with the interests of the working people.' মতামত প্রকাশের দ্বারা যদি কোন মতে শ্রমিকদের স্বার্থের হানি হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ নির্বিচারে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন্ মতামত শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী তাহা কে নির্ধারণ করিবে ? সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র সাম্যবাদী দল-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার জন্য এই অনুমান স্বাভাবিক যে, সাম্যবাদী সরকার যে মতামত শ্রমিকের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকেরই থাকিতে

পারে না। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে যে দেশে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়াছে, সেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার কি পরিমাণে থাকিতে পারে, সে-সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, শিক্ষায়তন প্রভৃতি জনমত-গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন জনমত-সৃষ্টি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(৭) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাধীনতা (Personal Freedom and inviolability of Home)

কোন ব্যক্তিকেই বিনা বিচারে বা সরকারী অভিযোক্তার বিনা অনুমোদনে আটক করা যায় না। অনুরূপভাবে চিঠিপত্রের ও পারিবারিক জীবনের অন্য বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। উল্লিখিত অধিকারগুলি নাগরিকগণ কি পরিমাণে ভোগ করিতে পারেন সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাষ্ট্রের অথবা সাম্যবাদী দলের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা দলীয় নীতির বিরুদ্ধ সমালোচক সন্দেহক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকেই নির্বিচারে আটক করা যায় এবং সরকার-পরিচালিত বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

(৮) আশ্রয় পাইবার অধিকার (Right of asylum)

শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত যে-সমস্ত বিদেশী স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সোভিয়েত দেশে আগমন করে, সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সেই সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থের ধারক বিদেশীকে আশ্রয় পাইবার অধিকার দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত বিদেশী তাহাদের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কার্য-কলাপের জন্য অথবা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আশ্রয় পাইবার অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

(৯) সংঘ গঠন করিবার অধিকার (Freedom to form organisations)

শ্রমিক সংঘ, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ, বিজ্ঞানবিষয়ক সংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার সোভিয়েত নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হইল যে, অন্য সর্ববিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকিলেও সোভিয়েত নাগরিককে রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সাম্যবাদী দলই হইল সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র রাজনৈতিক দল।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের কোন উল্লেখ নাই। স্ট্যালিন শাসনতন্ত্রে তিন প্রকার সম্পত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,— ১। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, ২। সমবায় ও যৌথ কৃষিসম্পত্তি ও ৩। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটিরশিল্প, ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী তৈজস ও আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নাগরিকগণ রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন।

মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)

মৌলিক অধিকারগুলির সহিত কতকগুলি মৌলিক কর্তব্যের সন্নিবেশ হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নাগরিকগণ যেরূপ রাষ্ট্রের উপর কতকগুলি অধিকারের জন্য দাবী করিতে পারে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকগণের উপর কতকগুলি কর্তব্যপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

(১) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিধি অনুসারে প্রত্যেক সমর্থ নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল কাজ করা এবং কাজ করা একটা সম্মানের বিষয় বলিয়া সে দেশে পরিগণিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না সে খাইতেও পাইবে না। সোভিয়েত শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী কাজ করা, আইন-কানুন মান্য করা,

শ্রমশৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনসাধারণ-সম্পর্কিত কর্তব্যগুলি নিষ্ঠা ও সততার সহিত সম্পাদন করা ও সমাজতান্ত্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিনিষেধগুলি যথাযথভাবে পালন করা সোভিয়েত নাগরিকগণের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থাই হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতির অগ্রগতির মূল উৎস। যাহারা এই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থার ক্ষতি করে, তাহারা সমগ্র জনসাধারণের শত্রু। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সোভিয়েত নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

(৩) স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা সোভিয়েত নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধকালে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

(৪) স্বদেশদ্রোহিতা, পররাষ্ট্রের গুপ্তচর হিসাবে স্বদেশের স্বার্থের প্রতিকূল কার্য করা, সশস্ত্রবাহিনী হইতে পলায়ন করা প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যগুলি অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চরম শাস্তি প্রদান করা হয়। স্বদেশপ্রীতি ও রাষ্ট্রের প্রতি অচল আনুগত্য সোভিয়েত নাগরিকের পবিত্র ও সম্মানজনক কর্তব্য।

শাসনবিভাগ—The Executive

মন্ত্রিপরিষদ (The Council of Ministers)

শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিপরিষদ। অন্যান্য রাষ্ট্রে যেরূপ শাসকবর্গের মধ্যে একজন শাসকপ্রধান—রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ প্রেসিডিয়ামের সভাপতির নিকট তাঁহাদের পরিচয়পত্রাদি পেশ করেন, কিন্তু অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। ষাট জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের কার্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ-কর্তৃক সম্পাদিত হয়:—১। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের

মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, ২। মন্ত্রিপরিষদের সহ-সভাপতিগণ, ৩। মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি, ৪। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রব্যসম্ভার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ-সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি, ৫। গঠন-কার্য-সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি, ৬। ললিতকলা-সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি এবং ৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নিবাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি-কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রিম সোভিয়েত দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ নির্বিচারে সমর্থন করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়; যথা,—(১) সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিদপ্তর (All-Union Ministry) ও (২) মূলরাষ্ট্রগুলির মন্ত্রিদপ্তর (Union-Republic Ministry)। প্রথমোক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন ও দ্বিতীয়টির কার্য হইল তাহাদের অধীন বিষয়সমূহ মূলরাষ্ট্রগুলির অনুরূপ নামের শাসন-বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করা। কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম-কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের পরিচালনাকার্য সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সহযোগিতায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্তমানে বিমানশিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদ্যুৎশিল্প, কয়লাশিল্প, নগরনির্মাণ, নৌবিভাগ প্রভৃতি একত্রিশটি বিভিন্ন দপ্তর সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি-দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, সেনাবিভাগ, জনস্বাস্থ্য, বনবিভাগ, চলচ্চিত্র প্রভৃতি ঊনিশটি দপ্তর মূলরাষ্ট্রগুলির মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিদপ্তরগুলির দীর্ঘ তালিকা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু শিল্প-ব্যবস্থাপনার জন্যই বত্রিশ জন মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন। অন্যান্য দেশের মন্ত্রিপরিষদের সহিত সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের পার্থক্য হইল যে, সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হয় না, দেশের সমগ্র ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সুপরিচালিত করিয়া সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে

অব্যাহত রাখা তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এইজন্য তাঁহাদের একাধারে রাজনৈতিক জ্ঞান ও শিল্প পরিচালনা করিবার যোগ্যতা থাকা চাই।

প্রত্যেক মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য একটি করিয়া উপদেষ্টামণ্ডলী আছে। এই উপদেষ্টামণ্ডলী হইতে কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য লইয়া রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সমিতি (State Planning Commission) গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বিধি দ্বারা একটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিদপ্তর (State Control Commission) সৃষ্টি করা হয়। এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভা-কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। এই দপ্তরটি যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিদপ্তরগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার কার্য হইল, সমগ্র শাসনবিভাগের কার্যের উপর তদারক করা।

মন্ত্রিপরিষদের কার্য (Functions of the Council of Ministers)

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা হইল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কার্য। মন্ত্রিপরিষদ-কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশগুলি যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা তদারক করা মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব। সমগ্র শাসন-বিভাগের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ইহার গুরু দায়িত্ব। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা, বৈদেশিক নীতি স্থির করা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য সশস্ত্রবাহিনী সংগঠন করা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিপরিষদের প্রত্যেক মন্ত্রীর উপর একটি বিভাগের শাসনভার ন্যস্ত থাকে। ইনি নিজ বিভাগীয় শাসনকার্য শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তানুযায়ী পরিচালনা করিয়া থাকেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ কোন বিভাগীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রির সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারে; কিন্তু মূলরাষ্ট্রীয় বিভাগগুলির ভারপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত একেবারে বাতিল করিতে পারে না—প্রয়োজন হইলে ঐ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতে পারে মাত্র।

মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রিম সোভিয়েত-কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের কার্যকলাপ ও নীতির জন্য আইনসভা অর্থাৎ সুপ্রিম সোভিয়েত অথবা সুপ্রিম সোভিয়েতের অবর্তমানে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকিবে। শাসনতন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, আইন-পরিষদে যে-কোন কক্ষের কোন সদস্য যদি মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্যকে প্রশ্ন করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তিন দিনের মধ্যে উক্ত প্রশ্নের মৌখিক অথবা লিখিত জবাব প্রদান করিতেই হইবে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি পার্লামেন্টারি প্রথা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদের সমুদয় সদস্যই সাম্যবাদী দলের প্রকৃত কার্যকরী সংস্থা (Politbureau) কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। কার্যকরী সংস্থার মনোনয়ন সুপ্রিম সোভিয়েত শুধুমাত্র অনুমোদন করিয়া থাকে। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে কোন সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদই আজ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হয় নাই। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে দলের কার্যকরী সংস্থা Politbureau র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আইনসভা শুধু এই সংস্থার সিদ্ধান্তগুলিকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় সমর্থন করে। সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ যাহাতে তাঁহাদের খুশীমত বে-আইনী কার্যকলাপ করিতে না পারেন সেজন্য শাসনতন্ত্রের ছেষট্টি ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রিগণকে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে ও প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদ-কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ ও নির্দেশ প্রচলিত আইন-বিরোধী হইলে সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সেই আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে।

আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিপরিষদ (The Inner Cabinet)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ ষাট জন সদস্য লইয়া গঠিত। সুতরাং জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে এরূপ একটি বৃহৎ পরিষদ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্ট্যালিনের সভাপতিত্বে এগার জন সদস্য লইয়া একটি কার্যকরী মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের

একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বহু বৎসর পর্যন্ত স্ট্যালিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এই ক্ষুদ্রপরিষদ-কর্তৃকই স্থিরীকৃত হয়। সাম্যবাদী দলের কার্যকরী সংস্থা Polit-bureauর নেতৃস্থানীয় সদস্যগণকে লইয়া ঐ ক্ষুদ্র মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় ও দলের প্রধান নেতা সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ একাধারে পলিট্‌বুরোর সদস্য, প্রেসিডিয়ামের সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং বিভিন্ন কার্যকরী সংস্থার শাসনক্ষমতা নিজেদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন।

আইনসভা—The Legislature

সুপ্রিম সোভিয়েত (The Supreme Soviet of the U. S. S. R.)

(সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল সুপ্রিম সোভিয়েত। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত (The Soviet of Nationalities) ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত (The Soviet of the Union) লইয়া সুপ্রিম সোভিয়েত গঠিত হয়।)

প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র (Union Republic) হইতে পঁচিশ জন সদস্য, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic) হইতে এগার জন, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Region) হইতে পাঁচজন ও প্রত্যেক জাতীয় অঞ্চল (National Area) হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত গঠিত হয়। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা হইল ৬৪০, যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক তিন লক্ষ ভোটদাতা একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত বর্তমানে ৭৩৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, সম্পত্তি প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেক আঠার বৎসর বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং প্রত্যেক তেইশ বৎসর বয়স্ক সোভিয়েত নাগরিকই সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হইবার অধিকারী। ভোটদাতৃগণ প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall) দ্বারা প্রতিনিধিদের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন। সুপ্রিম সোভিয়েতের কার্যকাল চারি বৎসর,

কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। সাধারণতঃ বৎসরে সুপ্রিম সোভিয়েতের দুইটি অধিবেশন বসে, কিন্তু প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রেসিডিয়ামের আহ্বান-ক্রমে বিশেষ সভা আহূত হইতে পারে।) উভয় পরিষদের অধিবেশনই একযোগে চলিতে থাকে।

(প্রত্যেক পরিষদ একজন সভাপতি ও চারিজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন।) উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতের সভাপতি ও জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতের সভাপতি পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী। উভয় পরিষদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে উভয় পরিষদের সমসংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত একটি আপোষ সমিতি (Conciliation Committee) দ্বারা মতভেদ দূর করিবার চেষ্টা হয়। আপোষ সমিতি মতভেদ দূর করিতে অসমর্থ হইলে ইহা পুনরায় পৃথগ্‌ভাবে উভয় পরিষদ কর্তৃক আলোচিত হয়। ইহা সত্ত্বেও যদি বিরোধের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রিম সোভিয়েত ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে।

সুপ্রিম সোভিয়েতের ক্ষমতা (Powers of the Supreme Soviet)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েত হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রযোজ্য সর্ববিধ আইন এই সভা-কর্তৃক রচিত হয়। সুপ্রিম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করে। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়ামের তেত্রিশ জন সদস্য এই সভা-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ এবং বিচারব্যবস্থার বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট পদাধিকারী প্রোকিউরেটর-জেনারেল (Procurator-General) এই সভা-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল এই সভা। মূল-রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিচালিত হয় সেদিকেও এই সভায় সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কোন রাষ্ট্র যদি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানীয় সরকারের এলাকার পরিবর্তন করিতে হয়

অথবা নূতন এলাকা দ্বারা কোন নূতন আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়, তাহা হইলে সুপ্রিম সোভিয়েতের অনুমতিক্রমেই এইরূপ পরিবর্তন হইতে পারে। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের মূলনীতি নির্ণয়, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও তদুদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিবার মূলনীতি এই সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সভা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্র ও মূল-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজস্বের বণ্টনব্যবস্থা নির্ধারিত করা ও নির্ধারিত বণ্টনব্যবস্থা যাহাতে কার্যকরী হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা ইহার একটি প্রধান কার্য। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীতও এই সভা রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য, জীবন বীমা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ, ভূমিব্যবস্থা, শ্রমিক, স্বাস্থ্য, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করিবাব জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রণয়ন করা, নাগরিক সম্পর্কিত আইন ও বিদেশী-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ অধিকারী হইল সুপ্রিম সোভিয়েত।

সুপ্রিম সোভিয়েতের ক্ষমতার তালিকা পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এই সভা হইল সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস। কিন্তু কার্যতঃ এই সভার ক্ষমতা নানাভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদ প্রায় দেড় হাজার সদস্য লইয়া গঠিত। এরূপ বৃহৎ আইনসভা আইন প্রণয়ন করা দূরে থাকুক, কোন বিষয়েই যথাযথ আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সভার বৎসরে মাত্র দুইটি অধিবেশন হয় ও কোন অধিবেশনই ১৫ হইতে ২০ দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। সুতরাং এই স্বল্পকালের অধিবেশনে সুপ্রিম সোভিয়েতের পক্ষে ইহার উপর ন্যস্ত গুরু কর্তব্য যথাযথ-ভাবে সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়াম, মন্ত্রিপরিষদ ও সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংস্থা দ্বারা সুপ্রিম সোভিয়েতের উল্লিখিত ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার সর্বক্ষেত্রে সুপ্রিম সোভিয়েত শুধুমাত্র সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতির সমর্থন করিয়া থাকে। দলীয় ঐক্য ও সংহতি যেরূপ কঠোরতার সহিত

সংরক্ষিত হয়, তাহাতে দলের সমর্থকগণের পক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নীতিব বিরোধিতা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং সুপ্রিম সোভিয়েত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ এই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না।

সুপ্রিম সোভিয়েতের বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the Supreme Soviet)

১। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী সুপ্রিম সোভিয়েত হইল, এই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। আইন-প্রণয়ন ব্যতীতও এই সভা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করে। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি যে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২। একমাত্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যায় যে, আইনসভার নিম্ন পরিষদ, উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষ করিয়া অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের অধিকতর ক্ষমতা সর্বদেশের শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সম-ক্ষমতার অধিকারী।

৩। সুপ্রিম সোভিয়েতেব উভয় পরিষদের সদস্যগণ চারিবৎসর কালের জন্য একই সময়ে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার জন্য উভয় পরিষদের সদস্যগণকে একইরূপ যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়। অন্যান্য দেশে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচনের জন্য পৃথক যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। উচ্চ পরিষদের কার্যকালও সাধারণতঃ দীর্ঘতর হয়।

৪। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদকেই প্রেসিডিয়াম তাহাদের কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। কিন্তু অন্য দেশে নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া গেলেও উচ্চ পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে না।

৫। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পরিষদের সদস্যগণই জনগণের ভোট দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। একমাত্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা ব্যতীত অন্য কোন দেশে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

৬। সুপ্রিম সোভিয়েতের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত, সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, সেই সকল সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ক্যানাডা বা অপর কোন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদ এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হয় না। ভাবতের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্য-সভা (Council of States) অথবা মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা (Senate) সদস্য রাষ্ট্রগুলি হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়—সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ ঐ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির, যথা,—রুশ, ইউক্রেনীয, তাজিক, কাজাক, উজবেগ, খিরগিজ্ প্রভৃতি—প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশ, প্রত্যেক জাতীয় অঞ্চল যথাক্রমে ২৫, ১১, ৫ ও ১ জন কবিয়া প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে প্রেরণ করিতে পারে। উচ্চ পবিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারগুলির সমান ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

৭। অন্যান্য দেশেব আইনসভা একাধিক রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও শাসননীতি নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকার ফলে আইনসভার কার্য নির্বিরোধে পরিচালিত হইতে পাবে। সাম্যবাদী দলেব নেতৃগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি দলের সমর্থকগণ বিনাবিচারে অনুমোদন করে। এইজন্য সুপ্রিম সোভিয়েতেব বৎসরে মাত্র দুটি অধিবেশন বসে ও এই দুইটি অধিবেশন পনের হইতে কুড়ি দিনের অধিককাল স্থায়ী হয় না।

প্রেসিডিয়াম (The Presidium of the Supreme Soviet)

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অভিনবত্ব হইল ইহার প্রেসিডিয়াম। অন্যান্য দেশে শাসন-বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, যাঁহার নামে সমুদয় শাসনকার্য

পরিচালিত হয় এবং যিনি রাষ্ট্রের সমুদয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের প্রধানরূপে প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। গ্রেট বৃটেনে রাজা এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ ও ভারতে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় এইরূপ কোন রাষ্ট্র-প্রধান নাই। তৎপরিবর্তে তেত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম সভা রাষ্ট্র-প্রধানের কার্য পরিচালনা করে। এইজন্য সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এই প্রেসিডিয়াম সভাকে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (a Collegial President) বলা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়াম আইনসভার স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) এবং আইনসভার অবতমানে ইহা সুপ্রিম সোভিয়েতের সমুদয় কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে। তেত্রিশজন সদস্য সমন্বিত এই প্রেসিডিয়ামে থাকেন একজন সভাপতি, পনেরটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পনরজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক ও ষোলজন সাধারণ সদস্য। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ চার বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন। চারবৎসর শেষ হইলে অথবা সুপ্রিম সোভিয়েত যদি তৎপূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নূতন নির্বাচনের পর নবগঠিত সুপ্রিম সোভিয়েত নির্বাচনের পর তিনমাসের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হইয়া নূতন প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণকে নিবাচন করে। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সমুদয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা (Powers of the Presidium)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডিয়াম আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই হিসাবে ইহা বহু ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সভা শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী নয়, ইহা শাসন-বিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও প্রয়োগ করিয়া থাকে। স্ট্যালিন শাসন-তন্ত্রের ৪৯ ধারায় প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডিয়াম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের স্থান পূরণ করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ সভাপতির নিকট তাঁহাদের

পরিচয়পত্র পেশ করেন এবং সভাপতি কর্তৃক তাঁহারা রাষ্ট্রদূত বলিয়া স্বীকৃত হন। গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রেসিডিয়াম যোগ্য ব্যক্তিগণকে সম্মানসূচক পদবী, উপাধি, পদক ও নানাজাতীয় পারিতোষিক প্রদান করে। প্রেসিডিয়াম বৎসরে দুইবার সুপ্রিম সোভিয়েত সভাকে আহ্বান করিতে পারে এবং উভয় পরিষদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে।

২। আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রেসিডিয়াম আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান (Decree) করিতে পারে। প্রেসিডিয়ামের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই বা সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক প্রণীত আইনকে ইহা বাতিল করিতে পারে না। সুপ্রিম সোভিয়েত বৎসরে মাত্র দুইবার স্বল্পকালের জন্য অধিবেশনে মিলিত হয়, সুতরাং অধিবেশনের এই অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে প্রেসিডিয়াম আইনানুযায়ী আদেশ জারী করিয়া শাসনব্যবস্থাকে চালু রাখে।

শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েতের নিকট দায়ী। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে। অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির সুপারিশক্রমে প্রেসিডিয়াম মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করিতে পারে অথবা নিযুক্ত কোন সদস্যকে ভারমুক্ত (release) করিতে পারে। অবশ্য এইরূপ নিয়োগ ও ভারমুক্তি সুপ্রিম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া চাই।

৩। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়াম ভিন্ন দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিতে পারে ও নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে। সশস্ত্রবাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভায় অনুরূপভাবে প্রেসিডিয়াম পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত সন্ধি-চুক্তি সংখ্যাধিক্য ভোটে অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

৪। আপৎকালে প্রেসিডিয়াম দেশে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করিতে পারে এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় প্রেসিডিয়াম সামরিক আইন জারী করিতে পারে।

৫। আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ও শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীতও প্রেসি-

ডিয়ামকে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার অধিকার ইহার আছে। প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের সারমর্ম নির্ধারণ করে এবং এই অনুসারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের অথবা কোন মূলরাষ্ট্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত বা আদেশ আইনানুযায়ী না হইলে তাহা বাতিল করিবার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রেসিডিয়ামের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই, কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আছে। যদি কোন মূলরাষ্ট্র প্রণীত আইনের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের সহিত বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম প্রথমোক্ত আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ এই ক্ষমতা প্রধান বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা প্রধান বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া প্রেসিডিয়ামকে এই ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়ামের প্রকৃতি (Nature of the Presidium)

প্রেসিডিয়ামের গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ প্রেসিডিয়ামকে মুখ্যতঃ আইনসভার একটি স্থায়ী সক্রিয় সংস্থারূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী সুপ্রিম সোভিয়েত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও ইহার সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ হইল প্রেসিডিয়াম। আইনসভাকর্তৃক সৃষ্ট ও আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও প্রেসিডিয়াম ইহার স্রষ্টাকে নিধন করিতে পারে। প্রধানতঃ, আইনসভার গুরু কার্যভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলেও এই অভিনব সংস্থাটি সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইতে পারে। সাম্যবাদী দলের অবিসংবাদী নেতৃত্ব সমগ্র দেশে প্রেসিডিয়ামের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাসনক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা, বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা এবং সাম্যবাদী দলের নেতৃত্ব—সব কিছুই এই প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সাম্যবাদী দলের কার্যকরী সংস্থা পলিট্-ব্যুরো প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। সেইজন্য সাম্যবাদী নেতৃগণ এই অভিনব পদ্ধতিতে প্রেসিডিয়ামের মধ্য দিয়া তাঁহাদের দলীয় ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বিচারবিভাগ—The Judiciary

সুপ্রিম কোর্ট (The Supreme Court)

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত হইল, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় (Supreme Court)। এই বিচারালয় সাধারণতঃ ত্রিশজন বিচারক লইয়া গঠিত এবং সমুদয় সদস্যই পাঁচবৎসরের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত-কর্তৃক নির্বাচিত হন। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবার ক্ষমতা আছে। এই বিচারালয় পাঁচটি বিভাগের মারফৎ কার্য পরিচালনা করে, যথা,—ফৌজদারী, দেওয়ানী, সামরিক, রেলওয়ে এবং জলযান। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়ের উপর ইহার আদিম বিচারাধিকার আছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিচারালয় হইতে আনীত সমস্ত আপীল মামলার শুনানী এই বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনকে এই বিচারালয় নাকচ করিতে পারে না। এই বিচারালয়ের বিচারকার্য জনগণের প্রতিনিধি-বিচারকের (People's Assessors) সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সমগ্রদেশে আরও কয়েক শ্রেণীর বিচারালয় আছে, যথা,—মূলরাষ্ট্রগুলির প্রধান বিচারালয়, স্ব শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিতঅঞ্চল ও জাতীয় এলাকার আদালতসমূহ। সর্বনিম্ন আদালত হইল জনসাধারণের আদালত (People's Court)। ইহা ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ আদালত (Special Court) সময়ে সময়ে সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্দেশ অনুসারে গঠিত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর স্থানীয় বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ স্থানীয় সোভিয়েত সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। জনগণের আদালতের বিচারকগণ স্থানীয় নাগরিক কর্তৃক গোপন ভোটের দ্বারা তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ছোটখাট সামাজিক অপরাধের বিচার এখানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সমস্ত আদালতের বিচারকার্যই নাগরিক-বিচারকের (Citizen Judges) সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiar Features of the Soviet Judicial System)

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কতকগুলি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনগণের

প্রতিনিধিগণ এই বিচারকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। নির্বাচিত বিচারক ব্যতীতও এই বিচারালয়গুলির কার্য নাগরিক-বিচারক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই নাগরিক-বিচারকগণকে আদালতের স্থায়ী বিচারকের ক্ষমতাসম্পন্ন করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশের জুরীর মত ইঁহারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন না,—আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইঁহারা স্থায়ী বিচারকের সমক্ষমতার অধিকারী। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমুদয় বিচারকার্যই নাগরিক-বিচারকগণের সাহায্যে পরিচালিত হয় বলিয়া সাধারণ নাগরিকগণ বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন নাগরিকই এই নাগরিক বিচারকের কার্য করিতে পারেন এবং এই নাগরিক-বিচারক যদি বিচারকার্যে দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেন তাহা হইলে জনগণের নির্দেশে তাঁহাকে অপসারিত করা চলে। অন্যান্য দেশে বিচারালয়গুলি জনগণের সংস্পর্শ হইতে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে বিচারব্যবস্থা ও বিচাবক-সম্পর্কে একটা অহেতুক ত্রাসের সঞ্চাব করে। অনেকক্ষেত্রে বিচারকের সহিত বিচারপ্রার্থীর এরূপ চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় যে, বিচারপ্রার্থী কোনক্রমে বিচারকের নিকট হইতে সুবিচার আশা করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারব্যবস্থার সহিত জনসাধারণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে, বিচারব্যবস্থার দ্বারা গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানকার বিচার-পদ্ধতি অতি সহজ ও সরল এবং স্বল্পকালের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করা হয়। এইজন্য বিচারপ্রার্থী পক্ষদ্বয়কে দীর্ঘদিন ধরিয়া বহু ব্যয়ে মামলা পরিচালনা করিতে হয় না। জনসাধারণের বোধগম্য পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সহিত পাশ্চাত্ত্য অনেক দেশের বিচারব্যবস্থার সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত বিচারকেরা সামাজিক হিতসাধন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য অপরাধীকে

এরূপভাবে শাস্তি প্রদান করেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনে দণ্ডিত ব্যক্তি নিজেকে অপরাধ-মুক্ত রাখিয়া সুস্থ, কর্মক্ষম ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক জীবন যাপন করিতে পারে। সেইজন্য সোভিয়েত দেশে নূতন ধরণের জেলখানা গঠিত হইয়াছে। এই জেলখানায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া যাহাতে সু-নাগরিক হইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হইল এক প্রকারের সামাজিক ব্যাধি। সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা এই সামাজিক ব্যাধির সামাজিক কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহার সামাজিক-প্রতিষেধক প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় আইনজীবীর বিশেষ কোন স্থান নাই। নির্বাচিত স্থায়ী বিচারক এবং নাগরিক বিচারকগণ অভিযোক্তা, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তথ্য আহরণ করেন। সেইজন্য এখানকার বিচারব্যবস্থা আদৌ ব্যয়সাপেক্ষ নহে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকই একই আইনের দ্বারা বাধ্য। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমেই বিচারকার্য পরিচালিত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি ঐ ভাষায় অজ্ঞ হইলে তাহাকে অনুবাদকের সাহায্য প্রদান করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বিচারকই জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং একমাত্র জনগণের প্রত্যাবর্তনের আদেশ ও বিশেষ বিচারব্যবস্থার দ্বারা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণ দেশের প্রবর্তিত আইন ও জনমত ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট নতি স্বীকার করেন না। সুতরাং সোভিয়েত বিচারব্যবস্থাকে বে-সরকারী বিচারব্যবস্থা বলা যাইতে পারে; অনেক সমালোচক বলেন যে, সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা অত্যধিক পরিমাণে জনমতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী বা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ-সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থা যে গণতন্ত্রসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অপরাধের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার-কার্য পরিচালনার সময় নাগরিক-বিচারকের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারকার্য পরিচালনায় গণতান্ত্রিক আদর্শের কোন স্থান সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল (Procurator-General)

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় প্রোকিউরেটর-জেনারেল হইলেন একজন বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী শাসনকর্তৃপক্ষ। অন্য কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রোকিউরেটর-জেনারেলের অনুরূপ কোন কর্মচারী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রোকিউরেটর-জেনারেল পদের সহিত অনেক দেশের ফৌজদারী মামলার অভিযোক্তা সরকারী উকিল পদের কিছু সাদৃশ্য আছে।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল সাত বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহার অধীনে বিভিন্ন আঞ্চলিক এলাকার প্রোকিউরেটরগণ নিযুক্ত থাকেন। আঞ্চলিক এলাকার প্রোকিউরেটরগণ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিয়া প্রোকিউরেটর-জেনারেলের নির্দেশমত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন।

প্রোকিউরেটর-জেনারেলের দপ্তরের প্রধান কার্য হইল সমগ্র শাসন-বিভাগের কার্যের তদারক করা। মন্ত্রিপরিষদ এবং অন্যান্য শাসনবিভাগীয় সংস্থা, সাধারণ কর্মচারিগণ ও নাগরিকগণ যাহাতে কোনরূপ বে-আইনী কার্য না করে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনরূপ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল সর্বদা অবহিত থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিকগণ পর্যন্ত যাহাতে যথাযথ-ভাবে আইন মান্য করে তাহা তদারক করিবার সম্পূর্ণ ভার প্রোকিউরেটর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বে-আইনী কার্য সংঘটিত হইলে নাগরিকগণের অভিযোগক্রমে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। এই কার্যের জন্য তিনি

তাঁহার অধীন স্থানীয় প্রোকিউরেটরগণের সাহায্য পাইয়া থাকেন। প্রোকিউরেটর-জেনারেল বা তাঁহার অধীন প্রোকিউরেটরগণ নিজেরা কোন বে-আইনী কার্যের বিচার করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন না। তাঁহাদের কার্য হইল, অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধের তথ্য-সম্বলিত বিবরণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্যবাদীদল (Role of the Communist Party in the U. S. S. R.)

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল—সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত হয়। এখানে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। জনসাধারণের অন্য নানাবিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকিলেও কোন রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার নাই। সাম্যবাদী দলব্যবস্থার বিশেষত্ব হইল যে, দলের হস্তেই সমুদয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে এবং দেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, শাসনকার্যের সকল বিষয়েই দলীয় প্রাধান্য অটুট থাকে। বস্তুতঃ, সাম্যবাদী দল ও সোভিয়েত সরকার এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় প্রাধান্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ—সকলেই এই সাম্যবাদী দলের সমর্থক। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আইনসভাগুলির এবং অন্যান্য নানাজাতীয় শাসনসংস্থাগুলির সদস্যনির্বাচন-কার্য এরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যে, সাম্যবাদী দলের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে না।

সাম্যবাদী দলের আদর্শ ও কার্যকলাপ মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই নীতি উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশীয় সাম্যবাদিগণ মার্কসীয় নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন। সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলীয় আদর্শে অত্যধিক পরিমাণে

আস্থাবান। তাঁহারা মনে করেন যে, একমাত্র সাম্যবাদী আদর্শ কার্যকরী করিয়া মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সাম্যবাদিগণ অন্ধভাবে তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন। আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করিবার পথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আসে, নির্মম হস্তে তাঁহারা সেগুলিকে অপসারিত করেন। সেইজন্য দলীয় ঐক্য, সংহতি ও প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা যে-কোন পন্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্যবাদিগণ গণতান্ত্রিক আদর্শে আদৌ বিশ্বাসী নহেন, তাই তাঁহারা বলপ্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার পক্ষপাতী। ক্ষমতা হস্তগত করিয়া এই ক্ষমতার প্রয়োগে তাঁহারা তাঁহাদের সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং সাম্যবাদী জীবনদর্শনে যে মতভেদের কোন স্থান নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অন্যের মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবই হইল সাম্যবাদী জীবনদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দলীয় সংগঠন (Party Organisation)

সাম্যবাদী দলের নিম্নতম সংস্থা হইল 'প্রাথমিক দলীয় সংগঠন' (Primary Party Organ)। দলীয় আদর্শে অত্যধিক পরিমাণে আস্থাবান ও অনুরক্ত কমপক্ষে তিনজন সদস্য লইয়া প্রাথমিক দলীয় সংগঠনগুলির সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, যৌথ কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায়, স্কুল-কলেজে সর্বত্র এই সংগঠনগুলি সক্রিয়ভাবে দলীয় আদর্শ ও নীতি প্রচারকার্যে লিপ্ত থাকে। প্রাথমিক সংগঠনগুলির একটি নির্বাচিত কার্যকরী সংস্থা থাকে। এই কার্যকরী সংস্থা দলীয় নীতি ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে ও নূতন সদস্য সংগ্রহ করে। প্রাথমিক সংগঠনগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শহরের বা জিলার সংগঠনগুলিতে (City or District Party Organisation) প্রেরণ করে। শহর বা জিলার দলীয় সংগঠন আঞ্চলিক দলীয় সংগঠনে (Regional Party Congress) তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আঞ্চলিক দলীয় সভা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সদস্য রাষ্ট্রের

দলীয় সভায় (Party Congress of the Union-Republics) প্রেরণ করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির দলীয় সভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় মহাসভা (All-Union Congress) গঠিত হয়। দলীয় মহাসভাই হইল সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যকরী সংস্থা। দলীয় মহাসভা কর্তৃক দলীয় মূল নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবার পর গৃহীত হয়। নীতি গৃহীত হইবার পর কোন সদস্যই আর তাহার বিরোধিতা করিতে পারে না। বিরোধিতা করিলেই তাহাকে দল হইতে বহিষ্কার করা হয়। দলীয় মহাসভার সদস্যসংখ্যা এত অধিক যে, এই সভা দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য ৭০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Committee) নির্বাচিত হয়। এই সমিতির বৎসরে তিন-চারটি অধিবেশন বসে ও কার্যতঃ ইহাই দলীয় মহাসভার কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর সমিতি নির্বাচিত হয়, যথা—(১) রাজনৈতিক সংস্থা (Political Bureau or Politbureau) ও (২) ব্যবস্থাপনা সংস্থা (Organisational Bureau or Orgbureau)।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি দলীয় সংস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থাই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। দশ হইতে বারজন সদস্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত হয় এবং প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত দুই-তিনজন সদস্যও এই সংস্থায় লওয়া হয়। সাম্যবাদী দলের প্রধান নেতৃগণকে লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয় এবং কার্যতঃ এই সংস্থা যুগপৎ দলীয় নীতি নির্ধারণ ও শাসনব্যবস্থার নির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই সংস্থাই হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। এই সংস্থার সদস্যগণই মন্ত্রিপরিষদ ও প্রেসিডিয়ামের প্রধান সদস্যরূপে দলীয় নীতিগুলিকে কার্যে রূপায়িত করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থাপক সংস্থা দশ হইতে পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই সংস্থার প্রধান কার্য হইল সাম্যবাদী দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে দলীয় সংগঠনগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দলের প্রধান দপ্তরখানা (Secretariat) মস্কো শহরে অবস্থিত। পাঁচজন স্থায়ী কর্মসচিব ও অন্যান্য বহু কর্মী লইয়া দপ্তরখানা গঠিত হয়। দলের প্রধান কর্মসচিব

(First or General Secretary) একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্ট্যালিন স্বয়ং সাম্যবাদী দলের প্রধান কর্মসচিব ছিলেন।

দলের কেন্দ্রীয় সমিতি আর একটি সমিতি নির্বাচন করে। এই সমিতি হইল 'দলনিয়ন্ত্রণ সংস্থা' (Party Control Commission)। এই সংস্থার প্রধান কার্য হইল দলের নানাজাতীয় সংস্থা ও দলের সদস্যগণের কার্য-কলাপের উপর দৃষ্টি রাখা। দলের সদস্যগণ যাহাতে দলীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী তাহাদের কাযকলাপ পরিচালিত করে, সেইজন্য এই নিয়ন্ত্রণসংস্থা গঠিত হইয়াছে। দলের নিয়মভঙ্গকারী সদস্যগণের বিরুদ্ধে এই সংস্থা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে।

সাম্যবাদী দলীয় সংগঠনে নিম্নলিখিত নীতি কয়েকটি স্থান পাইয়াছে :

১। দলের উচ্চ নীচ—প্রত্যেক স্তরের সদস্যগণই নির্বাচন পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

২। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে দলের সদস্যগণের তাঁহাদের কার্যের জন্য দলীয় সংগঠনের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়।

৩। দলের নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়।

৪। নিম্ন স্তরের দলীয় সংগঠনগুলির পক্ষে উচ্চস্তরের দলীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া একান্তরূপে বাধ্যতামূলক।

সাম্যবাদী দলের সদস্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব (Qualification and Responsibility of Membership of the Communist Party)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে সাম্যবাদী দলের সদস্যসংখ্যা অনেক কম। সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্যসংখ্যার স্বল্পতার প্রধান কারণ হইল যে, সাম্যবাদী দলের সদস্য হইবার জন্য যে উচ্চ স্তরের যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তাহা সচরাচর সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। দলের সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে গেলে যে নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগস্বীকারের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহা অত্যুৎসাহী

ব্যক্তির পক্ষেও বাধাস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাম্যবাদী দলের সদস্য সংখ্যা যাহাতে স্বল্প থাকে সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই দলের নেতৃগণ দলের সদস্য হওয়ার পক্ষে এইরূপ উচ্চস্তরের যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়াছেন। দলের সদস্যগণের কতকগুলি গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। প্রথমতঃ, দলের সদস্যগণের মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই এবং এই নীতিগুলির প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

দলীয় নীতি ও আদর্শকে সর্বোতোভাবে তাঁহাদের সমর্থন করিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে দলের সদস্যগণকে আদর্শচরিত্রের কর্মঠ ব্যক্তি হওয়া চাই যাহাতে কর্মক্ষেত্রে অন্য লোক তাঁহাদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে। মদ্যপান ও বিবাহবিচ্ছেদ আইনের যথেচ্ছ সুবিধা গ্রহণ করা সাম্যবাদী দলের সদস্যগণের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সর্বোপরি দলের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করা সদস্যগণের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দলীয় বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিলে অপরাধ অনুসারে লঘু অথবা গুরু শাস্তি ভোগ অনিবার্য। দলের নেতাগণের পক্ষে দলীয় নীতির বিরোধিতা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য তাঁহাদের নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিতে হয়। সদস্যগণ একনিষ্ঠভাবে দলের সেবা করিলে অনেক উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্যসংখ্যা সমগ্র দেশে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও অন্য উপায়ে সাম্যবাদী দল জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা অন্য নানাবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক কিশোর ও যুবকগণকে সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তিন শ্রেণীর সংঘ গঠিত হইয়াছে। আট হইতে এগার বৎসর বয়স্ক শিশুগণকে লইয়া একটি শিশুসংঘ (Little Octobrists) গঠিত হয়। দশ হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরগণকে লইয়া 'কিশোর সংঘ' (Pioneers) গঠিত হয়। আবার পনের হইতে ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবকগণকে লইয়া যুবসংঘ (Komsomol) গঠিত হয়। এই সকল সংঘের মধ্য দিয়াই জন-

সাধারণের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকসংঘ (Trade Unions), সমবায়সমিতি (Co-operatives) প্রভৃতি সংঘগুলি দলীয় আদর্শ প্রচারকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করে।

সাম্যবাদী বিপ্লবের পর ৪৮ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সাম্যবাদ-নীতির স্রষ্টা ও বিপ্লবের প্রধান নায়কগণ একে একে তিরোহিত হইতেছেন। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষা, প্রচারকার্য ও গঠনমূলক কার্যের দ্বারা সাম্যবাদের মূল-নীতি ও আদর্শেব শ্রেষ্ঠত্ব জনসাধারণের মধ্যে এরূপভাবে সঞ্চারিত করা হইয়াছে যে, বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেব সমগ্র জনসংখ্যাব এক বিশাল অংশ এই নীতিতে আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একদলীয় শাসন ও গণতন্ত্র (One Party rule in the U. S. S. R. and Democracy)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা একটি মাত্র বাজনৈতিক দল (সাম্যবাদী) দ্বাবা পরিচালিত হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের ১২৬ ধারায বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ শুধু সাম্যবাদী দলের সদস্য হইতে পাবিবেন এবং কেবল মাত্র এই দলই প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারিবে। অন্য কোন বাজনৈতিক দল সোভিয়েত দেশে নাই বা থাকিতে দেওয়া হয় না। দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকাব অর্থ হইল যে, দেশের জনসাধারণের মতপার্থক্যের কোন অবকাশ বা সুযোগ নাই। সকল ব্যক্তিরই চিন্তাধাবা ও কর্মপদ্ধতি ভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতে হইবে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাব মূল কথা হইল চিন্তা করিবার বা মতামত প্রকাশ কবিবার স্বাধীনতা (Freedom of thought and expression)। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে স্বভাবতঃই স্বাধীন চিন্তা বা চিন্তার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। যেখানে জনসাধারণ ভোট দিয়া শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিয়া অন্য শাসক-

গোষ্ঠী নিযুক্ত করিতে পারে না, সেখানে গণতন্ত্র অচল। সুতরাং একমাত্র সাম্যবাদী দল পরিচালিত সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা আর যাহাই হউক না কেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এই অভিযোগের উত্তরে সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন বিশেষ শ্রেণী নাই এবং এজন্য কোন শ্রেণীবিরোধও নাই। সোভিয়েত রাষ্ট্র হইল মেহনতি জনসাধারণের রাষ্ট্র—কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী—সকলেই একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। এখানে সকলেই সমান ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যযুক্ত। ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকিবার মুখ্য কারণ হইল সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য এবং এই বৈষম্যের ফলে মতভেদ এবং মতভেদ হইল রাজনৈতিক দলের জন্মদাতা। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের হানাহানির জন্যই অনেক দেশেই শ্রমিক দলের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সোভিয়েত দেশে স্বার্থের কোন সংঘাত নাই, তাই ক্ষমতার অধিকার লইয়া কোন রাজনৈতিক দল বা উপদলের কলহ নাই।

ইহা ছাড়া, সাম্যবাদিগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় ঘটে। জাতির সকল লোকই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। একদলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু-দলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটিমাত্র দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থ অধিকতর রূপে সুরক্ষিত হয়।

সাম্যবাদিগণ আরও বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এত বৈষম্য রহিয়াছে যে, সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতামত অভিব্যক্তি প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছে।

সুতরাং সোভিয়েত রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (Government of the Local Areas)

সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে রুশীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রটি বৃহত্তম। এই প্রজাতন্ত্রে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রে একটি করিয়া সুপ্রিম সোভিয়েত, মন্ত্রিপরিষদ্ ও প্রেসিডিয়াম আছে। সদস্যরাষ্ট্রের নাগরিকগণ কর্তৃক চার বৎসর কালের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সভাই হইল সদস্যরাষ্ট্রগুলির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

স্ব-শাসিত প্রদেশগুলিতে অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখানকার শাসনব্যবস্থাও একটি সুপ্রিম সোভিয়েত, একটি মন্ত্রিপরিষদ্ ও একটি প্রেসিডিয়াম লইয়া গঠিত।

অনুরূপভাবে স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার নিজস্ব আইনসভা (Soviet) থাকে। এই সভাগুলির সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সোভিয়েত সভাগুলি শাসনকার্যের জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ্ (Executive Committee) নির্বাচিত করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি (Economic Basis of the Soviet State)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বলা হইয়াছে। এখানে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কৃষক-মজদুর লইয়া গঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হইল মেহনতি জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ। মূলধনের মালিক, জমিদার বা ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিষ্কর্মা পরজীবী সম্প্রদায়ের এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রনৈতিক সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মেহনতি জনসাধারণ। মেহনতি জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষক-মজদুর ও সৈনিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোভিয়েত সভাই হইল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইল এই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। বাইবেলে উল্লিখিত অর্থনৈতিক নীতি সাম্যবাদিগণ একটু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বাইবেলের উপদেশ হইল 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাও' ('Earn thy bread by the sweat of your own brow') অর্থাৎ নিজে কাজ করিয়া নিজের অন্ন সংস্থান কর, অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধনের অংশ গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাম্যবাদ নীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল 'যে কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না'—('He who does not work neither shall he eat')। সোভিয়েত রাষ্ট্রে কাজ করা শুধু বাধ্যতামূলক নয়—ইহা সম্মানজনকও বটে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই মূলনীতি বলবৎ হইবার ফলে, পূর্বতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহার অবশ্যম্ভাবী সহচর ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনিক কর্তৃক দরিদ্র শ্রেণীর নির্মম শোষণসহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ফলে বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত মালিকানা নাই। দেশের সমগ্র সম্পদের মালিক হইল রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ—যাহাদের সমবেত পরিশ্রমের ফলে দেশের সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, দ্বিতীয়তঃ, যৌথ খামার সম্পত্তি ও তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতি সম্পত্তি। জমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী, বন, কল-কারখানা, রেল, বিমান, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ, যন্ত্রপাতিসহ বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামার, পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ আবাস-গৃহ হইল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তি। যৌথ খামার ও সমবায় সমিতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি হইল তাহাদের যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ, পালিত পশু, উৎপাদিত সম্পদ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয়, যৌথ ও সমবায় সম্পত্তি ব্যতীতও সোভিয়েত রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটির শিল্প, ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী তৈজস ও আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যক্তিগত

সম্পত্তি হিসাবে নাগরিকগণ রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন কিন্তু যে সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং যে সম্পত্তির সাহায্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করিয়া সমাজে অসম ধন-বণ্টন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, সেরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সোভিয়েত দেশে নাই। যাহারা কাজ করে, একমাত্র তাহারাই ভোগ করিতে পারে। সোভিয়েত দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র, যৌথ খামার ও সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়—মুনাফার লোভে নিছক ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় না। সুতরাং উৎপাদিত সম্পদের মালিক ব্যক্তি-বিশেষ নয়—মালিক হইল উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মিসমূহ। প্রত্যেক কর্মী তাহার সাধ্যমত কাজ করে এবং কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক পায় ('From each according to his ability, to each according to his work')। এইরূপে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেশের মেহনতি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও যে দেশ নিরক্ষর কৃষি-প্রধান দেশ ছিল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সে দেশ আজ ধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে উন্নীত হইয়াছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্বগুলি হইল, (১) সমাজব্যবস্থা হইতে শ্রেণীভেদ দূর করা, (২) বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা, (৩) শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও (৪) পতিতা-বৃত্তি নিরোধ করা। আয়ের বৈষম্য থাকিলেও সকলের জন্য হিতকর কর্ম-সংস্থান দ্বারা বেকারত্ব দূর করা হইয়াছে। অর্থের অভাবে কেহ নিরক্ষর থাকে না বা অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মারা যায় না। বৎসরে প্রায় দুই কোটি লোককে সোভিয়েত সরকার পেন্সন দান করে এবং ৩০ লক্ষ লোককে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সরকারী খরচে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠান হয়। ১৯২৭ সাল হইতে ছয়টি রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন পরিমাণ এরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বর্তমানে শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না। ১৯৫৯ সাল

হইতে এই দেশে একটি সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সফল হইলে শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৩০।৩৫ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে হইবে না। অবশিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও গঠনমূলক কার্যে নিয়োগ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল এমন দেশ যেখানে মেহনতি জনসাধারণ সুস্থ জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারে। এইজন্য সাম্যবাদী নেতাগণ দাবী করেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র মেহনতি জনসাধারণকে লইয়া মেহনতি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য মেহনতি জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiar Features of the Soviet Federation)

১৯৩৬ সালের স্টালিন শাসনতন্ত্রে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থাকে একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ন্যায় সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায়ও যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঙ্গিক রাজ্যসরকারগুলির অবস্থিতি, উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন, একটি সুপ্রিম কোর্টের অবস্থিতি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্য-গুলি এই শাসনব্যবস্থায় বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এমন কতকগুলি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেজন্য ইহাকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সহজেই পৃথক করা যায়।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই আঙ্গিক রাজ্যগুলি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় শুধুমাত্র ভৌগোলিক বিভাগ নহে। সোভিয়েতের আঙ্গিক রাজ্যগুলি জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, প্রভৃতি আঙ্গিক রাজ্যগুলি পৃথক জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে নিছক জাতির ভিত্তিতে আঙ্গিক রাজ্যগুলি গঠিত হয় নাই। তবে এই ব্যবস্থার পক্ষে বলা চলে যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সোভিয়েত সরকার সংখ্যালঘু জাতিগুলির সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারিয়াছেন যাহা অনেক যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও আঙ্গিক রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমগ্র দেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক. বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, করস্থাপন, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা, বিচারব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করে। করধার্য ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীর সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন আঙ্গিক রাজ্য নূতন কর স্থাপন করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রাধান্য সত্ত্বেও আঙ্গিক রাজ্যগুলির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্য-গুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিবিরোধী এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই।

চতুর্থতঃ. সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে ভিন্নরাষ্ট্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে এই রাজ্যগুলি তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধিগণের দ্বারা স্ব স্ব কার্য পরিচালনা করে।

পঞ্চমতঃ, আঙ্গিক রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিবার অধিকারও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঙ্গিক রাজ্যগুলির এই অধিকারগুলি নামমাত্র অধিকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কোন আঙ্গিক রাজ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পায় নাই।

ষষ্ঠতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখনকার কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রিম সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকার ও আঙ্গিক রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার যে ভাগ হইয়াছে তাহা ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী করা হয় নাই।

সপ্তমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুপ্রিম কোর্ট বিদ্যমান থাকিলেও এই বিচারালয় সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। এই ক্ষমতা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়ামের উপর অর্পিত হইয়াছে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সমুদয় যুক্তরাষ্ট্রেই আইনেব বৈধতা বিচার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের (সাম্যবাদী) কর্তৃত্বে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলিয়া শাসনব্যবস্থার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সবক্ষেত্রে একদলীয় নেতৃত্ব দেখা যায়। একদলীয় নেতৃত্বের ফলে শাসনব্যবস্থাব কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রসুলভ হইলেও কার্যতঃ ইহা কঠোবভাবে এককেন্দ্রীয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি (Structure of the Soviet State)

প্রায় ৬০টি বিভিন্ন জাতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাব ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। জার শাসনকালে শাসনব্যবস্থা একান্তভাবে এককেন্দ্রীয় ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের পব সাম্যবাদী নেতাগণ এই বিভিন্ন জাতিগুলির জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি ও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বতন এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে যুক্তবাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন করেন। কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রই বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা অথবা বলপ্রয়োগে একটি জাতিকে অবদমিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ইহার সৃষ্টির প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সোভিয়েত নেতাগণ দাবী কবেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একান্তভাবেই একটি বহুজাতির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ঐক্য ও বন্ধুত্বের ফল। সাম্যের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া এই অভিনব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। তাই এই যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, এই রাষ্ট্রান্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ— প্রত্যেকটি জাতি ইহার স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া এক বৃহত্তর

মানবসমাজ গঠন করিতে পারে। এই কারণে ওয়েবৃস দম্পতি ও অধ্যাপক লাস্কি সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে এক নূতন ধরণের সভ্যতা (A new type of civilization) আখ্যা দিয়াছেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে চার শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সমগ্র সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট্র নিম্নলিখিত শাসন-সংস্থায় ভাগ করা হইয়াছে।

১। আঙ্গিক রাজ্য (Union Republic)

২। স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic)

৩। স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Region)

৪। জাতীয় অঞ্চল (National Area)

১। আঙ্গিক রাজ্য—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি আঙ্গিক বাজ্যেব প্রত্যেকটি অপরাপর আঙ্গিক বাজ্যগুলিব সমপর্যায়ভুক্ত সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং এই শাসনতন্ত্র প্রত্যেকটি রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন-সংস্থা সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক রচিত এবং প্রয়োজনমত সংশোধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষমতাই আঙ্গিক রাজ্যগুলি স্বাধীন-ভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব ছাড়াও প্রত্যেকটি আঙ্গিক রাজ্যের নিজস্ব নাগরিকত্ব আছে, তবে এই উভয়বিধ নাগরিকত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় পতাকা ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যের স্বাধীনতা-সূচক নিজস্ব পতাকা আছে। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই নিজস্ব এলাকার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। কোন রাজ্যের বিনা সম্মতিতে রাজ্যের এলাকার পরিবর্তন করা যায় না। ইহা ছাড়া, আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুসারে ইহাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গঠন করিতে পারে ও পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। সর্বোপরি প্রত্যেকটি আঙ্গিক রাজ্য যেরূপ স্বেচ্ছায় এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে, সেইরূপ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার শাসন-তান্ত্রিক অধিকারও ইহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি আঙ্গিক রাজ্যই ইহার জনসংখ্যা ও আয়তন—নিরপেক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার

উচ্চকক্ষ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতে ২৫টি প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলি রাজ্যের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সমবায় বলা যাইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির এত ব্যাপক অধিকার দেখা যায় না।

২। স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র—স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় শাসন-সংস্থা—ইহারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নহে। আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র গঠন করিতে পারে। আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা আছে। ইহাদের নিজস্ব এলাকা আছে এবং এই এলাকার কোন পরিবর্তন করিতে হইলে শুধু সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক রাজ্যের সম্মতি হইলে চলে না, এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রটিরও সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। এই প্রজাতন্ত্রগুলি ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ইহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য ইহাদের সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক স্থানীয় ভাষার সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাদের স্বতন্ত্র পতাকা না থাকিলেও ইহারা সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক রাজ্যের পতাকায় নিজস্ব নামাঙ্কিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারে। তবে এই স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না বা সশস্ত্র বাহিনীও গঠন করিতে পারে না অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে না। প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ১১ জন সদস্য নির্বাচন করিতে পারে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ ১৯টি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র আছে।

৩। স্ব-শাসিত অঞ্চল—অনেকগুলি আঙ্গিক রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। এই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে স্ব-শাসিত অঞ্চলগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-অধ্যুষিত প্রত্যেকটি অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আছে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের আঞ্চলিক সোভিয়েত ও শাসনপরিষদ (Executive Committee) সাহায্যে তাহাদের

আঞ্চলিক ভাষায় শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত অঞ্চল সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ৫ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া থাকে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ অঞ্চলের সংখ্যা হইল ১৩টি।

৪। জাতীয় এলাকা—জাতীয় এলাকাগুলি হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এইগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটি জাতীয় এলাকায় একটি করিয়া এলাকা সোভিয়েত ও শাসনপরিষদ্ আছে। ইহারা নিজস্ব ভাষায় ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি এলাকা সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ জাতীয় এলাকার সংখ্যা হইল ১০টি।

সুতরাং দেখা যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একটি বৃহত্তর জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সমগ্র জাতীয় ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ সুনিপুণভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। এই চারিটি শাসন-সংস্থা হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই বিভিন্ন অঙ্গগুলি সাম্যবাদী দলের মধ্যবর্তিতায় সাম্যের ভিত্তিতে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটি অভিনব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

সোভিয়েতের প্রকৃতি (Nature of the Soviet)

'সোভিয়েত' শব্দটির অর্থ হইল 'সভা'। এই সভা প্রতি গ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া অথবা প্রতি শিল্প-কারখানার শ্রমিক লইয়া বা সেনাদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই সভার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একমাত্র যাহারা নিজেরা কাজ করে তাহারাই এই সভার সদস্য হইতে পারে। মূলধনের মালিক, জমিদার বা ব্যবসায়ীর এই সভায় স্থান নাই।

সোভিয়েতগুলি দ্বি-বিধ কাজ করে। প্রথমতঃ, এই সোভিয়েত ব্যবস্থার সাহায্যে মেহনতি জনগণকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংগঠনের সাহায্যেই সাম্যবাদী দলের নীতি, নির্দেশ ও কার্যক্রম বলবৎ করা সম্ভব হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ ১। শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। চার শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হইয়াছে। সদস্যরাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার শাসনতন্ত্রসম্মত ক্ষমতা থাকিলেও অন্য নানাপ্রকারে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে আনা হইয়াছে।

২। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শোষণ মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই হইল এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। শাসনতন্ত্রে যুগপৎ নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। আইনসভার উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদ দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত। আইন-সভার সদস্যগণ যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করেন।

৬। আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক তেত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম হইল কার্যতঃ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এই সভার আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্য ও বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় বিচারপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং বিচারকার্যে নাগরিক বিচারকগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত নাগরিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের কতক-গুলি কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে :—

১। কাজ করিবার অধিকার, ২। বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকার, ৩। শিক্ষার অধিকার, ৪। জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান অধিকার, ৫। ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার, ৬। বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ৮। আশ্রয় পাইবার অধিকার, ৯। সংঘ গঠন করিবার অধিকার।

সোভিয়েত নাগরিকের কর্তব্য হইল :

১। কাজ করা, ২। আইন-কানুন মান্য করা ও শ্রমশৃংখলা রক্ষা করা, ৩। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা, ৪। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা।

শাসন বিভাগ—প্রায় ষাট জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদে যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা হইল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কার্য। সমগ্র শাসনবিভাগের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ইহার প্রধান কর্তব্য। শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রিম সোভিয়েতের নিকট দায়ী।

আইনসভা—দুইটি পরিষদ—জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত লইয়া সুপ্রিম সোভিয়েত বা সোভিয়েত আইনসভা গঠিত। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত সমগ্র দেশের নাগরিকগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। উভয় পরিষদের কার্যকাল চার বৎসর, কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম উভয় পরিষদই ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচন, প্রেসিডিয়াম ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করা ইহার কার্য।

প্রেসিডিয়াম—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের মত রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অনুরূপ কোন ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ নাই। তৎপরিবর্তে তেত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রেসিডিয়াম আইনসভার অবিচ্ছেদ্য

অঙ্গ। এই সভা সরাসরি আইন প্রণয়ন করিতে না পারিলেও আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারে। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ ইহার নিকট দায়ী থাকে। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে উহা নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। এই সভা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করে। সুপ্রিম সোভিয়েত-প্রণীত কোন আইনের সহিত মূল রাষ্ট্র-প্রণীত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে শেষোক্ত আইনকে এই সভা বাতিল করিতে পারে। সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থার সমুদয় ক্ষমতাই প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে।

বিচারবিভাগ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায়ও কেন্দ্রীভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সুপ্রিম কোর্ট হইল সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবাব ক্ষমতা আছে। বিচার-পতিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন। সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর বিচারালয় আছে। মূলরাষ্ট্রগুলির বিচারালয় এবং স্ব-শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার বিচারালয়গুলি নিজ নিজ এলাকাব মধ্যে বিচাবকার্য পবিচালনা কবে। সমস্ত বিচারপতিই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমস্ত মামলাই নাগরিকগণের প্রতিনিধি বিচারকেব সাহায্যে পরিচালিত হয়। বিচারপদ্ধতি সহজ, সরল ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়-সাপেক্ষ। রাজনৈতিক অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

শাসনবিভাগের কার্যের তদারক করিবাব জন্য একজন প্রোকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার অধস্তন স্থানীয় অন্যান্য প্রোকিউরেটরগণ আছেন। আইনসভা কর্তৃক সাত বৎসরের জন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল নির্বাচিত হন। কোন বে-আইনী কার্য অনুষ্ঠিত হইলে প্রোকিউরেটর-জেনারেল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন।

দলব্যবস্থা—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল সাম্যবাদী দল। এই দলের প্রভাব শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাম্যবাদী দলের হস্তেই সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দলীয় সংগঠনেও কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য দেখা যায়। প্রাথমিক

দলীয় সংগঠন হইল দলের নিম্নতম সংগঠন। তাহার পর শহর ও জিলার সংগঠন, আঞ্চলিক-সংগঠন, এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির সংগঠন। সর্বোপরি হইল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় মহাসভা। এই সভা একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংস্থা নির্বাচিত করে। কার্যকরী সংস্থা পলিটব্যুরো ও অর্গব্যুরো নামে আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা নির্বাচিত করে। পলিটব্যুরো হইল দলীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস। ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যাহাতে সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য সমগ্র দেশব্যাপী শিশুসংঘ, কিশোরসংঘ ও যুবসংঘ, গঠিত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. State the salient features of the constitution of the U. S. S. R. (C. U. 1953, 1955 and 1965, Part I)

2. "The one-party system (in the U. S. S. R.) is not strictly speaking a type of party government at all."

Examine the statement. (C. U. Hon. 1951)

3. Describe the fundamental rights and duties of a citizen in the U. S. S. R. (C. U. Hon. 1955)

4 "A working theory of the state must, in fact, be conceived in administrative terms."

Examine this statement in relation to the governments of the U. S. S. R. and the U. S A (Andhra. 1938)

5. Briefly describe the judicial system of the U. S. S. R. (C. U. 1956)

6. Broadly indicate the structure of the state in the U. S. S. R. (C. U. 1957)

7. Discuss how far the U. S. S. R. is a socialist state of workers and peasants.

Is there any scope for private enterprise in the U. S. S. R. (C. U. 1958)

8. Analyse the structure of the state in the U. S. S. R. and discuss in that connection the nature of the Soviet Federation. (C. U. 1960)

9. Describe the constitution and functions of the Supreme Soviet of the U. S. S. R. (C. U. 1959, 1961)

10. How is the Presidium of the Supreme Soviet in the U. S. S. R. composed ?

Enumerate its functions. (C. U. 1962)

11. Give a brief account of the Constitution and functions of the Council of Ministers in the Soviet Constitution. (C. U. B. A. Part I 1962)

12. Discuss the role of the Communist Party in the Soviet System of Government. (C. U. B. A. Part I, 1962)

13. Explain fully the Composition and Constitutional importance of the Soviet of Nationalities. (C. U. B. A. Part I, 1963)

14. The Supreme Soviet of the U. S S. R. is a ceremonial part of the U. S. S. R. devoid of real powers. Do you agree ? Give reasons for your answsr. (C. U. B. A. Part I, 1964)

তৃতীয় অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (U. S. A)

শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম আধুনিক প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ও কালক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপ হইতে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি তাহাদের জাতিগত বিভেদ ভুলিয়া কিভাবে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস আরম্ভ হয় তিন শ্রেণীর তেরটি স্বাধীন উপনিবেশ লইয়া। এই উপনিবেশগুলি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তাহাদের উপর করধার্য করিবার ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি সন্ধি সমবায়ের অধীনে একতাবদ্ধ হয়। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যখন এই উপনিবেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করিল তখন তাহারা এই সত্য বুঝিতে পারিল যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল। স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য এই বিচ্ছিন্ন তেরটি উপনিবেশ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় মিলিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of the U. S. A. Constitution)

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ একাধারে জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উপনিবেশ-গুলির অধিবাসিগণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনব্যবস্থাকে দক্ষ ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা

একজন আইনসভা নিরপেক্ষ ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী শাসনকর্তার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কার্যে অন্তর্বিভাগীয় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অবলম্বন করেন। তৃতীয়তঃ, গণশক্তির প্রাধান্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নির্বাচন দ্বারা আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারবিভাগের সদস্যগণের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি মার্কিন শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, আইন-প্রণয়ন ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টনব্যবস্থা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতাগুলি উভয় সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় অনুল্লিখিত ক্ষমতার (Residuary Powers) অধিকারী হইল আঞ্চলিক সরকারগুলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির পৃথক আয়ের উৎস আছে। বিচার-বিভাগও অনুরূপভাবে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ব্যতীতও আঞ্চলিক সরকারগুলির পৃথক বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তন আঞ্চলিক সরকারগুলির অনুমোদনসাপেক্ষ। কেন্দ্রীয় আইনসভা এককভাবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব আনিতে পারিলেও আঞ্চলিক সরকারগুলির বিনা সম্মতিতে তাহা কার্যকরী করিতে পারে না। তবে শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চলেই প্রজাতন্ত্রী সরকার চালু রাখিতে হইবে এবং কোন আঞ্চলিক সরকারেরই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই।

মার্কিন শাসনতন্ত্রের উপাদানসমূহ (Elements of the U. S. A. Constitution)

মার্কিন শাসনতন্ত্র পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত : ১। প্রধান উপাদান হইল ফিলাডেল্‌ফিয়ায় রচিত আদি শাসনতন্ত্র। ফিলাডেল্‌ফিয়ার আহূত বিশেষ সভা কর্তৃক শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো প্রস্তুত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ

কালে প্রয়োজনানুসারে যাহাতে শাসনতন্ত্র বর্ধিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রের সাবলীল পরিবর্ধনের কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেন নাই। ২। তাহার পর আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ২৩টি সংশোধন-প্রস্তাব পাস হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের কঠোর অনমনীয়তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ২৩টি সংশোধন আইন গৃহীত হওয়ার ফলে আদি শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই সংশোধন আইনগুলির মধ্যে দাসত্ব-প্রথার বিলোপ সাধন, শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির সন্নিবেশ, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রাপ্তি ও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা সিনেটের সদস্যগণের নির্বাচন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩। যে-সমস্ত বিধিবদ্ধ আইন পরবর্তী কালে আদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে সহায়তা করিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কংগ্রেস সভা ও বিভিন্ন রাজ্যসভাগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়া শাসনতন্ত্রকে প্রয়োজনানুসারে পুষ্ট করিয়াছে। ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও নির্দেশগুলির দ্বারা শাসনতন্ত্রের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার উপর বহু নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা করিবার এই ক্ষমতা প্রযুক্ত না হইলে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভা যে সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন, তাহা রাজ্যসরকারগুলির আয়ত্তাধীন হইত। ৫। নানাবিধ প্রথাগত যে-সকল বিধান ও রীতিনীতি দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্রে কেবিনেটের কোন উল্লেখ নাই। প্রথাগত বিধানের ভিত্তিতে কেবিনেট গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিও প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপে প্রথাগত বিধান, বিচার বিভাগীয় নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা আদি শাসনতন্ত্রের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the U. S. A. Constitution)

(১) শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'আলাস্কা'

এবং আগষ্টমাসে 'হাওয়াই' যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঊনপঞ্চাশৎ ও পঞ্চাশৎ রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে শুধুমাত্র অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলি উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত উভয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সবকারের দুর্বলতা সূচিত হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয় (Written and rigid)। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিখিতভাবে সন্নিবদ্ধ আছে। কিন্তু কোন শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ সম্পূর্ণভাবে লিখিত থাকিতে পারে না। মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও নানাপ্রকারের প্রথাগত বিধান ও রীতিনাতি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যন্ত অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে মার্কিন শাসনতন্ত্র অনমনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে আইনসভা ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা বিশেষ ভিন্ন প্রকৃতির পদ্ধতি অবলম্বনেব প্রয়োজন হয়।

(৩) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রেট বৃটেনের অলিখিত শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে এবং অপরদিকে আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন দ্বারা প্রত্যেকের ক্ষমতা-প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়াছে।

(৪) শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Supremacy of the Federal Judiciary) কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে ও শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ বে-আইনী ঘোষণা করিয়া শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করে। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

(৫) এই শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-

স্বাতন্ত্রীকরণ (Separation of Powers) নীতির পূর্ণপ্রয়োগ। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে এতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই মতবাদের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আইন-প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্য ও বিচারকার্য যাহাতে পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনকর্তৃপক্ষ আইন-পরিষদ্-নিরপেক্ষভাবে যাহাতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য আইনসভা-বহির্ভূত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয় ও রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী হইতে হয় না। অনুরূপভাবে আইনসভাও শাসন-কর্তৃপক্ষ-নিরপেক্ষ করিয়া গঠিত হয়। বিচারবিভাগও অন্য দুইটি বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকে।

(৬) মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। এইজন্য শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির কঠোরতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (Mutual check and balance) ব্যবস্থা প্রবতন করিয়াছেন। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত নিয়োগ ও পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি কার্য আইনসভার উচ্চ কক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষ। অপরপক্ষে আইনসভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিনা সম্মতিতে আইন প্রণয়ন করা একরূপ অসম্ভব। বিচারপতিগণ আইনসভার উচ্চ কক্ষের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

(৭) শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, রাষ্ট্রপতি-প্রধান প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা (Presidential Republic)। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না। পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত থাকিয়া উভয় বিভাগ স্ব স্ব কায পরিচালনা করে। এই শাসনতন্ত্রে রাজার কোন স্থান নাই। জনগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার (Comparative study of the British and the U. S. A. Constitutions)

যে তেরটি উপনিবেশ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম গঠিত হয়, তাহাদের

অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইংলণ্ড হইতে আগত উদ্বাস্তু। দেশত্যাগ করিলেও তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও জাতীয় ঐতিহ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া তাহারা যখন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল তখনও তাহারা মাতৃভূমির রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম কবিতে পারে নাই। আপাত-দৃষ্টিতে গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রেব সহিত মার্কিন শাসনতন্ত্রের বহু পার্থক্য থাকিলেও এই পার্থক্যগুলিব অন্তরালে উভয় শাসনতন্ত্রের কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সাদৃশ্য—

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, বৃটিশ ও মার্কিন উভয় শাসনতন্ত্রই ব্যক্তি-স্বাধীনতাব রক্ষা কবচ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। উভয় শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা বক্ষা করা। ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) সাহায্যে এবং মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র, সুপ্রিম কোর্ট ও সবকারেব বিভিন্ন বিভাগগুলিব পাবস্পবিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু তিনি শাসন কবেন না। তাঁহার যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বংশানুক্রমিক কোন রাজা না থাকিলেও নিবাচিত রাষ্ট্রপতি বাজাব স্থান পূরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তিনি রাষ্ট্রের প্রধান এবং স্বদেশে ও বিদেশে তিনি রাজার ন্যায় সম্মানের অধিকাবী।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের রাজা পার্লামেন্ট সভার বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে দেশেব নানা সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের সম্পর্কে বক্তৃতা (Speech from the Throne) করেন, মার্কিন শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতিও কংগ্রেস সভার বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে কংগ্রেস সভায় তাঁহার লিখিত বাণী (Mes-age) প্রেরণ করিয়া জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও নির্দেশ দান করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও এই শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে বহু প্রথাগত বিধান (Conventions) স্থান পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান অংশ এই প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উভয় দেশের কেবিনেটই এই প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। আবার কালক্রমে উভয় দেশেই এই প্রথাগত বিধানের কতকগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে আইনে পরিণত করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, শুধু প্রথাগত বিধান নয়, উভয় দেশের শাসনতন্ত্রই প্রভূত পরিমাণে বিচারালয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই উভয় দেশের শাসনতন্ত্রকেই বিচারালয় সাহায্যে গঠিত (Judge-made) শাসনতন্ত্র বলা হয়।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনের ন্যায় মার্কিন শাসনতন্ত্রও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করে। বৃটেনের তৎকালীন উচ্চ কক্ষ লর্ড সভা যে ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, মার্কিন দেশের উচ্চ কক্ষ সিনেট সভাকেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রভাব মুক্ত হইয়া গঠিত হইয়াছিল তাহা নহে।

বৈসাদৃশ্য—

বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার করিতে গেলে প্রথমেই এই উভয় শাসনতন্ত্রের যে পার্থক্যের উপর দৃষ্টি পড়ে তাহা হইল, বৃটিশ শাসনতন্ত্র বৃটেনে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। আর মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয়। বৃটেনে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার আধার আর মার্কিন দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অলিখিত এবং নমনীয়। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক উভয়বিধ আইনই সংশোধন করিতে পারে। অপরপক্ষে মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। কংগ্রেস সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক

আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং বৃটেনে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইন হইতে শুধু পৃথক নয়, ইহা বিশেষ মর্যাদারও অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বর্তমান। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ইহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার বর্তমান। এই ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ কোন কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহে এবং আইনসভাও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত।

চতুর্থতঃ, বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রধান হইলেন একজন বংশানুক্রমিক রাজা—যিনি রাজত্ব করেন অথচ শাসন করেন না। অপর পক্ষে মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (Federal Republic)। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান ও কর্ণধার। তিনি শাসন করেন কিন্তু রাজত্ব করেন না।

পঞ্চমতঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজাসহ পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, মার্কিন দেশে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্রই হইল সকল ক্ষমতার উৎস।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনে আইনের অনুশাসনের সাহায্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত, মার্কিন দেশে এইরূপ আইনের অনুশাসন না থাকিলেও শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ আছে।

সপ্তমতঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয় নাই এজন্য বৃটেনের বিচারবিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম পৃথকীকরণ করা হইয়াছে এবং এই কারণে সে দেশের বিচারবিভাগ যথেষ্টরূপে স্বাধীনতা ভোগ করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের মধ্যে কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য থাকিলেও গঠন প্রকৃতিতে এক শাসনতন্ত্র অপর শাসনতন্ত্র হইতে শুধু পৃথক নয়, বিপরীতও বটে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ

(The Federal Executive)

রাষ্ট্রপতি (The President)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে অন্ততপক্ষে চৌদ্দ বৎসর কাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্বভাবজাত নাগরিক হইতে হইবে। তিনি চারি বৎসর কার্যকালের জন্য ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র একটি নির্বাচনকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি নির্বাচনকেন্দ্র সেই মূলরাষ্ট্র হইতে কংগ্রেস সভায় যত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করে, ঠিক তত সংখ্যক প্রতিনিধিই ভোটদাতৃগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সেই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত করে। এইরূপে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়া থাকেন। যাহাতে যোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন ও নির্বাচনকার্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ পরোক্ষ নির্বাচনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু বর্তমানে শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হস্তগত হইয়াছে। প্রাথমিক ভোট-দাতৃগণ দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে ভোটদান করিয়া দলের সমর্থকগণকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি স্থির করেন। এই প্রতিনিধিগণ দলীয় নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পর্যায়ের ভোট গণনা হইলে কোন্ দল হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন তাহা অনুমান করা যায়। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বর্তমানে দৃশ্যতঃ পরোক্ষ হইলেও কার্যতঃ প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন ব্যাপারে প্রথম হইতেই একটি বিশেষ প্রথাগত বিধান গঠিত হইয়াছিল। বিধানটি হইল যে, একই ব্যক্তি পর পর দুই বারের বেশী রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট পর পর তিনবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ফলে এই বিধানটি

লঙ্ঘিত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক আইন পাস করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই উপর্যুপরি দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং প্রথাগত বিধানটি বর্তমানে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ (Powers and Functions of the President)

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার চারিটি উৎস আছে। প্রথম ও প্রধান উৎস হইল শাসনতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের অনেক বিধির অস্পষ্টতার জন্য বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও নির্দেশের প্রয়োজন হইয়াছে। বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা বহু নূতন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আইনসভা নূতন আইনের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নূতন ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রথাগত বিধান, রীতিনীতি ও পদ্ধতির প্রভাবেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(১) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)

সমগ্র শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে বলবৎ করিতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, কেবিনেটেব সদস্য, কূটনৈতিক দূত প্রভৃতি তিনিই নিয়োগ করিয়া থাকেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সমস্ত নিয়োগই সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। নিয়োগব্যাপার সিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদনসাপেক্ষ হইলেও, রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই এই সমস্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি যথেষ্ট ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে তিনি দূত, কন্সাল প্রভৃতি কূটনৈতিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন ও বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত দূত, তাঁহার নিকটেই প্রেরিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক-নির্ধারণও তাঁহার একটি কর্তব্য। তিনিই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক এবং আপৎকালে এই সশস্ত্রবাহিনী পরিচালনা করিবার ক্ষমতা তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কংগ্রেস সভার উভয় পরিষদের অনুমোদন

ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার নিজস্ব অধিকার না থাকিলেও রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্রনীতি এরূপভাবে পরিচালিত করিতে পারেন যাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু পররাষ্ট্রের সহিত কোন গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইলে, সে চুক্তি সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের বিনা অনুমোদনে কোন চুক্তি কার্যকরী হয় না।

(২) আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা (Legislative Powers)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাব স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে আইন-প্রণয়নক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নানাপ্রকাবে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার মত কংগ্রেস সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বা অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা কংগ্রেস সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন না। কিন্তু প্রয়োজনক্ষেত্রে কংগ্রেস সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার সদস্য হইতে পারেন না ও কংগ্রেস সভায় উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহাব নাই। তবে কংগ্রেস সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে তিনি তাঁহার লিখিত বাণী (Message) কংগ্রেস সভায় প্রেরণ করিতে পারেন। এই বাণীর মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব ও আইনের খসড়া গ্রথিত থাকিতে পারে। কংগ্রেস সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণী দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কোন বিল কংগ্রেস সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান না করিয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে আইন-প্রণয়ন কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করিলে দশ দিনের মধ্যে উক্ত বিলটিকে কংগ্রেস সভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত

বিল যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয় বার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীতও আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতির বিল অনুমোদন না করিবার এই ক্ষমতা চূড়ান্ত না হইলেও সাময়িকভাবে আইন পাস করার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে ও বিলটি পুনর্বিচারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভায় প্রেরিত হইতে পারে। অনেক সময় কংগ্রেস সভা কোন কোন আইনকে বিস্তারিতভাবে সন্নিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করিয়া থাকে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া অনেক নূতন নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাই হইল রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারীর ক্ষমতা।

দলীয় রাজনীতির প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা আর একটি উপায়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়াই তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি নিজে একটি আইন পরিকল্পনা ও সংকলন করিয়া তাঁহার স্বদলীয় কোন কংগ্রেস সদস্যকে সেই বিলটি কংগ্রেস সভায় পেশ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন বা দলের নেতা হিসাবে কোন সদস্যকে সেই বিল পেশ করিতে বাধ্য করিতেও পারেন। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক বৈঠকের (Press Conference) মধ্য দিয়াও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস সভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সপ্তাহে দুইবার সাংবাদিকগণের বৈঠক আহ্বান করেন ও এই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আইন-প্রণয়ন বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করিয়া দেশের জনমতকে আইন-প্রণয়ন বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলেন। জনমতের দাবীতে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি-নির্ধারিত বিষয়সমূহে আইন প্রণয়ন করিতে অনেক সময় বাধ্য হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মত আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও আইন-প্রণয়ন কার্যে তাঁহার পরোক্ষ প্রভাব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশে কম বলা চলে না। রাষ্ট্রপতিকে শুধু শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা আছে। এইজন্য মুনরো রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি শুধু

রাষ্ট্রপতি নহেন, প্রধানমন্ত্রীও বটে (President and Prime Minister combined)।

(৩) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মার্জনা করিতে পারেন, শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারেন বা শাস্তিপ্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার আদেশ দান করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে দণ্ডিত ব্যক্তিসম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির সহিত কেবিনেটের সম্পর্ক (President in relation to the Cabinet)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার শাসনতান্ত্রিক আইনসম্মত কোন অস্তিত্ব নাই। শাসনতন্ত্র বহির্ভূত এই মন্ত্রণাসভা দশজন বিভাগীয় কর্মসচিব লইয়া গঠিত। এই কর্মসচিবগণ একান্তভাবেই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সহকারী। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। সচিবগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয় না। আইনসভার সহিত তাঁহাদের একমাত্র সম্পর্ক হইল যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহাদের নিয়োগ সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। বর্তমানে সিনেটের এই অনুমোদনও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন কর্তৃক চার জন কর্মসচিব নিযুক্ত হন। তখনও পর্যন্ত এই মন্ত্রণা-সভা কেবিনেট নামে আখ্যাত হয় নাই। কর্মসচিবগণ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতেন এবং রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঁহাদের সহিত মত-বিনিময় করিতেন। এইরূপে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই মন্ত্রণা-সভা কেবিনেট নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণা-সভাকে কেবিনেট বলিয়া অযথা নামকরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কেবিনেট শাসনপদ্ধতি বলিলে সাধারণতঃ কেবিনেট সদস্যগণকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শাসকগোষ্ঠী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মার্কিন কেবিনেট ব্যবস্থায় কেবিনেট সদস্যগণ আদৌ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। মার্কিন কেবিনেট সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নহেন তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ-চালিত অধস্তন কর্মচারী মাত্র। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দান করেন, রাষ্ট্রপতি তাহা গ্রহণ না করিতেও পারেন। যদিও রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একবার বা দুইবার তাঁহার মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করেন, তথাপি এই মন্ত্রণা-সভার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। কারণ কোন বিষয়ে দশজন মন্ত্রী যদি সম্মতি দান করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি অসম্মতি প্রকাশ করেন তাহা হইলে দশজনের সম্মতি উপেক্ষিত হইয়া এক রাষ্ট্রপতির অসম্মতি বলবৎ হইবে। মন্ত্রিগণের কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, সুতরাং রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় কাযপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করেন। সমগ্র কেবিনেট সভার একযোগে ভোটদান করিবার কারণও সচরাচর ঘটে না। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বেতন ও কার্য-পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার মন্ত্রণা-সভার উপর আদৌ নির্ভর করিতে হয় না।

রাষ্ট্রপতির সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক (President in relation to the Congress)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অত্যধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতির (শাসনকর্তৃপক্ষ) কংগ্রেসের (আইনসভা) সহিত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। রাষ্ট্রপতি আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার মন্ত্রণা-সভার (Cabinet) সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইন-প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবেও তাঁহার বা তাঁহার

কর্মসচিবগণকে পদত্যাগ করিতে হয় না। এইরূপে রাষ্ট্রপতি আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

অনুরূপভাবে কংগ্রেস সভাও রাষ্ট্রপতির প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি আইন-সভা আহ্বান করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা নির্ধারিত কার্যকালের পূর্বে কংগ্রেস সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ বিশেষ করিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি গৃহীত হইলেও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Mutual checks and balances) নীতি দ্বারা শাসনব্যবস্থা সক্রিয় ও সাবলীল রাখা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত না রাখিতে পারিলেও কংগ্রেস সভার বা যে-কোন কক্ষের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং উভয়-কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহার স্বীয় বিবেচনা অনুসারে কংগ্রেস সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস সভার প্রত্যেক অধিবেশনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী বহু তথ্য-সম্বলিত তাঁহার বাণী (Message) কংগ্রেস সভায় প্রেরণ করেন। এই বাণীর মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব ও আইনের খসড়া গ্রথিত থাকে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণী দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন আইনের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না করিয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে আইন-প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করিলে দশ দিনের মধ্যে উক্ত বিলটিকে কংগ্রেস সভায় ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত বিল যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয়বার

দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া দুষ্কর হয়।

চতুর্থতঃ, দলীয় সংগঠনের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং কোন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া স্বদলীয় কোন সদস্যের সাহায্যে আইনসভায় পেশ করিয়া দলীয় সংখ্যাধিক্যের বলে তাঁহার বাঞ্ছিত প্রস্তাবকে আইনের মর্যাদা দিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতি তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকের মারফৎও আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তিব অধিকারী। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি তাঁহার অপরিসীম প্রভাব সহজেই কংগ্রেস সভাব নেতৃবর্গেব উপর বিস্তাব করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে পাবেন। সুতরাং আইনসভার সদস্য হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ না করিলেও রাষ্ট্রপতি যে নানাভাবে আইনসভার উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন—ইহা অনস্বীকার্য।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতাও কংগ্রেস সভা কর্তৃক বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমুদয় নিয়োগই সিনেট সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। বাষ্ট্রপতি কর্তৃক বৈদেশিক বাষ্ট্রেব সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে সিনেট সভার সম্মতি অপরিহার্য। যুদ্ধ ঘোষণা কবা বা শান্তিস্থাপন কবিতে হইলে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস সভাব উভয় পরিষদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি (Position and influence of the President)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই তাঁহাকে একজন অসীম প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক বলিয়া মনে হয়। এক গ্রেট বৃটেনের

প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অধিকতর স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। সত্য বটে গ্রেট বৃটেনেব প্রধানমন্ত্রী সমগ্র দেশের অবিসংবাদী নেতা ও জাতিব ভাগ্যনিয়ন্তা, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে কমন্স সভা তথা ভোটদাতৃগণের নিকট তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী। যতদিন পর্যন্ত তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনলাভে সমর্থ থাকেন ততদিন পর্যন্তই তিনি জাতীয় নেতা হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে না পারিলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাঁহার কার্যকাল শেষ হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট চারি বৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি-অনুসৃত শাসননীতি ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে ও শাসনকার্য-পরিচালনায় দক্ষতার অভাব হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে অপসারিত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেবিনেট সভা, আইনসভা ও ভোটদাতৃমণ্ডলী-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার শাসনক্ষমতা অধিকতর স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সভাপতি ও নেতা হইলেও অন্যান্য কেবিনেট সদস্যের সমপর্যায়ভুক্ত। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারী নহেন। তিনি তাঁহাদের পরামর্শ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অনেক বিষয়ে অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী, সহকর্মী নহেন। তিনিই তাঁহাদের নিয়োগ করেন, আবার তিনিই তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন। কেবিনেট সদস্যগণ শুধু বিভাগীয় কর্মসচিব মাত্র, রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কোন মতেই বাধ্য নহেন। আইনসভার সহিত সম্পর্কেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা বহু পরিমাণে আইনসভা-নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকার্য পরিচালিত করিতে পারেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অধিকন্তু রাষ্ট্রপতি বাণী

প্রেরণ করিয়া ও তাঁহার ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনসভার কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। ভোটদাতৃমণ্ডলীরও রাষ্ট্রপতির উপর কোন ক্ষমতা নাই। ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও তাঁহার কার্যের জন্য ভোটদাতৃগণের নিকট তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে তাঁহাকে দায়ী হইতে হয় না। ভোটদাতৃগণ তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে না। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বা উৎকোচ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে নিম্নপরিষদ্ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে এবং অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র তাঁহাকে একাধারে ইংলণ্ডের রাজার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা নাই, কিন্তু রাষ্ট্রপতিই রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন।

গ্রেট বৃটেনের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি—British King and the President of the U. S. A.

রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির স্থান কয়েকটি বিষয়ে তুলনীয় হইলেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান এবং দেশে-বিদেশে বহু সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় উৎসব ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইঁহারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রের যে অবাস্তব অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়, সেই অবাস্তব অস্তিত্বের বাস্তব প্রতীক হইলেন ইংলণ্ডে রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা নাই, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিজের দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে রাজার সম্মান পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা জনসাধারণের নিকট যেরূপ প্রিয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতিও তদ্রূপ মার্কিন জনসাধারণের নিকট প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। এইজন্য বলা হয় যে, "The President is the nearest and dearest substitute for a royal ideal the American possesses." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিই রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি—উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব করেন, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা রাষ্ট্র-প্রধান হইলেও শাসন বিভাগের প্রধান নহেন। কেবিনেট সদস্যগণই রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এজন্য রাজার কোন দায়িত্ব নাই, মন্ত্রিগণই দায়ী। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন প্রকৃত শাসনকর্তা। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু এই মন্ত্রিগণ সব বিষয়েই রাষ্ট্রপতিব নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন বিষয়ে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। তিনি অপরাধীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনও করিতে পারেন। তিনি যে চার বৎসর কাল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহার মধ্যে তিনি কাহারও নিকট দায়ী নহেন বা কাহারও পবামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি হইলেন প্রকৃত শাসক, আর রাজা হইলেন নামমাত্র শাসক। এইজন্য বলা হয়: "The English King reigns but does not govern, but the American President governs but does not reign."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী (The American President and the British Prime Minister)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়েই দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধার ও এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়:

১। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দুইটি নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার সদস্য হিসাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হইলে রাজা কর্তৃক তিনি প্রধানমন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হন।

সুতরাং কার্যতঃ উভয়েই পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও উভয়ের নিয়োগ দুইটি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, যদিও নির্বাচনপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে পরিচালিত হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজার মত কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান না থাকায় রাষ্ট্রপতি আইনতঃ ও কার্যতঃ শাসনক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। শুধু প্রকৃত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারসমূহেও তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রেট ব্রটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকারী হইলেও আইনতঃ রাজাই হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান কর্মসচিব। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান-সমূহে রাজাই প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

৩। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির পদ শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। শাসনতন্ত্রপ্রদত্ত ক্ষমতাব বলে রাষ্ট্রপতি অন্যনিরপেক্ষভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। অপবপক্ষে, বটিশ প্রধানমন্ত্রীব ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রধানতঃ প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর নির্ভব করিয়াই শাসনকার্য পবিচালনা করেন।

৪। চতুর্থতঃ, আইনসভার সহিত সম্পর্কের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও উভয় পদের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। রাষ্ট্রপতি অনেক পরিমাণে আইনসভাব প্রভাবমুক্ত এবং আইনসভাও অনুরূপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভাকে তাঁহার স্বমতে আনিতে বাধ্য করিতে পারেন না। অপরপক্ষে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ, চুক্তি-সম্পাদন প্রভৃতি কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেও রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে না। গ্রেট ব্রটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং দলের নেতা হিসাবে তিনি পার্লামেণ্ট সভাকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ্ সহ প্রধানমন্ত্রী যে-নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণতঃ কমন্স সভা তাহা অনুমোদন করে। কমন্স সভা মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক অনুসৃত নীতি সমর্থন না করিলে প্রধানমন্ত্রী

কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া কমন্স সভাকে স্বমতে আনিতে পারেন।

৫। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত ও এই কার্যকালের মধ্যে এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাকে কোন প্রকারেই পদচ্যুত করা যায় না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বৎসরের জন্য কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু পার্লামেণ্ট সভার সহিত মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহার পদত্যাগ করিবার কারণ ঘটিতে পারে। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদা একদিকে যেরূপ পার্লামেণ্ট সভার সহিত যথাসম্ভব মতৈক্য বজায় রাখিতে হয়, অন্যদিকে তদ্রূপ জনমতের পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাঁহাকে আইনসভা বা জনমতের উপর এতটা নির্ভর করিয়া চলিতে হয় না।

৬। ষষ্ঠতঃ, কেবিনেটের সহিত সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহার দশজন কর্মসচিবকে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে নিয়োগ করেন এবং প্রথাগত বিধানানুযায়ী ইঁহাদিগকে লইয়াই কেবিনেট গঠিত হয়। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী হিসাবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহাদের কার্যের জন্য তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেনের কেবিনেট সভা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। কেবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারীমাত্র নহেন। প্রধানমন্ত্রী ইঁহাদিগকে মনোনয়ন করেন ও রাজা নিয়োগ করেন। বৃটিশ কেবিনেট যৌথভাবে পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী।

উপ-রাষ্ট্রপতি (The Vice-President)

মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে হইলে যে যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, উপ-

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্যও অনুরূপ যোগ্যতা অপরিহার্য। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে যে-প্রার্থী রাষ্ট্রপতিব নিম্নে দ্বিতীয় অধিক সংখ্যক ভোট পাইতেন তিনিই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শাসনতন্ত্রের দ্বাদশ সংশোধনের দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতির স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উপ-বাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুইটি বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথমটি হইল যে, বাষ্ট্রপতি ও উপ-বাষ্ট্রপতি একই ভৌগোলিক অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইতে পাবিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, বাষ্ট্রপতি ও উপ-বাষ্ট্রপতি একই বাজনৈতিক দলেব সম-মতাবলম্বী না হইয়া নবম ও চবমপন্থী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শেষোক্ত এই নীতিটি কাযক্ষেত্রে সর্বদা প্রযুক্ত হয় না।

বাষ্ট্রপতিব সাময়িক অনুপস্থিতিকালে অথবা তাঁহাব মৃত্যু ঘটিলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উপ-বাষ্ট্রপতি তাঁহাব স্থলাভিষিক্ত হইয়া শাসনকার্য পবিচালনা কবেন। সুতবাং বাষ্ট্রপতিব অনুপস্থিতি, অপসাবণ অথবা মৃত্যুব জন্য অপেক্ষা করাই হইল উপ-বাষ্ট্রপতির প্রধান কার্য। সম্ভবতঃ ইহা বিবেচনা কবিযা শাসনতন্ত্রেব বচযিতাগণ সিনেট সভার সভাপতিত্ব করিবাব ভাব উপ-বাষ্ট্রপতিব উপব ন্যস্ত কবেন। সিনেট সভাব পবিচালনা-কার্যে উপ-বাষ্ট্রপতিব স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগেব ক্ষেত্র নাই বলিলেও চলে। বর্তমান যুগে উপ-বাষ্ট্রপতি-পদেব গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, কোন কোন বাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতিকে আভ্যন্তবীণ শাসনকার্যে ও বৈদেশিক ব্যাপাবেব সহিত সম্পর্কিত কবিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি ফ্রাংক্লিন রুজভেল্ট উপ-বাষ্ট্রপতি ওয়ালেশেব উপব অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্যেব ভার অর্পণ কবিয়াছিলেন। বাষ্ট্রপতি আইজেনহাওযাব উপ-বাষ্ট্রপতি নিক্‌সনকে মধ্য-প্রাচ্য, ভাবত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করিবার নীতি নির্ধাবণেব উদ্দেশ্যে প্রেবণ করিয়াছিলেন। উপ-বাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবাব প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইলে যাহাতে তিনি রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

মার্কিন কেবিনেট (The U. S. A. Cabinet)

শাসনপরিচালনা-কার্যে সাহায্য করিবার জন্য দশজন কর্মসচিব নিযুক্ত

করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। এই দশজন বিভাগীয় কর্মসচিবকে লইয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভা বা কেবিনেট গঠিত। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই কেবিনেট সভা স্বীকৃত হয় নাই। বৃটিশ কেবিনেটের মতই যুক্তরাষ্ট্রীয় কেবিনেটও শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত একটা প্রথাগত সংস্থা। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি চারি বৎসর কার্যের জন্য ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তিনি ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ কেবিনেট সাধারণতঃ একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সম-মতাবলম্বী সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন ও এজন্য কিছু পরিমাণে তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইলেও প্রধানমন্ত্রীর অধস্তন কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন না। তাঁহারা সকলেই আইনসভার সদস্য ও আইন-সভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনেক কম বলিয়া মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ বিভাগীয় কার্যনির্বাহক দপ্তরগুলির কর্মসচিবমাত্র, বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণের মত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নহেন। রাষ্ট্রপতির নিদেশ অনুসারেই তাঁহাদিগকে বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করিতে হয়। বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণের মত বিভাগীয় কার্য-পরিচালনায় তাঁহাদের নিজস্ব কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী মাত্র ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং আইনসভার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা যৌথ কোন দায়িত্ব নাই। তাঁহারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী এবং এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। সুতরাং কেবিনেট শাসনব্যবস্থা বলিতে সাধারণতঃ যে জাতীয় শাসনব্যবস্থা বুঝায়, যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভা তাহার পরিচায়ক নহে। কার্যতঃ এই সভা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অধস্তন কার্যনির্বাহক সংস্থামাত্র।

বৃটিশ কেবিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট (British and the U. S. A. Cabinet Systems)

বৃটিশ কেবিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেটের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে অধিকতর মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

সাদৃশ্য

১। উভয় দেশের কেবিনেট সভাই প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা ইহারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

২। বৃটেনের কেবিনেট সাধারণতঃ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের—সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের—সদস্য লইয়া গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেটও রাষ্ট্রপতির সমর্থক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়।

৩। বৃটেনে সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির মন্ত্রিগণকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবগণকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বৃটেনের রাজা প্রধানমন্ত্রিসহ অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে কেবিনেট সদস্য নিযুক্ত করেন: মার্কিন দেশেও রাষ্ট্রপতি তাঁহার কর্মসচিবগণকে নিয়োগ করেন।

৫। বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থায় কেবিনেট সদস্যগণ সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিব শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপরি-উক্ত সাদৃশ্যগুলি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভাকে প্রকৃত কেবিনেট শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। তাহার কারণ হইল যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় কেবিনেট শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব।

বৈসাদৃশ্য

১। বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণকে পার্লামেন্ট সভার সদস্য হইতেই হইবে। তাঁহারা পার্লামেন্টের একটি কক্ষের সদস্যহিসাবে আইন-প্রণয়ন-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির পূর্ণপ্রয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ কংগ্রেস সভার সদস্য নহেন এবং আইন-প্রণয়ন-কার্যে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

২। বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার, বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং কমন্স সভাব অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। আইনসভার সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই এবং আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদের অপসারিত করিতে পারেন না।

৩। বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ঐক্যবদ্ধভাব এবং এই ঐক্য ও সংহতির উপর কেবিনেট ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যবৃন্দ যে শুধু এক রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইবেন তাহা নহে, পার্লামেণ্ট সভা সম্পর্কে সর্ববিষয়ে তাঁহাদের একমত হইতে হইবে। আইনসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ করিতে হয়। বৃটেনে মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্ব বর্তমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণের এরূপ কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি যে-কোন সদস্যকে একক-ভাবে পদচ্যুত করিতে পারেন।

৪। বৃটিশ কেবিনেটের সিদ্ধান্তগুলি সাধারণতঃ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেও তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন সমপদস্থ সহকর্মিবর্গের নেতা এবং তাঁহার এই নেতৃত্বের জন্য সহকর্মিগণ তাঁহার আনুগত্য ও অগ্রাধিকার স্বীকার করেন।

অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন কেবিনেট সভার সর্বাধিনায়ক। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারীমাত্র, সহকর্মী নহেন।

৬। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ কেবিনেট সভা দেশের প্রকৃত-শাসনক্ষমতার অধিকারী একটি সংস্থা, অপর

পক্ষে মার্কিন কেবিনেট হইল রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভা মাত্র। রাষ্ট্রপতিই হইলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন কেবিনেটের বিভিন্ন বিভাগ (Cabinet Departments in the U. S. A.)

মার্কিন কেবিনেট বিগত ১৭৪ বৎসর ধরিয়া গঠিত হইয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৭৮৯ সালে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর ও অর্থমন্ত্রীর দপ্তর লইয়া রাষ্ট্রপতির কেবিনেটের সূত্রপাত হয়। তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে আরও আটটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়া বর্তমানে কেবিনেটের দপ্তর সংখ্যা দশ হইয়াছে। বিভাগগুলি হইল :

১। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (The Secretary of State)

রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী হইলেন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখ্যসচিব ও রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। অনেক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীকে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। এই কারণে মার্কিন কেবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে রাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত সন্ধি বা চুক্তিপত্র এই দপ্তরেই রক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সীল-মোহরও তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকে। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা তিনিই অগ্রাধিকার পাইয়া থাকেন এবং কেবিনেট সভায় রাষ্ট্রপতির দক্ষিণে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট থাকে। এই সকল কারণে অন্যান্য কেবিনেট সদস্যগণের সম-পর্যায়ভুক্ত হইলেও রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর মর্যাদা ও প্রাধান্য বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেক সদস্যই বাৎসরিক ১৫,০০০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন।

২। অর্থমন্ত্রী (The Secretary of the Treasury)

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবিভাগের কর্তা হইলেন অর্থমন্ত্রী এবং ইঁহার কাজ অনেকটা বৃটিশ চ্যান্সেলর অব দি এক্স-চেকারের অনুরূপ। অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের কাজ হইল—যুক্তরাষ্ট্রীয় কর আদায়, জাতীয় কোষাগার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থদান মুদ্রা প্রস্তুত-করণ, কর ফাঁকি ও জালমুদ্রা সম্বন্ধে তদন্ত করা ইত্যাদি।

৩। আইনমন্ত্রী (The Attorney-General)

ইনি বিচার বিভাগের কর্তা এবং রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস ও অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলির আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শদাতা। অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অপরাধীর বিচারকার্য ও শাস্তির ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪। ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী (Minister of the Post Office Department)

এই বিভাগ কর্তৃক ডাক, তার ও বেতার পরিচালিত হয়। কাযতঃ এই বিভাগটি হইল সরকারী একটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—ইহার বাৎসরিক আর্থিক আদান-প্রদানের পরিমাণ হইল ৭৫০ মিলিয়ন ডলার এবং প্রায় ৩ লক্ষ কর্মী এই বিভাগের কার্যে নিযুক্ত আছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (Minister of the Department of the Interior)

এই বিভাগ আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত। সরকারী জমি ক্রয়-বিক্রয়, জরীপ, রেড ইণ্ডিয়ানদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, খনিজীবীদের নিরাপত্তা, এলাস্কার অধিবাসীদের শিক্ষা এবং ভার্জিন দ্বীপ প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকৃত স্থানগুলির শাসনব্যবস্থা এই বিভাগ পরিচালনা করে।

৬। কৃষি মন্ত্রী (Minister of Agriculture)

কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিসহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন, বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং খাদ্য ও ঔষধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ করা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কার্য।

৭। বাণিজ্য মন্ত্রী (Minister of Commerce)

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ব্যতীতও এই বিভাগ লোকগণনা, আলোক-স্তম্ভ, রাসায়নিক গবেষণাগার, ওজন, পেটেণ্ট প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

৮। শ্রমমন্ত্রী (Minister of Labour)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রমজীবীদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করাই হইল এই বিভাগের কার্য। এই উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী সম্পর্কে বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও

বিশেষ করিয়া নারী শ্রমজীবিগণের বিশেষ উন্নতিসাধন করা এই বিভাগের কর্তব্য।

৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (The Minister of Defence)

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এই বিভাগের কার্য।

১০। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ মন্ত্রী (Minister of Health, Education and Welfare)

জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণসাধন এই বিভাগের কর্তব্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Federal Legislature—the Congress)

দুইটি পরিষদ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা বা কংগ্রেস গঠিত। উচ্চ পরিষদ সিনেট (Senate) নামে অভিহিত হয় ও নিম্ন পরিষদকে প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) বলা হয়। মূল রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি লইয়া সিনেট সভা গঠিত হয়, আর সমগ্র জাতির প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হইল, জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন-পরিষদের দুইটি কক্ষের সংগঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়া এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী নীতির সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেন্টের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। বস্তুতঃ, কংগ্রেস সভা এক **অ-সার্বভৌম আইনসভা (Non-sovereign Law making body)** বলিয়া পরিচিত। বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা স্বৈর, কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে উহা উদ্ভূত নহে। বৃটিশ পার্লামেন্ট সভা সর্ববিধ আইন প্রণয়ন করিতে পারে, এবং সর্ববিধ আইনের সংশোধন ও পরিবর্জন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেন্ট সভা। পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক রচিত কোন আইনই কোন বিচারালয় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না। এক কথায় পার্লামেন্ট সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত। কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কোন স্বৈর ক্ষমতা নাই। ইহার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ও এই শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ইহার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রযোগ করা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস সভা-প্রণীত প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন-সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত আইন পুনরায় কংগ্রেস সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে রাষ্ট্রপতিব বিনা অনুমোদনে আইনেব মর্যাদা লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করা সহজসাধ্য নয়। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ পার্লামেণ্টের মত কংগ্রেস সভা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার অধিকারী নহে। শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। চতুর্থতঃ, কংগ্রেস সভা যদি শাসনতন্ত্রবহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রিম কোর্ট উক্ত আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র হইল সবক্ষমতার আধার, আর সুপ্রিম কোর্ট হইল এই ক্ষমতার রক্ষক। সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিতে সহায়তা করে। ফলে আইনসভার ক্ষমতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সিনেট সভার সংগঠন ও কার্যকলাপ (Composition and Functions of the Senate)

প্রত্যেকটি মূল রাষ্ট্র হইতে সমান প্রতিনিধিত্ব-নীতিব ভিত্তিতে দুইজন প্রতিনিধি নিবাচিত হইয়া বর্তমানে মোট একশত সদস্য দ্বারা সিনেট সভা গঠিত। বর্তমানে সিনেট সভার সদস্যগণ মূল রাষ্ট্রগুলির জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সিনেটেব সদস্যগণের অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততপক্ষে নয় বৎসর কাল স্থায়িভাবে বসবাসকারী হওয়া চাই। সদস্যগণ ছয় বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও এই সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে যিনি উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

হইয়া থাকেন, তিনিই সিনেট সভার সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক নূতন অধিবেশন বসিবার পূর্বে সিনেট সভা ইহার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া কতকগুলি বিশেষ কার্যকরী সংস্থা (Committee) নিয়োগ করে ; যথা, অর্থবিষয়ক সংস্থা, পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সংস্থা ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমেই প্রধানতঃ সিনেট সভা ইহার কার্য পরিচালনা করে।

(ক) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Powers)

অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সিনেট সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অনেক সময় সিনেট সভা কর্তৃক আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত বিল সিনেটের অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে না। সিনেট সভার কার্যকাল দীর্ঘতর বলিয়া অনেকক্ষেত্রে প্রতিনিধি-পরিষদ্ আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব সিনেট সভার হস্তে ন্যস্ত করে। সিনেট অর্থ-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রতিনিধি-পরিষদেই প্রথম উত্থাপিত হয়। কিন্তু যখন এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সিনেট সভায় প্রেরিত হয়, তখন সিনেট সভা ব্যাপকভাবে এই প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। বস্তুতঃ, সিনেট সভা এই আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সংশোধন করিবার এইরূপ সুদূরপ্রসারী ক্ষমতার অধিকারী যে, এই প্রস্তাবগুলির নাম ব্যতীত ধারা ও উপধারাগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিতে পারে। সিনেট কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাবগুলি যখন ইহাদের প্রস্তাবকগণের নিকট প্রেরিত হয় তখন এই বিলের প্রস্তাবকগণের পক্ষে বিলটিকে তাঁহাদের উত্থাপিত বিল বলিয়া স্থির করা দুষ্কর হয়।

(খ) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে না পারেন, সেজন্য সিনেট সভাকে রাষ্ট্রপতির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার কয়েকটি ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ,

কেবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে প্রত্যেকটি নিয়োগের জন্য সিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ইহাব অনুমোদন লাভ করিতে হয়। সিনেটের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি বাষ্ট্রীয় কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ কবিয়া সাময়িকভাবে কর্মচাবী নিযোগ করিতে পারেন। কিন্তু এই নিয়োগগুলি সিনেটের পববর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া চাই। নতুবা পরবর্তী অধিবেশন সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়।

বর্তমানে বাষ্ট্রপতি যে সমস্ত নিয়োগ কবেন, সেই নিয়োগগুলির জন্য কার্যতঃ সিনেট সভাব অনুমোদন প্রযোজন হয না। এই নিয়োগ সম্পর্কে একটি নূতন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা অনুসাবে বাষ্ট্রপতি যে মূলরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত কর্মচাবীকে বহাল কবেন, সেই মূলবাষ্ট্রের নির্বাচিত সিনেট সদস্যগণ যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নূতন নিয়োগ অনুমোদন ববেন তাহা হইলে সাধারণতঃ সিনেট সভা ঐ নিয়োগ অনুমোদন করিয়া থাকে। এই প্রথাকেই সিনেট সভাব শিষ্টাচাব (Senatorial courtesy) বলা হয়।

আব একটি ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংযত বাখিবাব উদ্দেশ্যে সিনেট সভাব উপব শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রেব সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবাব ক্ষমতা বাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি অপব রাষ্ট্রেব সহিত চুক্তিব শর্তাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইতে পাবেন, কিন্তু সিনেট সভার পবামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত বাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি যুক্তবাষ্ট্রে কার্যকবী হয না। রাষ্ট্রপতি দ্বাবা সম্পাদিত চুক্তি শুধুমাত্র সিনেট সভার সাধারণ সংখ্যাধিক্যেব অনুমোদনে গৃহীত হইতে পারে না; এজন্য সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন্ সিনেট সভাব সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সিনেট সভা এই চুক্তি অনুমোদন না করার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এ চুক্তি কার্যকরী হয় নাই ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল না। রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিয়া সিনেট সভা যে রাষ্ট্রপতি দ্বারা সর্বক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না তাহা প্রমাণ করিল। ইহাতে

পরবর্তী কালের রাষ্ট্রপতিগণ সিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন।

(গ) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

সিনেটের উপর কিছু বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাও অর্পিত হইয়াছে। রাষ্ট্রদ্রোহ, উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দের বিচারকার্য (Impeachment) সিনেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রতিনিধি-পরিষদ্ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবে এবং অভিযোগের বিচার করিতে পারে একমাত্র সিনেট সভা। সিনেট সভা যখন এইরূপ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বিচারকার্য পরিচালনা করে, তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে হইলে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন অপরিহার্য।

(ঘ) অন্যান্য ক্ষমতা (Miscellaneous Functions)

এতদ্ব্যতীত সিনেট সভা আরও কতিপয় প্রথাভিত্তিক কার্য সম্পাদন করে। সরকারী কার্য পরিচালনায় কোন দুর্নীতি বা অপবাদের ক্ষেত্রে সিনেট সভা বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়া উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারে। এইজন্য অনুসন্ধান কমিটির সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ ও দলিলপত্রাদি তলব করিবার ক্ষমতা আছে। সিনেট সভা প্রতিনিধি-পরিষদের সহিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং নবগঠিত কোন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাজ্যভুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে; উপ-রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থীই নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য ভোটপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সিনেট সভা সর্বাধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর মধ্য হইতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া থাকে।

সিনেট সভার গুরুত্বের কারণ (Causes of the Importance of the Senate)

লর্ড ব্রাইসের মতে অন্যান্য দেশের উচ্চ পরিষদের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। ফরাসী দেশের নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ইহার উচ্চ পরিষদের (Senate)

আইন প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে হইলে উচ্চ পরিষদের সম্মতির প্রয়োজন হয় কিন্তু কি সাধারণ আইন, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন ইহার সম্মতি ব্যতিরেকেই পাস করা যায়। ফরাসী দেশের বর্তমান উচ্চ পরিষদ পূর্বতন উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ সিনেট সভার ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই। নিম্ন পরিষদই কার্যতঃ সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। বৃটেনে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ঐ আইন সংশোধিত হইয়া লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। এই পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই আইন পাস করা সম্ভব হইয়াছে। অর্থ-সংক্রান্ত আইনসম্পর্কে লর্ড সভার প্রস্তাব উত্থাপন করিবার বা সংশোধন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। এক বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ছাড়া লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত বা শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অবসান ঘটিয়াছে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী। সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ নিম্নপরিষদই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সভা নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ দেখা যায় যে, সিনেট সভা অধিকতর সক্রিয়ভাবে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। নিম্ন পরিষদের কার্যকাল মাত্র দুই বৎসরে সীমাবদ্ধ ; অপরপক্ষে, সিনেটের কার্যকাল ছয় বৎসর। স্বল্পকালস্থায়ী প্রতিনিধি-পরিষদ এইজন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব সাধারণতঃ গ্রহণ করে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সিনেটের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিল সিনেট সভায় উত্থাপিত না হইতে পারিলেও সিনেট সভা ব্যাপকভাবে এই বিলগুলির সংশোধন করিতে পারে। সিনেট সভা তাহার এই সংশোধন-ক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করে যে, অর্থ-সংক্রান্ত বিলের এক নাম ছাড়া ইহার বিস্তারিত ধারা-উপধারাগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর অন্য কোন

দেশের উচ্চ পরিষদের এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, সিনেট সভা রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যেকটি নিয়োগ সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত প্রত্যেকটি চুক্তির বৈধতা সিনেট সভার পরামর্শ ও অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে একমাত্র সিনেট সভাই এই অভিযোগের বিচার করিবার অধিকারী।

সিনেট সভার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার অনুমোদন ব্যতীত নিম্ন পরিষদ কোন বিল আইনে পরিণত করিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন না করিতে পারিলেও ইহাব অপরিসীম সংশোধন-ক্ষমতা আছে। একদিকে বাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সিনেট সভা স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে বাধা দেয়, অপরদিকে নিম্ন পরিষদের অত্যধিক গণতান্ত্রিক হঠকারিতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

সিনেট সভার এই অধিকতর ক্ষমতার প্রথম কারণ হইল যে, সিনেট সভা অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক—মাত্র একশত জন—সদস্য লইয়া গঠিত, সুতরাং স্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার পক্ষে আদর্শ আইন-পরিষদ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার কার্যকালও দীর্ঘতর। ছয় বৎসরকাল স্থায়ী বলিয়া সিনেট সভা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিতে পারে ও নিম্ন পরিষদ স্বল্পস্থায়ী বলিয়া সিনেটের হস্তেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন কার্যের ভার অর্পণ করে। তৃতীয়তঃ, সিনেট সভার সদস্যগণ অধিক বয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত অধিকতর অভিজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের সদস্যগণ সাধারণতঃ নিম্ন পরিষদে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এই সমস্ত কারণে দেশে ও বিদেশে সিনেটের সদস্যগণকে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করা হয়। চতুর্থতঃ, সিনেট সভার সদস্যগণ বর্তমানে আর মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র নহেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে মূলরাষ্ট্রের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা অধিকতর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন-ভাবে জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন।

সিনেট সভার অধিকতর গুরুত্বের আর একটি কারণ হইল যে, সিনেট সভার সদস্যগণ দল-নিরপেক্ষভাবে পরিষদের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা অবহিত থাকেন। পরিষদের ঐতিহ্য ও মযাদা রক্ষা করিবার একান্ত প্রচেষ্টা তাঁহাদিগকে দলীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একতাবদ্ধ করিয়াছে। যখনই কোন রাষ্ট্রপতি সিনেট সভাব গোববময় ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষীণতম প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তখনই সিনেট সভা একযোগে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। সিনেটের এই ঐক্য ও সংহতি ইহার শক্তির একটি প্রধান উৎস। সিনেট সভার উপর শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বলা যায় যে, সিনেট সভা সে গুরুদায়িত্ব এ যাবৎকাল দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সিনেট ও লর্ড সভা—The Senate and the House of Lords

গ্রেট ব্রটেনের লড সভা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আইনসভা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীনত্বেব দাবী করিতে পাবে এবং এই প্রাচীনত্বের জন্য এই সভার যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে তাহা অন্য কোন আইনসভার নাই। বৃটিশ পার্লামেণ্ট লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত এবং লর্ড সভা হইল উচ্চ কক্ষ। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসও সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। লড সভার মতই সিনেট হইল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষ।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও ব্রটেনের লর্ড সভা—উচ্চ কক্ষ হিসাবে এই উভয়ের তুলনামূলক বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। গঠনপ্রকৃতি, কর্মপদ্ধতি এবং ক্ষমতার পরিধি—যে-কোন দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, এই উভয় কক্ষের পার্থক্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া দেখা যায় যে, লর্ড সভা কাহারও প্রতিনিধি নহে। এই সভার ৯২৬ জন সদস্যের মধ্যে কতিপয় ধর্মযাজক লর্ড ও আইনজ্ঞ লর্ড ব্যতীত অধিকাংশ সদস্যই উত্তরাধিকারসূত্রে এই সভায় স্থান গ্রহণ করেন। ইঁহারা কাহারও নিকট দায়ী নহেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত সদস্য-সমন্বিত আইনসভা অচিন্তনীয়

ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সভার কর্ম-পরিচালনার একটি নিয়ম হইল যে, ৯২৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য চলিতে পারে এবং কোন বিল অনুমোদন করিতে হইলে ৩০ জন সদস্যের উপস্থিতি যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। এই নিয়মটি হইতে উচ্চ কক্ষ হিসাবে লর্ড সভার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সহজে অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত সদস্যগণ আজীবন সদস্য হিসাবে এই সভায় স্থান গ্রহণ করেন। সুতরাং জনমতের প্রভাব ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাকে লর্ড সভার ঠিক বিপরীত বলা যাইতে পারে। আয়তন ও লোকসংখ্যা-নির্বিচারে প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য লইয়া সিনেট সভা গঠিত। বতমানে সদস্যসংখ্যা হইল ১০০। সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, লর্ড সভার গঠন-প্রকৃতি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী, আর সিনেট সভার গঠনপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র-সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কর্মপদ্ধতির দিক দিয়া বিচার করিলেও সিনেটের যে সজীবতা ও কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়, লড সভায় তাহা কখনও দৃষ্ট হয় না। কি সাধারণ আইন কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন—উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সিনেট সভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে যাহা লর্ড সভায় আদৌ দেখা যায় না।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় কক্ষেব পার্থক্য আরও স্পষ্টতর হয়। লর্ড সভাকে সাধারণতঃ সংশোধনী সভা (Revising body) বলা হয়। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা থাকিলেও আইন-প্রণয়নে বর্তমানে ইহার আর কোন অনুপ্রেরণা নাই। এক বৎসরের অধিক কাল এই সভা নিম্ন কক্ষের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতায় বাধা দিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহার কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র তিনমাস কাল অর্থ-সংক্রান্ত আইন পাস করিতে বাধা দিতে পারে। সুতরাং হয় নিম্ন কক্ষের প্রস্তাবে সম্মতিদান করা নতুবা সাময়িক কালের জন্য বাধা দেওয়াই হইল বর্তমানে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক প্রধান কার্য। সুতরাং আইন-

সভার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ১৯১১ সালে লর্ড সভার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শাসনকর্তৃপক্ষ (কেবিনেট) ইহার নিকট দায়ী নহে। বর্তমানে লর্ড সভার কোন সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন না। তবে ২।৪ জন মন্ত্রী লর্ড সভা হইতে নিযুক্ত হন। ইহার মধ্যে লর্ড সভার সভাপতি লর্ড চ্যান্সেলর বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষমতা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, উচ্চ কক্ষ হিসাবে এই সভা সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক পবিবর্তন সাধনে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সিনেট সভা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উচ্চ কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন্ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে সম্মতিদান না করিয়া সিনেট ইহার স্বাধীন সত্তার পরিচয় দিয়াছে। সিনেট সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সভা একদিকে রাষ্ট্রপতিব শাসন-সংক্রান্ত কায নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে বাধা দেয়, অপর-দিকে নিম্ন পরিষদের অত্যধিক গণতান্ত্রিক হঠকারিতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার দিক দিয়াও উভয় উচ্চ কক্ষের তুলনা করা যাইতে পারে। গোষ্ঠিভুক্ত লর্ডগণের বিচার (যদিও বর্তমানে পরিত্যক্ত), পদস্থ রাজপুরুষগণের বিচার করা ব্যতীতও লড সভা বৃটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালতের কার্য সম্পাদন করে। তবে আইনের বাধা না থাকিলেও মাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই সর্বোচ্চ আপীল আদালত গঠন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাব এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনেটের অনুমোদন অপরিহার্য। ইহা ব্যতীত নিম্নকক্ষের অভিযোগে সিনেট সভা বৃটেনের লর্ড সভার অনুরূপ-ভাবে পদস্থ কর্মচারিগণের বিচার করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন।

লর্ড সভা ও সিনেট সভার মধ্যে বর্তমানে এই ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ লর্ড সভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সিনেট সভাকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে পার্লামেণ্ট আইন পাস হওয়ার পূর্ববর্তী কালে উচ্চ কক্ষ হিসাবে লর্ড

সভা শুধু প্রাচীনতম ছিল না, ক্ষমতায় ও ঐতিহ্যে লড সভা ছিল পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় উচ্চ কক্ষ। লর্ড সভা সাধারণ আইন-প্রণয়নে অগ্রণী ছিল, অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পরিবর্তন করিতে পারিত এবং লর্ড সভা হইতেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইতেন। সুতরাং সেই সময় লর্ড সভাই ছিল বৃটিশ শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। তাই লর্ড সভার আদর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাকে শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্তনে লর্ড সভা আজ ক্ষমতাচ্যুত, আর সিনেট সভা স্বমহিমায় ক্ষমতাসীন।

প্রতিনিধি-পরিষদ
(The House of Representatives)

প্রতিনিধি-পরিষদের সংগঠন (Composition of the House of Representatives)

চারশত সাঁইত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রতিনিধি-পরিষদ হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ। প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইবেন ও তাঁহাদের অন্ততঃপক্ষে সাত বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী হইতে হইবে এবং যে জিলা হইতে তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, সেই জিলার অধিবাসী হইতে হইবে। মূলরাষ্ট্রগুলির এলাকা নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দুই বৎসরের জন্য প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে প্রত্যেক ৩০২,৬৮৯ জনসংখ্যা প্রতি একজন প্রতিনিধি নিবাচিত হইয়া থাকেন। শাসনতান্ত্রিক বিধানানুসারে প্রত্যেক রাজ্য হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেই হইবে। প্রতিনিধি-পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তিনি সভার কায পরিচালনা করেন। বৃটেনের কমন্স সভার স্পীকারের মত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার দল-নিরপেক্ষ নহেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থিরূপে স্পীকার নিযুক্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং কমন্স সভার স্পীকার তাঁহার পক্ষপাতশূন্য দল-নিরপেক্ষতার জন্য যে মর্যাদার অধিকারী, তিনি সে মর্যাদার অধিকারী হইতে পারেন না।

প্রতিনিধি-পরিষদে বর্তমানে কুড়িটি বিশেষ কার্যকরী সংস্থা আছে।

কোন বিল আইনসভায় পেশ হইলে প্রথম পাঠের পরই উহা এইরূপ একটি বিশেষ সংস্থার নিকট প্রেরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা (Powers of the House of Representatives)

প্রত্যেকটি আইনের খসড়া প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে আইনে পরিণত হইতে পারে না। প্রতিনিধি-পরিষদ সকল প্রকার আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার একমাত্র অধিকারী হইল প্রতিনিধি-পবিষদ। প্রতিনিধি-পরিষদেব যে-কোন সদস্যই আইনের প্রস্তাব পেশ কবিতে পারেন। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রেব প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণ কমন্স সভাব সদস্যগণ অপেক্ষা অধিকতব ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট ব্রটেনে বে-সরকারী সদস্যগণেব আইনের প্রস্তাব উত্থাপন কবিবার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। সেখানে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ কেবিনেট সদস্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে, সুতরাং বে-সরকারী সদস্যগণের পক্ষে কেবিনেটের সমর্থন ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত করা কার্যতঃ একরূপ অসম্ভব। আইন-প্রণয়ন বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের সভ্যগণের অব্যাহত ক্ষমতা থাকিলেও অন্য একটি বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা কমন্স সভার সদস্যগণের ক্ষমতা অপেক্ষা কম। কমন্স সভা কেবিনেট সভার নীতি ও কাযক্রম নিয়ন্ত্রিত কবিতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রেব প্রতিনিধি-পরিষদের হস্তে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের উপর আদৌ কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল সিনেট সভা। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি-পরিষদ শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি-পরিষদকে আহ্বান করিতে পারেন না, ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা প্রতিনিধি-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু গ্রেট ব্রটেনে রাজা কমন্স সভার অধিবশন স্থগিত রাখিতে পারেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সিনেট সভার সহিত একযোগে প্রতিনিধি-পরিষদ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং শাসনতান্ত্রিক

আইনের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। ইহা যে-কোন বিষয়ে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থী সংখ্যাধিক্য ভোট না পায় তাহা হইলে প্রতিনিধি-পরিষদ একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে।

ইংলণ্ডের কমন্স সভা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা (British House of Commons and American House of Representatives)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শাসন-ব্যবস্থার উপর জনগণের প্রভাব সাধারণতঃ আইনসভার নিম্নকক্ষের গঠন-পদ্ধতি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আইনসভার নিম্নকক্ষের গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ বৃটিশ কমন্স সভার আদর্শে গঠিত হইলেও পরিবেশের পার্থক্যের জন্য এই উভয় কক্ষের গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সদস্য সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ৪৩৭ জন সদস্য-সমন্বিত মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা বৃটিশ কমন্স সভা বৃহত্তর, কারণ ইহার সদস্যসংখ্যা হইল ৬৩৫। মার্কিন প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ সাত বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ২৫ বৎসর বয়স্ক নাগরিক হইবেন এবং যে রাজ্য এলাকা হইতে নির্বাচিত হইবেন, সেই এলাকার অধিবাসীও হইতে হইবে। বর্তমানে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার নির্বাচন এলাকারও অধিবাসী হইতে হইবে। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে কমন্স সভার সদস্যগণের অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই এবং নির্বাচন এলাকায় অন্ততঃ তিনমাস বসবাস করা চাই। উভয় দেশেই নির্বাচন ব্যাপারে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উভয় দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইলেও ইংলণ্ডের কমন্স সভা মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক

আইনসভা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে প্রতি ৭০,০০০ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ৩১৮,০০০ জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সুতরাং মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা কমন্স সভা চারগুণ অধিক প্রতিনিধিমূলক।

উভয় দেশের নিম্ন কক্ষের কার্যকালের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কমন্স সভার কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর, যদিও তৎপূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের কার্যকাল মাত্র দুই বৎসর এবং স্বল্প স্থায়িত্বের জন্য ইহার ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডে রাজা কমন্স সভা আহ্বান করেন, প্রতিনিধি-পরিষদ শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত সময়ে সমবেত হয়।

গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতাব দিক দিয়া উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও স্পষ্টতব। উভয় কক্ষই সভার কার্যপরিচালনা করিবার জন্য সভাপতি (স্পীকার) নির্বাচিত করে। নির্বাচনের পর কমন্স সভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। অপরপক্ষে প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার দলবিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে সক্রিয়ভাবে বিতর্কে যোগদান করেন।

উভয় কক্ষের স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায়ও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা কমন্স সভার কমিটিগুলির সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলেও এক অর্থ কমিটি ব্যতীত অন্যান্য কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের কমিটিগুলির চেয়ারম্যান সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। কমন্স সভায় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন ব্যাপারে বয়স অপেক্ষা যোগ্যতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভায় সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের (Private Bill) মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা হয়, প্রতিনিধি পরিষদে আনীত বিলগুলির মধ্যে সেরূপ কোন পার্থক্য আদৌ করা হয় না। ইংলণ্ডে কমন্স সভা কর্তৃক আনীত বিলগুলির নীতি দ্বিতীয় পাঠ দ্বারা সুনির্ধারিত হইলে তারপর কমিটিতে পাঠান হয়, কিন্তু প্রতিনিধি-পরিষদে উত্থাপিত বিলগুলি প্রথম পাঠের পরই কমিটিতে প্রেরিত হয়।

সুতরাং ইংলণ্ডে বিলগুলির নীতি-নির্ধারণে কমন্স সভা যে সুযোগ পায়, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ সে সুযোগ পায় না। এই ব্যবস্থার দ্বারা কমিটিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর একটি বিষয়েও উভয় পরিষদের সংগঠনের পার্থক্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ সর্বদাই কর্মব্যস্ত। সদস্যগণ প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে কমন্স সভায় এরূপ কোন কর্মব্যস্ততা বা সজীব বিতর্ক প্রায়শঃই বিরল। সদস্যগণের উপস্থিতির সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। ইংলণ্ডে কমন্স সভার এই ক্রিয়াশীলতার অভাবের কারণ হইল ইহার পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দলের নেতাগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং তাঁহারা সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করেন। দলের সাধারণ সদস্যগণ শুধুমাত্র নেতাগণের নির্ধারিত-নীতি সমর্থন করেন।

ক্ষমতার দিক দিয়া আলোচনা করিলে উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়। নীতিগতভাবে কমন্স সভা এখনও পর্যন্ত বিচার-বিবেচনা ক্ষমতার, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার ও অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভা শাসন বিভাগকে (কেবিনেট) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ শাসন বিভাগকে আদৌ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ও চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা উচ্চ কক্ষ সিনেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও সিনেট সভা প্রায় ইহার সম-ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং প্রতিনিধিমূলক আইনসভা হইলেও মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদকে নিম্নকক্ষ হিসাবে কোন অগ্রাধিকার বা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা হয় নাই।

উভয় দেশের নিম্ন কক্ষের আপেক্ষিক দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ মার্কিন দেশে উপযোগী, আর কমন্স সভা ইংলণ্ডে উপযোগী। বৃটিশ ও মার্কিন এই জাতিদ্বয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টির পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয় দেশের নিম্ন কক্ষ গঠিত হইয়াছে।

প্রতিনিধি-পরিষদের আপেক্ষিক দুর্বলতার কারণ (Causes of the relative weakness of the House of Representatives)

সকল দেশেরই নিম্ন পরিষদ উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট বৃটেন, ডোমিনিয়নগুলি, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইনসভার নিম্ন পরিষদ আইন-প্রণয়ন ব্যাপার, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি পরিষদের মধ্যে নিম্ন পরিষদই হইল কম ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিনিধি-পরিষদের এই আপেক্ষিক দুর্বলতার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণ শাসনতন্ত্রের নির্দেশানুসারে যে রাজ্য হইতে সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই রাজ্যের অধিবাসী হইতেই হইবে। বর্তমানে একটি প্রথা জন্মিয়াছে যে, সদস্যগণের শুধুমাত্র সেই রাজ্যের অধিবাসী হইলে চলিবে না, তাঁহারা যে জিলা-নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্বাচন-প্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই জিলার বাসিন্দা হইতে হইবে। উপরি-উক্ত কঠোর নিয়মের দ্বারা ভোটদাতার যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, প্রতিনিধি-পরিষদে নির্বাচন করিবার মত যোগ্যপ্রার্থী হয়ত সে নির্বাচনকেন্দ্রে দুর্লভ হইতে পারে। অপরপক্ষে যোগ্যপ্রার্থী থাকিলেও হয়ত বিরোধিতার ফলে তাহার নির্বাচন-সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে। সুতরাং প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যপদ সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থী দ্বারা পূর্ণ হয়। এই কারণে প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটির অধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না—সুতরাং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা সিনেট সভার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে, কারণ বৃহদায়তন রাজ্যগুলির সমসংখ্যক (দুইটি) প্রতিনিধি তাহারা সিনেট সভায় প্রেরণ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রতিনিধি-পরিষদের স্থায়িত্ব মাত্র দুই বৎসরকাল, অপরপক্ষে সিনেটের সদস্যগণ দীর্ঘ ছয় বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে কোন কার্যে মনঃসংযোগ করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের পরই তাঁহাদের

পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। এইজন্য তাঁহারা আইন-প্রণয়ন ও অন্যান্য কার্যে সিনেটের নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে নিম্ন পরিষদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসন-কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিম্ন পরিষদই হইল চরম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট সভাকে অর্থ-সংক্রান্ত আইন-সম্পর্কে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করিবার ফলে প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বৈদেশিক চুক্তি ও নিয়োগ-গুলি সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ—এ বিষয়ে প্রতিনিধি-পরিষদের আদৌ কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই। নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার প্রধান কারণ হইল শাসনকর্তৃপক্ষের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া একটি অধস্তন আইনসভায় পর্যবসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃটেনের কমন্স সভার নেতার ন্যায় প্রতিনিধি-পরিষদে এমন কোন নেতা নাই, যিনি জাতীয় নীতি-নির্ধারণে ও আইন-প্রণয়ন-কার্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারেন।

প্রতিনিধি-পরিষদের সভাপতি বা স্পীকার (The Speaker of the House of Representatives)

প্রতিনিধি-পরিষদ ইহার নিজস্ব সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি স্পীকার নামে পরিচিত। ইনি দলীয় ভিত্তিতে দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্বাচনের পরও তিনি নিজের দলের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন এবং সভার কায পরিচালনায় উগ্রভাবে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করেন। প্রতিনিধি-পরিষদে তিনিই হইলেন প্রথম ও প্রধান কর্মচারী এবং সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল।

১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রতিনিধি-পরিষদে স্পীকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সমুদয় কমিটিগুলির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন করিতেন। তিনি সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়ম প্রস্তুত করিবার কমিটিরও সদস্য থাকিতেন। স্পীকার তাঁহার অনুগামী দলসহ একটি ক্ষুদ্র শাসন পরিষদ গঠন করিয়া সরকারী কার্যের নীতি-নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করিতেন। সংক্ষেপে

বলা যায় যে, স্পীকারের ক্ষমতা এই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পদ মর্যাদায় তিনি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নিম্নস্থানে ছিলেন।

কিন্তু ১৯১০ সাল হইতে স্পীকারের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার অবসান ঘটিতে থাকে। কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচনের ক্ষমতা তাঁহার নিকট হইতে অপসারণ করা হয় এবং তিনি নিয়ম কমিটির সদস্যপদ চ্যুত হন। বর্তমানে তিনি আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী না হইলেও কমন্স সভার স্পীকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী।

প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকারের কর্তব্য অনেক পরিমাণে কমন্স সভার স্পীকাবের অনুরূপ। তিনি প্রতিনিধি-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার শৃংখলা বজায় রাখেন। সভার তর্ক-বিতর্ক পরিচালনা করেন। তিনি সভার কার্যের তালিকা এবং ভোট গ্রহণের ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনিই সভার কার্য পরিচালনার নিয়ম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রতিনিধি-পরিষদ সংখ্যাধিক্য ভোটে তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ নাও করিতে পারে। সভার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সমস্ত আইন, প্রস্তাব ও আদেশ-নির্দেশ স্বাক্ষর করেন। তিনি সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন এবং কোন্ বিল কোন্ কমিটিতে প্রেরিত হইবে ইহা লইয়া মতভেদ ঘটিলে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল তাঁহার দল কর্তৃক উত্থাপিত বিল যাহাতে পাস হয় এবং এবিষয়ে দলকে সর্বোতভাবে সাহায্য করা।

ইংলণ্ডের কমন্স সভার স্পীকারের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় স্পীকারের নির্বাচন-পদ্ধতি যে বিভিন্ন শুধু তাহাই নহে, আইন-সভার সহিত সম্পর্কে এবং ক্ষমতা পরিচালনা ক্ষেত্রেও উভয় স্পীকারের পার্থক্য অধিকতব সুস্পষ্ট। কমন্স সভার স্পীকার কোন দলের সদস্য হইলেও দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন না এবং নির্বাচনের পর দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না এবং তিনি যতদিন খুসী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তিনি বক্তা (Speaker) রূপে পরিচিত হইলেও তাঁহার বক্তৃতা করিবার কোন সুযোগ হয় না। বর্তমানে তিনি মূক, নিষ্ক্রিয় ও দল-নিরপেক্ষ শ্রোতায় পর্যবসিত হইয়াছেন। তাঁহার ভোট-দান ক্ষমতাও প্রথাগত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তবে যে-কোন

বিষয়ে হউক না কেন কমন্স সভার স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তিনিই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রকৃতি নির্ধারণ করেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, কমন্স সভার স্পীকার হইলেন নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ। পক্ষান্তরে প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার হইলেন উগ্রভাবে সক্রিয়, দলীয় স্বার্থের প্রতিনিধি ও কিয়ৎ পরিমাণে স্বৈরাচারী। এই পার্থক্যের কারণ হইল যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের নেতাগণ কেবিনেট সদস্য হিসাবে কমন্স সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কার্যসূচী রূপায়িত করিবার সুযোগ পান। সুতরাং স্পীকারের নেতৃত্বের কোন প্রয়োজন হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়া ক্ষমতাসীন দলের নেতাগণ—রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার কেবিনেট মন্ত্রিগণ আইন-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দলীয় নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে পারেন না। সেইজন্য প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার পরিষদে দলের নেতৃত্ব করিয়া দলীয় নীতি সমর্থন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি (Process of Law-making in the U. S. A.)

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সাধারণতঃ সকল দেশেই একরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-কোন কক্ষে আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় কক্ষের সম্মতিতে প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়, তবে অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি একমাত্র প্রতিনিধি-পরিষদেই উত্থাপিত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি বলবৎ থাকার দরুণ রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার কেবিনেট সদস্যগণ কংগ্রেস সভার সদস্য নহেন এবং সেজন্য কোন আইনের প্রস্তাব তাঁহারা উত্থাপন করিতে পারেন না। সাধারণ সদস্যগণই আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের উত্থাপক বিলটি পেশ করিলে বিলের শিরোনামা পরিষদের পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ও ইহার দ্বারা প্রথম পাঠ শেষ হয়। সুতরাং বিলের প্রথম পাঠটি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই সময় বিলটির সম্পর্কে কোনপ্রকার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অতঃপর বিলটি একটি বিশেষ সংস্থার নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থা বা কমিটি বিলটির বিশদ আলোচনা করে এবং

প্রয়োজনক্ষেত্রে ইহার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদের বিবরণীসহ পরিষদে প্রেরণ করে। তাহার পর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বিরোধী-দল ভোট-গণনার দাবী করিতে পারেন ও সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করিতে পারিলে বিলটির তৃতীয় পাঠ আরম্ভ হয়। তৃতীয় পাঠও অনেকাংশে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তৃতীয় পাঠ শেষ হইলে বিলটি অপর কক্ষে প্রেরিত হয় ও সেখানেও অনুরূপভাবে বিলের তিনটি পাঠ হয়। অপর কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইবার দশদিনের মধ্যে যদি তিনি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদি তিনি দশদিনের মধ্যে অনুমোদন না করেন বা পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস সভার নিকট বিলটি ফেরত না পাঠান, তাহা হইলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকেই দশদিন অতিবাহিত হইবার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত কোন বিল যদি কংগ্রেস সভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলেও বিলটি আইনে পরিণত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন (American Financial Legislation)

১৯২১ সালের একটি বিশেষ আইন (The Budget and Accounting Act of 1921) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি পাস করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া বাজেটের ডাইরেক্টর বাৎসরিক একটি আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন। এই ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতিই এই হিসাব কংগ্রেস সভায় উপস্থাপিত করান। সুতরাং ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় দেশেই ব্যয়-বরাদ্দের নীতি-নির্ধারণে শাসনকর্তৃপক্ষই আইনসভাকে প্রাথমিক নির্দেশ দান করে। ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব প্রথম প্রতিনিধি-পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং এই পরিষদ ব্যয়ের হিসাবটিকে বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করে।

কমিটি ব্যয়-বরাদ্দগুলি হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে। কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবার পর ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি পুনরায় প্রতিনিধি-পরিষদে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে প্রতিনিধি-পরিষদ ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। ইংলণ্ডের কমন্স সভার এইরূপ পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। প্রতিনিধি-পরিষদ প্রস্তাবগুলি পাস করিলে উহা সিনেট সভার বিবেচনার্থ পাঠান হয়। সিনেট সভাও এই ব্যয়-বরাদ্দগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিবার অধিকারী। এইরূপে উভয় পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হইয়া ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি যখন একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে তখন উভয় পরিষদ কর্তৃক ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের ফলে ইহাদের মৌলিক রূপ বিশেষ-ভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ অথবা আইনসভা দায়ী তাহা বলা সু-কঠিন।

রাষ্ট্রপতির নামে ট্রেজারির সেক্রেটারী আয়ের প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন। যদিও প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে আয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কোন বাধা নাই।

শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনীত হউক আর আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত হউক, আয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি একটি পৃথক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডেও এই আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি দুইটি পৃথক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইলেও কমিটি দুইটি একই সদস্য সংখ্যা লইয়া গঠিত হয় বলিয়া আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের ন্যায় কমিটি দুইটি যে শুধু পৃথক নামে অভিহিত হয় তাহা নহে, কমিটি দুইটির সদস্যগণও পৃথক পৃথক ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয় এবং এই কারণে আয় ও ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে সংগতির অভাব দেখা যায়। ইহা ছাড়া, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার দায়িত্বও ভাগ হইয়া যায়। এ কথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্যগণ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণ অপেক্ষা আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মার্কিন দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরপদ্ধতি দোষবিমুক্ত নহে। কারণ যে শাসনকর্তৃপক্ষ আয়-ব্যয়ের প্রাথমিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া আইনসভায় পেশ করেন, সে শাসন-কর্তৃপক্ষ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অর্থসংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের

প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। অবশ্য রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে বাণী প্রেরণ করিয়া অথবা অন্য পরোক্ষ উপায়ে আইনসভার উপর এসম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। ইংলণ্ডের আয়-ব্যয়-নির্ধারণ ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে বিভক্ত।

মার্কিন ও ব্রিটিশ কমিটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the Committee Systems in the U S A. and Great Britain)

যুক্তবাষ্ট্রের কমিটিগুলি বৃটেনের কমন্স সভার কমিটি অপেক্ষা ভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেনেব কমন্স সভার সমস্ত রাজনৈতিক দল তাহাদের সদস্যসংখ্যাব আনুপাতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটিগুলি গঠন করিবার জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করিয়া থাকে। এই নির্বাচন কমিটি অন্যান্য কমিটিগুলিকে গঠন কবে। যুক্তবাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একটি নির্বাচন কমিটি গঠন কবিয়া তাহাব হস্তে বিভিন্ন কমিটি গঠনের ভার অর্পণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলির সদস্যসংখ্যা অল্প। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পাঠের পর বিলগুলি কমিটিতে প্রেরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রেব আইনসভার কমিটিগুলি অধিকতর ক্ষমতাবিশিষ্ট। এই কমিটিগুলি প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করিবার অধিকারী। কিন্তু বৃটেনে দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হইয়া বিলগুলিব নীতি আইনসভা কর্তৃক স্বিবীকৃত হইবাব পব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটিগুলি বিলের ছোটখাট পরিবর্তন কবা ছাড়া নীতিগত কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন কবিতে পাবে না। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের নেতৃত্বের ভাব থাকে কমিটির সভাপতির উপর। তিনিই বিলটিকে পরিচালিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করেন। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আইন কমিটি-সভাপতির নামে পরিচালিত হয়, যথা, 'রোজার আইন', 'স্মারম্যান আইন' প্রভৃতি। বৃটেনে আইন-প্রণয়নের উদ্যোক্তা ও নেতা হইলেন একজন মন্ত্রী ; বে-সরকারী সদস্যের আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই বলিলেও চলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে সাধারণ-সম্পর্কিত বিল এবং বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের মধ্যে একটি পার্থক্য করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন কমিটি কর্তৃক

এই দুই জাতীয় বিল বিবেচিত হয় এবং ইহাদের পাস করিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ কোন পার্থক্য করা হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ (The Federal Judiciary)

শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক্ষমতা একটি সুপ্রিম কোর্ট এবং কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত নিম্নতর বিচারালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত আরও এগারটি সার্কিট কোর্ট ও ছিয়াশীটি জিলা কোর্ট কংগ্রেস সভা বিশেষ আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দশটি বিচারবিভাগীয় অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য দুই বা ততোধিক বিচারপতি লইয়া একটি সার্কিট আদালত গঠিত হইয়াছে। এই আদালতগুলি শুধুমাত্র জিলা আদালত হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করে। জিলা আদালতগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে ছিয়াশীটি জিলায় ভাগ করিয়া প্রত্যেক জিলার জন্য একটি করিয়া আদালত গঠিত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের আদিম ক্ষমতাবহির্ভূত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রাথমিক বিচারকার্য জিলা আদালত কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এখান হইতে সার্কিট আদালতে আপীল করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। দুই বা ততোধিক মূলরাষ্ট্রের মধ্যে অথবা যুক্তরাষ্ট্র ও মূলরাষ্ট্রের মধ্যে অথবা বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্যে বিরোধ ; যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বা চুক্তিপত্র-সম্পর্কিত কোন বিরোধ ; রাষ্ট্রদূত, কন্সাল, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা নৌ-বিভাগ-সম্পর্কিত মামলা ইত্যাদি।

সুপ্রিম কোর্ট—কার্যকলাপ ও শাসনব্যবস্থায় ইহার উপযোগিতা (Power and Importance of the Supreme Court)

একজন প্রধান বিচারপতিসহ আটজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারপতিগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিশেষ বিচার-পদ্ধতির দ্বারা দণ্ডিত না হইলে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। অক্টোবর

মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুন মাস পর্যন্ত ওয়াশিংটন শহরে ইহার অধিবেশন চলে ও কোন বিচারবিষয়ক অভিমত প্রদান করিতে হইলে একযোগে অন্ততঃ ছয়জন বিচারকের উপস্থিতি অপরিহার্য। এই নিয়মের জন্য বিচারকার্যের দ্রুততা ব্যাহত হয়। বিচারপতিগণ নির্ধারিত বেতন পাইয়া থাকেন এবং কার্যকালে তাঁহাদের বেতন হ্রাস করা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব শাসনব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুপ্রিম কোর্টের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক ধাবণা করিতে হইলে শাসনতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ বাখা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এই লিখিত শাসনতন্ত্র হইল শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত মূল আইন। কেন্দ্রীয় সরকার ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলির কার্যক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থিব করিয়া দিয়া শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিয়াছে। সুতবাং শাসনব্যবস্থার সবক্ষেত্রে এই শাসনতন্ত্রেব প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেইজন্য শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগগুলিকে ও শাসনকর্তৃপক্ষকে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে তাহাদের শাসন-পরিচালনা কার্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ সুপ্রিম কোর্টকে শাসনতন্ত্রের বক্ষক করিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান কার্য হইল, শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ-গুলি তাহাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। যদি কোন পক্ষ শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট ঐরূপ কার্যকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। অবৈধ বলিয়া ঘোষিত কোন নীতি বা আইন কার্যকরী করা যায় না। এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুপ্রিম কোর্ট কোন কার্য বা নীতি বা আইনকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে না। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্টের নিকট ঐ বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন করিলে সুপ্রিম কোর্ট ঐ বিষয় তৎক্ষণাৎ অবৈধ বলিয়া

ঘোষণা করে না বা সেগুলি সংশোধন করে না। সুপ্রিম কোর্ট শুধু শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে এবং ব্যাখ্যাপ্রদানকালে ঐ বিষয়গুলি যদি শাসনতান্ত্রিক আইনের বিরোধী বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপে সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের বহু নির্দেশ ও কংগ্রেস সভা-প্রণীত বহু আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিয়াছে। সুতরাং আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার মধ্য দিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনবিভাগের ও আইনবিভাগের ক্ষমতা-প্রয়োগের ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির উপর অর্পিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকিলে শাসনব্যবস্থায় নানাবিধ বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচীর পরিধি-বিস্তারের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হইল। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল সময়ে এই সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করা সহজসাধ্য নয়, অথচ জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত এই ধরণের পরিবর্তনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এরূপ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করিয়া পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল সুপ্রিম কোর্ট। এরোপ্লেন, বেতার প্রভৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিল। এরূপ স্থলে সুপ্রিম কোর্ট তাহার অনুমিত ক্ষমতানীতি (Doctrine of Implied Powers) প্রয়োগ করিয়া এই নূতন বিষয়গুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। অনুমিত ক্ষমতানীতির অর্থ হইল সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা-প্রদানকালে নির্দেশ দিতে পারে যে, যদিও নূতন বিষয়টির পরিচালনার ভার শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হয় নাই ; তথাপি শাসন-

তন্ত্রের অপর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করিলে অনুমান করা যায় যে, এই নূতন বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এইরূপে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যাপ্রদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাপ্রদান দ্বারা বহু বিষয়ে 'নিয়মতান্ত্রিক-পদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনেক পরিমাণে সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া মনে হয়।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সুপ্রিম কোর্ট তাহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার বলে কংগ্রেস সভা-রচিত আইন বা রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত নির্দেশকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। ফলে, কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিচারপতিগণ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন না হন, তাহা হইলে বিচারকার্য পক্ষপাতদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুপ্রিম কোর্টের এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাকে অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কংগ্রেস সভা-প্রণীত আইনের বৈধতা শেষ পর্যন্ত নয়জন বিচারপতির সংখ্যাধিক্যের অর্থাৎ পাঁচজন বিচারপতির মতের উপর নির্ভর করে। পাঁচজন বিচারপতি একমত হইলে যে-কোন আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এই অত্যধিক ক্ষমতার দ্বারা আইন-প্রণয়নে কংগ্রেস সভার সার্বভৌমত্ব ও অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এইজন্য সুপ্রিম কোর্টের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে একাধিক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের হস্ত হইতে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা অপসারিত করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত কোন আইন যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয়বার অনুমোদন করে তাহা হইলে সে আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের পুনরায় অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, অনেক সমালোচক বলেন যে, যদি সুপ্রিম কোর্টের হস্তে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া উচিত যে, নয়জন বিচারপতির মধ্যে অন্ততঃ সাতজনের এ সম্পর্কে একমত হওয়া চাই। এই

ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, সুপ্রিম কোর্ট তাহার ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও মূল রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির ক্ষমতা সংযত রাখিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিতে সুপ্রিম কোর্ট এপর্যন্ত শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাই।

মার্কিন শাসনতন্ত্রে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (The system of mutual Checks and Balances in the U. S. A. Constitution)

মার্কিন শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভাজন নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্য-নিরপেক্ষ বিভাগরূপে গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁহারা এই ক্ষমতা বিভাজন নীতিটিকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। কারণ, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তাই ক্ষমতার এই অপব্যবহার রদ করিবার উদ্দেশ্যে শাসন-তন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিবার জন্য পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার মূলকথা হইল যে, ক্ষমতার অপব্যবহার রদ করিতে হইলে এক বিভাগের স্বৈর বা অবাধ ক্ষমতা অন্য বিভাগের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ—প্রত্যেককেই বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইলেও এই ক্ষমতাসমূহ অন্য বিভাগের সহযোগিতা ও সম্মতিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও নিয়োগগুলি আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষ। ইহার অর্থ হইল যে, যদিও সরকারী কার্যে কর্মচারী নিয়োগ করা ও চুক্তি সম্পাদন করা শাসন-বিভাগের একচেটিয়া ক্ষমতাভুক্ত তথাপি এই শাসনবিভাগীয় কার্যে আইনসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে ও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিয়োগ ও চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে শাসনবিভাগের স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দিতে পারে। অনুরূপভাবে শাসন-

বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতিও আইনসভায় 'বাণী' প্রেরণ করিয়া, আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিয়া এবং জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভার উচ্চকক্ষ হইলেও সিনেট রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করিতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতিও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিয়া বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস (আইনসভা) প্রণীত আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, আবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের সংখ্যা ও বেতন পরিমাণ কংগ্রেস কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ক্ষমতা বিভাজন নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। কারণ আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিই অপর বিভাগীয় কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এক বিভাগ অন্য বিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারী হওয়ার ফলে একদিকে যেরূপ বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, অপরদিকে তদ্রূপ অন্তর্বিভাগীয় বিরোধ এবং বিরোধের ফলে সরকারী কার্যে অহেতুক বিলম্ব ও অনিবার্য অযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় দায়িত্ববোধও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে বা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে এককভাবে দায়ী করা যায় না, কারণ শাসনবিভাগীয় এই দুইটি কাজই সিনেট সভার সম্মতিসাপেক্ষ। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে এই ভারসাম্য নীতি প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় স্বৈরাচার কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিচারসাপেক্ষ। অধিকন্তু এই নীতি গ্রহণের ফলে শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বহীনতা ও অহেতুক বিলম্ব বৃদ্ধি পাইয়া শাসনকার্যে অনেকক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তবে দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রয়োগের ত্রুটিগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ (Federal Centralisation in the U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কালে অসম্পূর্ণ বা দুর্বল যুক্তরাষ্ট্ররূপে জন্ম লাভ করে। এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিতান্তরূপে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কালক্রমে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের—রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার—ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্য সরকারগুলির অগ্রাধিকার ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত কারণে কেন্দ্রীয় (জাতীয়) সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আইন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী করিয়াছে। এইরূপে শাসনতন্ত্রের ষোড়শ সংশোধন আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে যে-কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর ধার্য ও ধার্য কর আদায় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এইরূপে আদায়ীকৃত করের কোন অংশই রাজ্য সরকারগুলিকে দিবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হিসাবে এই বিচারালয় সর্বদাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য সম্পর্কে অত্যধিক অবহিত। এই বিচারালয় ইহার অনুমিত ক্ষমতা নীতি (Doctrine of Implied Powers) প্রয়োগ করিয়া আদি শাসনতন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আজ সমগ্র যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর নূতন নূতন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে তাহার ফলেও কেন্দ্রীয় সরকাবের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে রাজ্যগুলির ভৌগোলিক সীমানার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। অন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষ্টিগত আদান-প্রদান এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই সমস্ত অন্তঃরাজ্য সম্পর্ক একমাত্র জাতীয় সরকার ব্যতীত কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে এই সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র জাতীয় সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে করিতে পারেন। ফলে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুর্থতঃ, বাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে তাহাদের নীতি নির্ধারণ করে। এই নীতি গঠনে প্রাদেশিকতার স্থান নাই। সুতরাং বিশেষ রাজনৈতিক দল পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় সরকারেব আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে ইহা স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ, ভারতের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জাতীয় সরকার শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সাহায্যের মধ্য দিয়া বাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিকতার ভাব বিনষ্ট করিয়া জাতীয় ঐক্য তথা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। কোন ঐক্যবদ্ধ জাতিই তাহার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নয়। মার্কিন দেশের জনসাধারণও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাশালী করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই মার্কিন জাতীয় সরকার ধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শক্তিতে আজ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্য (Federalism in the United States of America and the Soviet Union)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ফাইনারের মতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে (ক) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও (খ) শাসন ক্ষমতার বিভাগ, দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় আংগিক রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্য প্রেরণ, তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলির পৃথক আয়ের উৎসের ব্যবস্থা করা হয়, চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য দুইজাতীয় বিচারালয় থাকে, পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আংগিক রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার গঠনপ্রকৃতি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং এই গঠনপ্রকৃতি সব রাজ্যেই সমান হয়। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আংগিক রাজ্যগুলির জাতীয় সরকার সম্পর্কে আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (Allegiance and Secession) সম্পর্কে সুনির্ধারিত নিয়ম থাকে।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র, অপরপক্ষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে। ক্ষমতা বিভাজন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা একান্তভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। সুতরাং আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল ও রাজ্য সরকারগুলিকে শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র বা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলি নানাজাতি ও নানা সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। এই রাজ্যগুলির কোনটিই একজাতি বা এক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রেব অন্তর্ভুক্ত বাজ্যগুলির স্থানীয় ব্যাপাবে স্বাধীনতা থাকিলেও তাহারা সার্বভৌম যুক্তবাষ্ট্রেব আনুগত্য স্বীকার করে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়। কোনমতেই তাহারা যুক্তবাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক বাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ আত্মঘাতী ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, আংগিক রাজ্যগুলিকে আরও দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। এই রাজ্যগুলি তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলি অন্তর্বিপ্লব ও বিদেশী আক্রমণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে, ইহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারে এবং নিজস্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্থানীয় কর ধার্য করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বা নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করিবার অথবা পররাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার ইহাদের নাই।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে

দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র সোভিয়েত দেশের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ও কার্যে রূপায়িত করেন। কৃষি, ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প, অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থা সব কিছুই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার শতাংশ নিয়ন্ত্রণও দেখা যায় না। রাজ্যগুলি তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত উপরি-উক্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, উভয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এবং আংগিক রাজ্যগুলি হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতাব অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সিনেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিম্নকক্ষ অপেক্ষা অধিক।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের আইনসভা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রিম সোভিয়েত এককভাবে ইহার ইচ্ছামত ক্ষমতা বিভাজন পরিবর্তন করিতে পারে এবং এইরূপে আংগিক রাজ্যগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করিতেও পারে।

সপ্তমতঃ, প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকাগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনগুলিকে অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রধান বিচারালয় এই উভয় সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সোভিয়েত সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রিসিডিয়াম নামক একটি অভিনব সংস্থার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র বলিতে সাধারণতঃ যে প্রকৃতির শাসনব্যবস্থা বুঝা যায়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের

প্রবর্তন হয় এবং ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিমাণে মার্কিন আদর্শে গঠিত হইয়াছে। হেন্‌রি ও বিয়াট্রেস্ ওয়েব্ সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে এক নূতন ধরণের সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়েব্ দম্পতির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও এক অভিনব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ও পরিবেশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের পটভূমিকা ও পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য থাকিবে তাহা স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির আলোচনা করিতে গেলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একই নীতি অনুসৃত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির প্রাবল্য দেখা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সহজেই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্য সরকারগুলির আদি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত স্বাধীন সত্তা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থায় মূলরাষ্ট্রগুলির স্থান (Position of the States in the Union)

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নবগঠিত আলাস্কা ও হাওয়াই রাজ্যসহ পঞ্চাশটি মূল রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রে একজন নির্বাচিত গভর্ণর, একটি দ্বি-পরিষদ আইনসভা, একটি রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার-গুলির উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর সেই সমুদয় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে—(১) যেগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয় নাই এবং (২) যেগুলি প্রয়োগ

করিতে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে নিষেধ করা হয় নাই অর্থাৎ শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত-ক্ষমতার তালিকা ও শাসনতন্ত্র কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতার তালিকা দেখিলে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয়।

আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Obligation of the State Governments)

শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে মূলরাষ্ট্রগুলি স্বাধীনভাবে তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকারী। স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার যে নির্দিষ্ট অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার কোনপ্রকারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত। তাহারা নিজ ইচ্ছামত তাহাদের শাসন-পরিষদ, আইনসভা ও বিচারবিভাগ গঠন করিতে পারে। তাহাদের পৃথক করধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া তাহারা তাহাদের শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করিতে পারে। কোনরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারে। তাহাদের নিজ ইচ্ছামত তাহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে রাজ্যসরকারগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সংশোধন-প্রস্তাবই বৈধ বিবেচিত হয় না। সুতরাং শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা মূলরাষ্ট্রগুলির একটি প্রধান অধিকার বলিয়া গণ্য হয়।

প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা মূলরাষ্ট্রগুলির একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ও যেগুলির প্রয়োগ আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষমতা তাহারা কোনক্রমেই প্রয়োগ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একক বা সম্মিলিতভাবে তাহারা

কখনই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন-পদ্ধতি (Amendment of the Constitution)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় শাসনতন্ত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে একটি জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন পদ্ধতিটিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, উত্থাপিত প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করিতে হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হইয়া থাকে।

১। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ কংগ্রেস সরাসরিভাবে উত্থাপন করিতে পারে, কিন্তু এই সংশোধনের প্রস্তাব সিনেট সভা ও প্রতিনিধি-পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

২। দ্বিতীয়তঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক আইনসভা কংগ্রেসকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সভা (Convention) আহ্বান করিবার অনুরোধ করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে আহূত বিশেষ সভা সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতেই সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপিত হউক না কেন, সংশোধন-প্রস্তাব বৈধ ও কার্যকরী করিতে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহা সমর্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সংশোধনের প্রস্তাবগুলি দুই রকম পদ্ধতিতে অনুমোদিত হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের আইনসভাগুলি অর্থাৎ পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ আইনসভা যদি সংশোধন-প্রস্তাব অনুমোদন করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি বৈধ ও কার্যকরী হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভার পরিবর্তে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সভা আহূত হইতে পারে এবং সমগ্র মূল-

রাষ্ট্রে আহূত বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যক মূলরাষ্ট্রীয় বিশেষ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সংশোধন-প্রস্তাব কার্যকরী হয়। উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতির কোন্‌টির দ্বারা সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থিত হইবে, তাহা কংগ্রেস সভা স্থির করে।

শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের পদ্ধতির এই জটিলতার জন্য আজ পর্যন্ত মাত্র তেইশটি সংশোধন সম্ভব হইয়াছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশোধন-কার্য সহজসাধ্য না হইলেও প্রথাগত বিধানের উদ্ভব ও বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা দ্বারা শাসনতন্ত্রের বহু সংশোধন সাধিত হইয়াছে।

দলব্যবস্থা (Party System in the U. S. A.)

বর্তমান যুগে শাসনক্ষমতা ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া কোন শাসনকর্তৃপক্ষই তাহাদের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত জনগণের সমর্থন একান্ত অপরিহার্য। তাই প্রত্যেক দেশে ক্ষমতার প্রয়োগকারী ব্যক্তি বা সংসদ কোন নির্দিষ্ট দলের সমর্থনপুষ্ট হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

মার্কিন দেশে সর্বপ্রথম রাজার প্রতি অনুরক্ত ধনিক শ্রেণী ও স্বদেশের প্রতি অনুরক্ত দরিদ্র শ্রেণী—এই দুইটি দল ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর শাসনতন্ত্র গঠনের প্রাকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় দল (Federalists) ও গণতান্ত্রিক দলের (Democrats) অভ্যুত্থান ঘটে। প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় দল গঠিত ছিল। এই দলটির নীতি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা,—অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা করা। ১৮৫০ সালে প্রজাতন্ত্রী (Republicans) ও গণতন্ত্রী (Democrats) নামক দুইটি দলের আবির্ভাব হয়। প্রজাতন্ত্রী দলের ঘাঁটি হইল উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি, আর গণতন্ত্রী দল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত ছিল। গণতন্ত্রী দল দাসত্ব প্রথার সমর্থক ছিল, অপরপক্ষে প্রজাতন্ত্রী দল এই প্রথার বিরোধী ছিল। ১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়া দাস-ব্যবসায় রহিত হয়।

ফলে, সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী দল দুইটির মতানৈক্যেরও প্রায় অবসান ঘটে।

বর্তমানে মার্কিন রাজনীতি ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দুইটি দলের অস্তিত্ব থাকিলেও এই দুইটি দলের পার্থক্য নাম মাত্র। যে সমস্ত কারণে একটি দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে মার্কিন দেশে সেই সমস্ত কারণের নিতান্ত অভাব দেখা যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্র এরূপ নিপুণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়াছে যে, এ সম্পর্কে বা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন-পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদের ফলে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন দেশ এসিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যক্ষ যোগসূত্রহীন যে, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত মতভেদের ফলেও এদেশে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। সর্বশেষে বলা যায় যে, যে অর্থ নৈতিক কারণে অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, মার্কিন দেশে সেই অর্থনৈতিক কারণও প্রায় অবর্তমান। দেশে বুভুক্ষু দরিদ্র শ্রেণী নাই বলিলেও চলে। মার্কিন দেশের অধিবাসী অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, অধিকাংশ অধিবাসীই রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট না হইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছে। সুতরাং মার্কিন দেশে দুইটি দল থাকিলেও দলীয় পার্থক্য কম।

তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও এই দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইয়া পরিচালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নীতিগত প্রভেদ খুব কম। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারের কতকগুলি উচ্চপদের জন্য কর্মচারী মনোনয়ন করা হইল দলগুলির প্রধান কার্য। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেখা যায়, যথা—প্রজাতন্ত্রী দল (Republican Party) ও গণতন্ত্রী দল (Democratic Party)। প্রত্যেকটি দলের প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে একটি প্রাথমিক সংঘ আছে। এই প্রাথমিক সংঘ হইতে সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতি জিলার সভায় প্রেরিত হয়। জিলা সভার উপরে থাকে মূলরাষ্ট্রীয় সভা। রাষ্ট্রীয় সভার প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য কর্মচারী মনোনয়ন করা এবং জাতীয় মহাসভায়

প্রতিনিধি প্রেরণ করা। জাতীয় মহাসভা দলীয় নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দল-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার

(Comparative Study of the English and the American Party System)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই দুইটি প্রধান দল দেখা যায়। ইহা ছাড়া, উভয় দেশেই ছোট ছোট ২।১টি দল আছে। উভয় দেশেই দলের কেন্দ্রীয় উচ্চতম, জাতীয় ও স্থানীয় সমিতি আছে। নিম্নতম সমিতিগুলি উচ্চতর সমিতিগুলির কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। দলের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয় দেশেই স্থানীয় সংগঠন ব্যতীত আরও বহু ক্লাব ও সমিতি গঠিত হইয়াছে। উভয় দেশেই এই দলগুলির কার্য আইনানুসারে পরিচালিত হয় এবং দলগুলি বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে না।

কিন্তু উভয় দেশের এই দলীয় সংগঠনের সাদৃশ্যের অন্তরালে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। দলীয় নীতিই হইল সরকারী নীতি এবং কেবিনেট সদস্যগণ দলের নেতা হিসাবে দল-নির্ধারিত নীতি কার্যে রূপায়িত করেন। কিন্তু মার্কিন দেশে রাজনৈতিক দল আইন-বহির্ভূত রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সরকারের সহিত দলের কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বা শাসনব্যবস্থায় দলের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে। নীতি নির্ধারণই হইল দলের প্রধান কাজ, কিন্তু মার্কিন দেশে দলগুলির প্রধান কাজ হইল ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা ও দলের প্রার্থী নির্বাচন করা। দলীয় নীতি নির্ধারণ কার্যে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে দলের সদস্যগণ রাজনীতির চর্চা করিলেও পেশাদারী রাজনীতিবিদ্ নহেন। কিন্তু মার্কিন দেশে দলের সদস্যগণের অনেকেই পেশাদারী রাজনীতিবিদের কাজ করেন। ইংলণ্ডে দলের নেতা থাকিলেও মার্কিন দেশের মত দলের কোন সর্বেসর্বা প্রভু (Boss) নাই।

সংক্ষিপ্তসার

১। শাসনতন্ত্রের উপাদান

১। আদি শাসনতন্ত্র। ২। তেইশটি সংশোধন আইন। ৩। কংগ্রেস সভা কর্তৃক প্রণীত আইন। ৪। বিচারবিভাগীয় নির্দেশ। ৫। প্রথাগত বিধান।

২। শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয়। মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিই হইল অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) প্রধানতঃ লিখিত হইলেও শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান ও বিচার-বিভাগীয় নির্দেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(৩) অনমনীয়—সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। পবিবর্তন-পদ্ধতি জটিল।

(৪) শাসনতন্ত্রেব প্রাধান্য—শাসনতন্ত্র হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

(৫) শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য যুক্তবাষ্ট্রীয় বিচাবালয় কর্তৃক বলবৎ করা হয়। শাসনতন্ত্র-বিবোধী কার্যকলাপ বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে।

(৬) শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ—তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

(৭) রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা—শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভা পরস্পর প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কায পরিচালনা করে।

৩। শাসনকর্তৃপক্ষ—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনবিভাগের প্রধান। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক, চৌদ্দ বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী স্বভাবজাত নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারেন। চারি বৎসরকালের জন্য তিনি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং একাদিক্রমে দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতি বহু ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আইন বলবৎ করা ছাড়াও প্রধান প্রধান পদে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ

করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন। উভয় সভার সম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করিতে পারেন। সেনাবিভাগের তিনিই সর্বাধিনায়ক।

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও কংগ্রেস সভায় বাণী প্রেরণ করিয়া বা ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইন-প্রণয়নের উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। দলের সমর্থকগণের মাধ্যমেও তাঁহার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি মার্জনা করিতে পারেন বা দণ্ড স্থগিত রাখিতে পারেন।

ভোটদাতৃগণ, আইনসভা বা কেবিনেট সভার নিকট রাষ্ট্রপতি দায়ী নহেন। তাঁহার চারিবৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এ বিষয়ে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন।

কেবিনেট—যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেবিনেটের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে দশজন কর্মসচিব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। ইঁহারা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিলেও রাষ্ট্রপতির সহকর্মী বলিয়া পরিগণিত নহেন। তাঁহারা সকলেই রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী ও পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার নিকট দায়ী। বৃটিশ কেবিনেটের মত ইঁহারা আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট ইঁহাদের কোন যৌথ দায়িত্বও নাই।

আইনসভা—কংগ্রেস—কংগ্রেস অ-সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া পরিচিত : কারণ—১। এই সভার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত। ২। রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতার দ্বারা সীমায়িত। ৩। শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে অক্ষম। ৪। কংগ্রেস-প্রণীত আইন সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনী ঘোষিত হইতে পারে। সিনেট ও প্রতিনিধি-পরিষদ্ লইয়া কংগ্রেস সভা গঠিত।

সিনেট—প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র হইতে ছয় বৎসরের জন্য দুইজন সদস্য নির্বাচিত হইয়া মোট একশতজন সদস্য লইয়া সিনেট গঠিত। সিনেটের সদস্যগণ অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই এবং মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সিনেট সভা সমস্ত দেশের উচ্চ পরিষদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত হয় ; তাহার কারণ—১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ সিনেট সভাই আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ২। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিতে না পারিলেও সিনেট সভা এই বিলগুলি ব্যাপকভাবে সংশোধন করিতে পারে। ৩। রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা, নিয়োগ, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভাই বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি পাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। সিনেটের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনপ্রথা, সদস্যগণেব সংখ্যাল্পতা ও দীর্ঘতর কার্যকাল ইহার ক্ষমতাবৃদ্ধির কাবণ।

প্রতিনিধি-পরিষদ—সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে চারিশত সাঁইত্রিশ জন জাতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হয়। ইহার কার্যকাল মাত্র দুই বৎসর। আইন-প্রণয়ন করা ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা ইহার প্রধান কার্য। শাসনবিভাগের উপর ইহাব কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। শাসনবিভাগও প্রতিনিধি-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না।

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এখানে প্রথম পাঠের পরই বিল কমিটিতে প্রেরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তবে ইহাদের ক্ষমতা অধিকতর ব্যাপক। ইহারা যে-কোন বিলেব ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিটির সভাপতিগণের ক্ষমতা অনেক বেশী। তাঁহারাই বিলগুলি পরিচালনা করেন।

বিচারবিভাগ—একটি সুপ্রিম কোর্ট, এগারটি সার্কিট কোর্ট ও ছিয়াশীটি জিলা কোর্ট লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতিসহ আটজন সাধারণ

বিচারপতি লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। বিচারপতিগণ অসদাচরণ না করিলে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পাবেন।

শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখা ইহার প্রধান কর্তব্য। শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনবিভাগ ও আইনসভার ক্ষমতা সংযত রাখিয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া শাসনতন্ত্রের অনমনীয় ভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মূলরাষ্ট্রগুলির অধিকার ও কর্তব্য—পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্র লইয়া যুক্ত-রাষ্ট্র গঠিত। ইহাদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি আছে ঃ

১। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ; ২। স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ও পৃথক করধার্য করিবাব অধিকার ; ৩। শাসনতন্ত্র-পবিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ইত্যাদি।

তাহাদের কর্তব্য হইল ঃ ১। প্রজাতন্ত্রী সরকার অব্যাহত রাখা ; ২। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যপরিধির মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা ; ৩। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করিবার বাধ্যবাধকতা।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি—পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন কবা ও অনুমোদিত হওয়া এই দুইটি স্তরে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়া থাকে। কংগ্রেস সভার দুই পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থিত হইয়া মূলরাষ্ট্রগুলির মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ আইনসভার অনুমোদন লাভ করিলে সংশোধন-প্রস্তাব কার্যকবী হয়। সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অনেক সময় মূলরাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ সভার আহ্বান করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ—আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং রাজ্যসরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ছিল। কিন্তু কালক্রমে কতিপয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তির প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া কেন্দ্রীয় প্রাধান্য বৃদ্ধি

পাইয়াছে। শক্তিগুলি হইল, ১। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ব্যাখ্যাগত সিদ্ধান্ত, (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি, (৪) জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান, (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান ও (৬) সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক প্রাদেশিকতার পরিবর্তে জাতীয়তা প্রচার বৃদ্ধি।

দলব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রী দল ও গণতন্ত্রী দল—এই দুইটি রাজনৈতিক দল সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দল দুইটির মধ্যে নীতিগত পার্থক্য অপেক্ষা সংগঠনের পার্থক্য বেশী। নির্বাচনপ্রার্থী এবং স্থায়ী কর্মচারী মনোনীত করা দলগুলির প্রধান কার্য। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে অবস্থিত প্রাথমিক দলীয় সংগঠন হইতে জাতীয় মহাসভা পর্যন্ত ইহাদের অনেকগুলি দলীয় সংগঠন আছে।

প্রশ্নাবলী

1. Contrast the salient features of the constitutions of Great Britain and the United States of America. (C. U. 1941)

2. "In England, the legislature is supreme, in the United States, the constitution is supreme." Examine this proposition. (C. U. 1946)

3. Compare the Cabinet in the United States of America with the Cabinet in Britain. (C. U. 1950)

4. Describe the position of the Senate in the Constitutional system of the United States of America. (C. U. 1957)

5. Discuss the position of the President of the United States of America in relation to the Cabinet. (C. U. 1959)

6. Describe the composition of the American Senate and discuss why it is called the most powerful Second Chamber in the World. (C. U. 1960)

7. Discuss the nature and composition of the Cabinet in the U. S. A. and its role in the determination of the policy of the Government in that Country. (C. U. 1962)

8. "The judiciary in the United States has a competence far beyond that of the judiciary of the United Kingdom." Discuss (C. U. B.A. Part I, 1962)

9. Compare the place of parties in the working of the Constitutions of the United States and Great Britain.
(C. U. B. A. Part I, 1962)

10. Discuss the procedure of amending the constitution of the United States of America. (C. U. B. A. Part I, 1963)

11. Discuss fully the process of legislation in the Congress of the U. S. A. (C. U. B. A. Part I, 1963)

12. Explain and comment on the relationship between the President and the Congress in the Constitution of the U.S.A.
(C. U. B. A. Part I, 1964)

13. Discuss the composition and functions of the Supreme Court in the U.S.A. (C. U. B. A. Part I, 1964)

14. Compare the powers of the House of Lords in the United Kingdom with those of the Senate in the U.S A.
(C. U. B. A. Part I, 1964)

15. Compare the federalism of the U.S.A. with that of the U. S. S. R. (C U. B. A. Part I, 1965)

চতুর্থ অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland)

সুইজারল্যাণ্ড দেশটি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও একাধিক কারণে ইহার শাসনব্যবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। একটি মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কিভাবে জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়—এই তিনটি ভিন্ন ভাষাভাষী পৃথক্ জাতি তাহাদের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে, সুইজারল্যাণ্ড হইল তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা হইল—একটি গভীর দেশাত্মবোধ; আর এই দেশাত্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সুইস জাতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যে উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আজ সমগ্র সভ্য জগৎ কর্তৃক আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড তেরটি ক্যাণ্টনের একটি দুর্বল সন্ধি-সমবায় ছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দেব সন্দারবন্দের যুদ্ধের ফলে তাহারা তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া একটি নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। নূতন সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষমতা না দিবার ফলে শীঘ্রই একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবীতে গণ-আন্দোলন সুরু হইল। ইহার ফলে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বতন সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পিত হইল।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Constitution)

১। বর্তমান সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র উনিশটি ক্যাণ্টন ও ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন লইয়া গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হইয়াছে, সুইস যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপভাবে

কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যাণ্টন সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। শাসনতন্ত্র-কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যাণ্টন সরকারগুলি। ক্যাণ্টন সরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইলেও তাহাদিগকে তিনটি বিশেষ শর্ত পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্যাণ্টনগুলিতে প্রজাতন্ত্রী সরকার (Republican Government) বজায় রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যাণ্টনগুলি কর্তৃক রচিত তাহাদের নিজস্ব সংবিধান একমাত্র গণভোট-পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ক্যাণ্টনগুলির সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রবিরোধী কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে না। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্রে যে শুধু উভয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহা নয়, কতকগুলি ব্যাপারে উভয় সরকারের ক্ষমতাপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াও দিয়াছে। তবে ক্ষমতার ভাগ হইলেও সুইস শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যাণ্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কার্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে মতবিরোধ ঘটিলে ক্যাণ্টন সরকারগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

২। লিখিত এবং বহু তথ্যসম্বলিত সুইস শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা দ্বিগুণ দীর্ঘতর। লিখিত হইলেও বহু অ-লিখিত বিধান এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নাগরিকত্ব অর্জনের নিয়মাবলী রচনা করিবার ক্ষমতা আইনতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইলেও কার্যতঃ ক্যাণ্টন সরকারগুলিই এই ক্ষমতা পরিচালনা করে। এই শাসনতন্ত্রে নাগরিকের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী যে-কোন ক্যাণ্টনের নাগরিক হইলেই আপনা হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়।

৩। অন্যান্য দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রের মত সুইস শাসনতন্ত্রে কোনরূপ নাগরিক অধিকারপত্র (Bill of Rights) নাই। ইহা সত্ত্বেও নাগরিকগণের বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারগুলি সুস্পষ্টভাবে

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে চতুর্থ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সকল সুইস নাগরিক আইনের চক্ষে সমান এবং কোন নাগরিকই জন্ম, পদবী বা পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে কোন বিশেষ অধিকার বা মর্যাদা পাইতে পারে না। কোন অপরাধীর জন্য স্বতন্ত্র আদালত গঠন করিয়া বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা আইন কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

৪। সুইস শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

৫। সুইস শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্য বিধান নীতি বিশেষ স্থান পায় নাই। ফলে, সুইস আইন-সভা প্রশাসনিক সমুদয় ক্ষমতারই অধিকারী। কিন্তু আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার ক্ষমতা গণ-নির্দেশাধিকার দ্বারা সীমায়িত হইয়াছে।

৬। শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনবত্ব হইল ইহার বিচারব্যবস্থা। সুইজারল্যাণ্ডে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বিদ্যমান থাকিলেও এই বিচারালয় অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত নহে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় শাসনতন্ত্রের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হয় না। আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা এই বিচারালয়ের নাই।

৭। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত সুইস শাসনতন্ত্রে আরও দুইটি অভিনব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ হইল সুইজারল্যাণ্ড যেখানে শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া একাধিক ব্যক্তির অর্থাৎ একটি মন্ত্রিপরিষদের (Plural Executive) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যই সমক্ষমতার অধিকারী। গণ-নির্দেশ (Referendum), গণ-প্রস্তাব অধিকার (Initiative) ও প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি এই দেশেই কার্যকরী হইয়াছে।

সুইস ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের পার্থক্য (Contrast between the Swiss and the U. S. A. Constitutions)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়

ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতিতে বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, ক্ষমতা ভাগ হইলেও সুইস শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতা ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করিতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশই অগ্রাধিকার পায়।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক এক ব্যক্তির (রাষ্ট্রপতির) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সুইস দেশে শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তি অর্থাৎ সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভোটদাতাগণ কর্তৃক পরোক্ষে নির্বাচিত হন, আর সুইস শাসনকর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ সিনেট সুইস উচ্চকক্ষ রাজ্য-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন সিনেট সভার অনুমোদন সাপেক্ষ।

পঞ্চমতঃ, গণভোট ও গণ-নির্দেশাধিকারের সাহায্যে সুইস শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু মার্কিন শাসনতন্ত্র এরূপ সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

ষষ্ঠতঃ, সুইস আইনসভা-প্রণীত আইনগুলি গণভোটের অনুমোদন-সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণভোট দ্বারা আইনসভার আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই।

পরিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা (কংগ্রেস)-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে কিন্তু সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে এইরূপ আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় নাই।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiar Features of the Swiss Federalism)

অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সুইস শাসনতন্ত্রে এই শাসনব্যবস্থাকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া সন্ধিসমবায় (Swiss Confederation) বলা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি ক্ষুদ্র এই দেশটি নানা জাতির, নানা ভাষার ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত হইলেও ইহারা আজ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিতেছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় এই তিনটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সুইস যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজন হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভাগের ন্যায় এখানে কেন্দ্রীয় ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ হয় নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ন্যায় সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী গণপ্রস্তাব অধিকার প্রয়োগ করিয়া আইনসভা-প্রণীত আইন বাতিল করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ রাজ্য পরিষদ একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের সদস্যগণ ক্যান্টন সরকারগুলি কর্তৃক রচিত আইনানুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে কোন হাত নাই। এইজন্য কোন কোন ক্যান্টন হইতে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ সরাসরি গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হন আবার কোথায়ও বা ক্যান্টন আইনসভা ইহাদিগকে নির্বাচন করে।

সদস্যগণের কার্যকালও ক্যান্টনগুলি কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুসারে স্থির হয় বলিয়া একবৎসর হইতে চারবৎসর পর্যন্ত এই কার্যকালের পার্থক্য দেখা যায়। সদস্যগণকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষের সদস্যগণের ন্যায় কেন্দ্রীয়

সরকার কর্তৃক বেতন ও ভাতা দেওয়া হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ ক্যাণ্টন সরকার হইতেই তাঁহাদের বেতন পাইয়া থাকেন।

পঞ্চমতঃ, সুইস যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া একাধিক ব্যক্তির অর্থাৎ একটি মন্ত্রিপরিষদের (Plural Executive) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন (Distribution of Powers in the Swiss Federal System)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম (concurrent) এই তিন ভাগে ভাগ করা হয় এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলি একযোগে শাসন পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু সকল যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

ক্ষমতা বণ্টন বিষয়ে সুইস যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। সুইস শাসনতন্ত্র কর্তৃক শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সুনির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই, পরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রের সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া ক্যাণ্টন সরকারগুলির উপর অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অর্পণ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র অবশ্য ক্যাণ্টন সরকারগুলির শাসনক্ষমতার উপরও কতিপয় নিষেধ আরোপ করিয়াছে।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় (কেন্দ্রীয়) সরকারের ক্ষমতাগুলি আংশিকভাবে একেবারে স্বকীয় বা অন্যনিরপেক্ষ এবং আংশিকভাবে যুগ্ম অর্থাৎ ক্যাণ্টন-গুলির সহিত একযোগে প্রযোজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান স্বকীয় ক্ষমতা হইল—পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা, সেনাবাহিনী গঠন করা ও শিক্ষা দেওয়া, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ,

রেলপথ, মুদ্রা ও ব্যাংক নোট, ওজন ও জলশক্তির যথাযথ ব্যবহার প্রভৃতি। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, মৎস্যের চাষ ও শিকার, শিল্প, বীমা ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলি হইল যুগ্ম তালিকাভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত যুগ্মবিষয়ক আইন ক্যান্টনগুলিতেও প্রযোজ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার উপর যে সমস্ত নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল :—(১) কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না বা ধর্মমতের জন্য কাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না অথবা ধর্মমত কাহারও বিবাহক্ষেত্রে বাধা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না। (২) কোন রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান করিবার ব্যবস্থা-সম্বলিত কোন আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা পাস করিতে পারিবে না।

ক্যান্টন সরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইলেও তিনটি বিশেষ শর্ত তাহাদের মানিয়া চলিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্যান্টনগুলিতে প্রজাতন্ত্রী সরকার বজায় রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলি কর্তৃক রচিত তাহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র একমাত্র গণভোট পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলির সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র-বিরোধী কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে না। সুতরাং ক্ষমতার ভাগ হইলেও সুইস শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কার্য করিতে পারে।

সুইস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federal Systems in Switzerland and the U. S. A.)

মার্কিন দেশ যেরূপ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত, সুইস দেশ তদ্রূপ প্রকৃত কার্যকরী গণতন্ত্র (Real democracy in operation) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে এবং সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে গঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ দুইটি

প্রধান বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইস যুক্তরাষ্ট্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই একই কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে তেরটি বিভিন্ন স্বাধীন উপনিবেশ ছিল এবং এই উপবেশনগুলি অনেক পরিমাণে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ স্বার্থে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে। সুইস দেশেও অনুরূপভাবে স্বাধীন ক্যান্টনগুলি কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের স্বাধীন সত্তা পরিহার করিয়া একটি রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) গঠন করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হইয়াছে, সুইস যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হইয়াছে। শাসনতন্ত্রকর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকাবকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকারগুলি। উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্র যে উভয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহা নয়, কতকগুলি ব্যাপারে উভয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে উভয় দেশের বাজ্য ও ক্যান্টন সরকারগুলির পক্ষে প্রজাতন্ত্রী সরকার বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

আর একটি বিষয়েও বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় দেশেই আর্থিক সাহায্যদান, রাজনৈতিক দল ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়া স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দৃষ্ট হয়।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উভয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির ও ক্যান্টনগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরবর্তী কাল হইতে সময়ের বিবর্তনে তাহাদের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও জাতিত্ব বিসর্জন দিয়া আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে

সুইস জাতি এক অখণ্ড জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও সুইস দেশে বিভিন্ন জাতির অধিবাসিগণের এখনও পর্যন্ত তাহাদের ভাষাগত বা ধর্মগত বিভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো ও রেড্ ইণ্ডিয়ান ব্যতীত অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ দীর্ঘদিন একত্র বসবাস ও একই জীবন যাপন-পদ্ধতির ফলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে এক অবিমিশ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টনের পার্শ্বে ফরাসী ভাষাভাষী ক্যাণ্টন দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাণ্টনগুলি হইল অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতন্ত্র কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে যে সমুদয় ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তৎসমুদয়ই ক্যাণ্টন সরকারগুলির ক্ষমতা-ভুক্ত। ক্যাণ্টন সবকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য পরিষদে শুধু যে সদস্য নির্বাচন করিতে পারে তাহা নহে, সদস্যগণের নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল এমনকি সদস্যগণের বেতন পর্যন্তও ক্যাণ্টন সরকারগুলি স্থির করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলির এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা নাই। ইহা ছাড়া, ক্যাণ্টনের সরকারী কর্মচারিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য হইতে পারেন। এরূপ বিধান অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে নাই।

সুইস ক্যাণ্টনগুলির ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি অপেক্ষা যে আরও অধিক ব্যাপক তাহা শাসনতন্ত্রের ৯নং ধারার বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বা কোন ক্যাণ্টনের স্বার্থের প্রতিকূল না হইলে ক্যাণ্টনগুলি সীমানা সম্পর্কিত বা সরকারী অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে।

আর একটি বিষয়েও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত বিভাগগুলিই—শাসন, আইন-প্রণয়ন ও বিচার—একই রাজ্য ওয়াশিংটন শহরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিভিন্ন ক্যাণ্টনে অবস্থিত—বের্ণ-এ আইনসভার অধিবেশন বসে, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কাজ হয় লুজানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির শাসন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু সুইস দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা-

ভুক্ত বহু বিষয়ের শাসনকার্য ক্যান্টন সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও কার্যতঃ ক্যান্টন সরকারগুলি এই বিষয়গুলি পরিচালনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থার ফলে সুইস যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীর সংখ্যা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক স্বল্প।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইস রাষ্ট্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলির উপর কোন প্রকার প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে না পারিলেও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলিকে বিপুল পরিমাণে বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এইরূপ আর্থিক সাহায্য পাইলেও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে এই সাহায্যের পরিমাণ অত্যধিক। যুক্তরাষ্ট্রীয় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের শতকরা ৫০ ভাগ আয় সুইস দেশে ক্যান্টনগুলিকে সাহায্য দিবার বাবদ ব্যয় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক হিসাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবাব ক্ষমতার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এ ক্ষমতা নাই। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিলে ইহার কোন বিচার বিভাগীয় প্রতিকার নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য সম্পর্কে তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। প্রথমঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে ক্ষমতার সূক্ষ্ম ভাগ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা সুইস কেন্দ্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলির উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত আইনকে যেরূপভাবে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সে ক্ষমতা নাই। এই কারণেও সুইস্ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ
(The Federal Executive—The Federal Council)

সংগঠন ও কার্যকলাপ (Organisation and Functions)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অন্যান্য দেশের মত একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক চারবৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন মন্ত্রী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ গঠিত হয়। আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা আইনসভার সদস্য নন এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। চারবৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনে বাধা নাই এবং কার্যতঃ কোন কোন মন্ত্রীকে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর-কাল পর্যন্ত একাদিক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। নির্ধারিত কার্য-কালের মধ্যে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী কোন একটি ক্যান্টন হইতে একাধিক মন্ত্রী নির্বাচিত করা হয় না। মোট জন-সংখ্যার আশী ভাগ জার্মান-ভাষাভাষী হইলেও জার্মান-ভাষাভাষী ক্যান্টনগুলি হইতে পাঁচজন মন্ত্রীর অধিক নির্বাচিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ প্রতি বৎসর পরিষদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন রাষ্ট্রপতি ও এক-জন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। একই ব্যক্তি এক বৎসরের অধিককাল রাষ্ট্র-পতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। পর বৎসর উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে সাতজন সদস্যের প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি সমগ্র সুইস যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President of the Swiss Confederation) বলিয়া পরিচিত হন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু কার্যতঃ অন্যান্য সহকর্মিগণ অপেক্ষা তিনি কোন শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

যুদ্ধকালে দেশের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখা ইহার একটি বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। বৈদেশিক নীতি স্থির করা, কতকগুলি উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ইহার কার্যক্রমের অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতারও অধিকারী। ভোটদান করিবার অধিকার না থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের মন্ত্রিগণ আইনসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়া আইন-প্রণয়ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা নিজস্ব উদ্যোগে অথবা আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন এবং আয়ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উভয় পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের প্রশ্ন করিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও বর্তমান। শাসনবিভাগীয় বিচারালয় হিসাবে ইঁহারা কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের বৈশিষ্ট্য (Special Features of the Federal Council)

বের্ণ শহরে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদেব দুইটি সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন। একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এবিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের সভাপতির কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। মতবিরোধের ফলে উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত ভোটদান করিয়া মতবিরোধের নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ইহা ছাড়া, তাঁহার আর অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যে শুধুমাত্র একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত তাহা নহে, আইনসভা কর্তৃক এই পরিষদের নীতি বা কার্যক্রম অনুমোদিত না হইলেও ইঁহারা পদত্যাগ করেন না। আইনসভার ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইঁহারা ইঁহাদের নীতি বা কার্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় গ্রেট বৃটেনের 'পার্লামেণ্টারী' শাসনব্যবস্থা,

ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল' শাসনব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের কেবিনেট সভার অনুরূপভাবে সুইস শাসন-পরিষদের সদস্যগণ প্রধানতঃ আইনসভার সদস্যবর্গ হইতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। মোটের উপর আইন সভার ইচ্ছা দ্বারাই তাঁহারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। অপরপক্ষে মার্কিন শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবে সুইস শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেই তাঁহাদের আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। এইরূপে সুইস শাসন-পরিষদ বৃটিশ কেবিনেট শাসনব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থার সমুদয় গুণের অধিকারী হইয়াছে। এই যুক্তব্যবস্থা দ্বারা সুইস শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের সহিত দায়িত্বশীলতার সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে।

সুইস শাসন-পরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার দল-নিরপেক্ষ সার্বজনীন ভিত্তি। গ্রেট বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের মত সুইস শাসন-পরিষদ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় না। পরন্তু এই পরিষদের সদস্যগণ দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইঁহারা দেশের জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতে পারেন। বিভিন্ন মতের ধারক হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের ঐক্য ও সংহতি এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন সদস্যেরই কখনও পৃথগ্‌ভাবে পদত্যাগ করিবার কারণ ঘটে না। চারি বৎসর কার্যকাল অতিবাহিত হইলে পরিষদ-সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে পুনর্নির্বাচিত হইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন—ইহা হইতে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কার্য (Functions of the Federal Council)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের উপর শাসনতন্ত্র কর্তৃক ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। শাসন-পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করে।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক, সাধারণ ও বিশেষ আইনগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলি যথাযথভাবে বলবৎ করা।

৩। ক্যাণ্টনগুলির সহিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ক্যাণ্টনগুলি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং ক্যাণ্টনগুলি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনগুলি যথাযথভাবে বলবৎ করে সেজন্য প্রয়োজনক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৪। শাসন-পরিষদ স্ব-শাসন উদ্দেশ্যে নূতন আইনের প্রস্তাব জাতীয় সভার বিবেচনার্থ প্রেরণ করিতে পারে এবং জাতীয় সভাও বিশেষ আইন প্রণয়নের জন্য শাসন-পরিষদকে অনুরোধ করিতে পারে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত বিশেষ নিয়োগগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় নিয়োগগুলি শাসন-পরিষদ করিয়া থাকে।

৬। ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তি বা পররাষ্ট্রের সহিত ক্যাণ্টনগুলির চুক্তি শাসন-পরিষদ পরীক্ষা করে এবং এই চুক্তিগুলি কার্যকরী হইতে গেলে শাসন-পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন। যদি কোন চুক্তি শাসন-পরিষদ বে-আইনী বা শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া মনে করে তাহা হইলে শাসন-পরিষদ জাতীয় সভাকে এই চুক্তি বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে।

৭। শাসন-পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থির করে এবং বহিরাক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে। দেশের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা ইহার প্রধান দায়িত্ব।

৮। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং জরুরী অবস্থায় এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীও নিযুক্ত করিতে পারে।

৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় সভায় পেশ করা।

১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশগুলি বলবৎ করাও ইহার কার্য। ইহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী কর্মচারিগণের আচরণ সম্পর্কে

অভিযোগগুলির বিচার করা শাসন-পরিষদের কার্য। অবশ্য শাসন-পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগীয় আদালতে আপীল করা যায়।

সুইস রাষ্ট্রপতি (The President of the Swiss Confederation)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সুইস রাষ্ট্রপতির তুলনা করা চলে না। সুইস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, পদমর্যাদা বা প্রতিপত্তি উপরি-উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয়ের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অপেক্ষা বহুপরিমাণে কম।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সাতজন সদস্যের অন্যতম। অন্যান্য সদস্যগণ যে পদ্ধতিতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত, রাষ্ট্রপতিও তদনুরূপভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভা তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ব্যতীতও এক বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি বলিয়া মনোনীত করে। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হিসাবে বা সুইস যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণকে নিয়োগ করেন না,—অন্যান্য সদস্যগণের মতই তিনি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন সভায় মতবিরোধের ফলে উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি একটি ভোট দিতে পারেন। অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনি একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি পর পর দুই বৎসর রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারেন না। তবে তিনি তাঁহার সহকর্মিগণ অপেক্ষা কিছু অধিক বেতন পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে তিনিই সভাপতিত্ব করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে তিনিই আহ্বান করেন। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং তাঁহার সহকর্মিগণ প্রথাগতভাবে তাঁহার অগ্রাধিকার ও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও সুইস রাষ্ট্রপতিকে কোনদিক দিয়াই শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় বলা যায় না।

বৃটিশ কেবিনেট ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পার্থক্য
(Contrast between the British Cabinet and the Swiss Federal Council)

সাত জন সদস্য-সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) হইল সুইস যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট। এই পরিষদের গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতায় বৃটিশ ও মার্কিন কেবিনেটের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ইহা এই উভয় দেশের কেবিনেট হইতে পৃথক। বৃটিশ কেবিনেটের সহিত ইহার নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেনে কেবিনেটের সকল সদস্যগণকেই আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের সদস্য হইতেই হইবে, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে সাধারণতঃ যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, সেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেবিনেট গঠন করেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ দল-নির্বিচারে তাঁহাদের গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ দলের নেতা হিসাবে পার্লামেন্টে নেতৃত্ব করেন এবং দলীয় নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হন না। আইনসভা-নির্ধারিত নীতিই তাঁহারা কার্যে রূপায়িত করেন।

চতুর্থতঃ, বৃটেনে একদলীয় শাসনব্যবস্থা থাকার ফলে কেবিনেট কমন্স-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ লইয়া গঠিত হয় এবং সর্বদা কমন্স সভার সমর্থন পায়। এই কারণে বৃটিশ কেবিনেট শুধু শাসনক্ষমতার অধিকারী নহে—আইন-প্রণয়নেও ইহা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ শুধু শাসনক্ষমতার অধিকারী, আইন-প্রণয়নে এই পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উপর একান্ত নির্ভরশীল।

পঞ্চমতঃ, এক জরুরী অবস্থা বা যুদ্ধকাল ব্যতীত বৃটিশ কেবিনেট একটি-মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়, অপর পক্ষে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিভিন্ন দলের সদস্যগণ লইয়া গঠিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, একই নীতির সমর্থক একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া

বৃটিশ কেবিনেট গঠিত হয়। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। কেবিনেটে সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়াই চলিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ এই বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন। তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী একযোগে কাজ করিয়া গেলেও পরিষদের যে-কোন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে আইনসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন এবং কার্যতঃ করিয়াও থাকেন।

সপ্তমতঃ, বৃটেনে কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রক্ষিত হয়। তিনিই কেবিনেটের স্থায়ী সভাপতি এবং তিনি বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিগণেব মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এরূপ কোন সর্বাধিনায়ক নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় পবিষদ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং ইহার কার্যকালও আইন দ্বাবা নির্ধারিত।

মার্কিন কেবিনেট ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পার্থক্য (Contrast between the U. S. A. Cabinet and the Swiss Federal Council)

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলেন এক ব্যক্তি। ভোটদাতাগণ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ংই কয়েকজন সচিব নিযুক্ত করেন। এই সচিবগণ সর্বতোভাবে রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী এবং এককভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যের জন্য আইনসভা বা অন্য কাহারও নিকট দায়ী নহেন। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি শাসন-পরিষদের উপর ন্যস্ত। সাতজন সম-ক্ষমতা সম্পন্ন সদস্য লইয়া গঠিত এই শাসন-পরিষদ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই রাষ্ট্রপতির পরিষদীয় অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা বিশেষ কোন ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি নাই। অন্যান্য সদস্যের

ন্যায় তিনিও একটি বিভাগের প্রধান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি দেশে ও বিদেশে যে সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী সুইস্ রাষ্ট্রপতি সেরূপ কোন পদমর্যাদার অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক নিয়োগ-ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তিনি দেশের শাসন বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক ও যুদ্ধকালে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা করিতে পারেন। কিন্তু সুইস্ রাষ্ট্রপতি শুধু নিজের বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। আপৎকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সৈন্যদল গঠন করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনসভা-প্রণীত আইন সাময়িকভাবে বাতিল করিতে পারেন ও পরোক্ষভাবে আইন-প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। সুইস্ রাষ্ট্রপতির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগের ফলে রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার সচিববৃন্দ আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইন সভার বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন না। অপরপক্ষে সুইস যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভার উভয়কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তর দিতে হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, সুইস শাসন-ব্যবস্থা বৃটিশ ও মার্কিন শাসন-ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিয়া গঠিত হইয়াছে।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ সমূহ (Departments of the Swiss Federal Council)

সাতজন সদস্য লইয়া সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক সদস্যই এক একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। বিভাগগুলি হইল ১। রাজনৈতিক বিভাগ (Political Department), ২। অর্থ ও শুল্ক বিভাগ (Finance and Custom), ৩। আভ্যন্তরীণ বিভাগ (Interior), ৪। বিচার ও পুলিশ বিভাগ (Justice and Police), ৫। প্রতিরক্ষা বিভাগ (Military Affairs), ৬। জাতীয় অর্থনৈতিক বিভাগ (Public Economy) ও ৭। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ (Posts and Telegraph)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—জাতীয় সভা
(The Federal Legislature—the National Assembly)

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত, যথা,—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ।

রাজ্যপরিষদ (The Council of States)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার অনুরূপভাবে সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পরিষদ গঠিত হইয়াছে। উনিশটি বড় ক্যাণ্টনের প্রত্যেকটি হইতে দুইজন ও ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন হইতে একজন করিয়া—মোট চুয়াল্লিশ জন সদস্য লইয়া রাজ্যপরিষদ গঠিত। সদস্যগণের নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল ক্যাণ্টনগুলি কর্তৃক পৃথগ্ভাবে নির্ধারিত হয়। কোন কোন ক্যাণ্টনে সদস্যগণ ক্যাণ্টন আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, আবার কোথায়ও বা গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হয়। একবৎসর হইতে চারবৎসর পর্যন্ত তাঁহাদের কার্যকাল নির্ধারিত হইতে পারে। সদস্যগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ ক্যাণ্টন সরকার-গুলি বহন করে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার অনুরূপ কোন বিশেষ ক্ষমতা সুইস রাজ্যপরিষদের নাই। আইনতঃ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ রাজ্যপরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম।

জাতীয়পরিষদ (The National Council)

বর্তমানে সুইস জাতীয়পরিষদ একশত ছিয়ানব্বুই জন সদস্য লইয়া গঠিত। সমানুপাতিক ভোটপদ্ধতির ভিত্তিতে জাতীয়পরিষদের সদস্যগণ জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি চব্বিশ হাজার জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোক ব্যতীত প্রতি কুড়ি বৎসর বয়স্ক পুরুষ নাগরিক ভোটদান করিতে পারে। ক্যাণ্টন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, প্রত্যেকটি ক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃপক্ষে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেই। ক্যাণ্টন হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ক্যাণ্টনের সমগ্র জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধিগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্যপরিষদের মতই জাতীয়পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি জাতীয়পরিষদেব কার্য পরিচালনা করেন। সুইস আইনসভার পক্ষে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত হইবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনে ইহার অধিবেশন বসে। ইহা ছাড়া, অতিরিক্ত অধিবেশনের জন্য জাতীয়পরিষদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যের অথবা পাঁচটি ক্যান্টনের অনুরোধের আবশ্যক হয়।

দুইটি পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ নিম্ন পরিষদ অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করা আইনসভার প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধঘোষণা অথবা শান্তিস্থাপন করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সাধারণতঃ, উভয় পরিষদ পৃথগ্‌ভাবে অধিবেশন পরিচালনা করে, কিন্তু নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিবার কালে উভয়ের যুক্ত অধিবেশনের প্রয়োজন হয়: ১। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি, প্রতিরক্ষা-বিভাগের সেনাপতি প্রভৃতির নিয়োগ ব্যাপারে; ২। আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানকল্পে: ৩। দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করিবার উদ্দেশ্যে। সুইজারল্যাণ্ডে কমিটি-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

সুইস আইনসভা রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইলেও দুই প্রকারে ইহার ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে বলা যায়। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদকে ইহা ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের প্রত্যক্ষ-ভাবে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দ্বারা আইনসভার সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গণভোট, গণপ্রস্তাব প্রভৃতি অধিকার দ্বারা আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে।

সুইস্ শাসনবিভাগের সহিত আইনসভার সম্পর্ক (Relation between the Swiss Executive and the Legislature)

সুইস্ শাসনকর্তৃপক্ষ বৃটিশ ও মার্কিন শাসনকর্তৃপক্ষ—এই উভয়ের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে সুইস্ শাসনব্যবস্থা এই উভয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পরিহার করিয়া গুণগুলির সার্থক উত্তরাধিকারী হইতে সমর্থ

হইয়াছে। বৃটেনে 'কেবিনেট' বলিতে যাহা বুঝায়, সঠিকভাবে বলিতে গেলে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ' বলিতে তাহা বুঝায় না। বৃটেনের মন্ত্রিসভার মত সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আইনসভার নিকট কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। আইনসভা কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ-নির্ধারিত নীতি সমর্থিত না হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পদত্যাগ করিতে হয় না বা তাহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। যখনই আইনসভা ইহার নীতি সমর্থন করে না তখন পরিষদ আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী ইহার নীতি পরিবর্তন করিয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে। বৃটিশ কেবিনেটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই নীতির সমর্থক একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া কেবিনেট গঠিত (Political homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। অপরপক্ষে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত এবং আইনসভায় তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ চারবৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। সাধারণতঃ, আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে শাসন-পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হইলেও আইনসভার সদস্য-বহির্ভূত ব্যক্তিও নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন, আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দান করিতে পারেন না। আইনসভা শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে প্রশ্ন করিতে পাবে, কিন্তু পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না এবং শাসন-পরিষদের সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন—এই দুইটি কারণে সুইস শাসন-পরিষদের স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসন-পরিষদও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (The Federal Tribunal)

একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বর্তমানে ছাব্বিশ

হইতে আটাশজন বিচারপতি লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়াও স্থায়ী বিচারপতিগণের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করিবার জন্য এগার হইতে তেরজন বিচারপতি নিযুক্ত থাকেন। বিচারপতিগণ ছয় বৎসরের জন্য আইন-পরিষদের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুইস্ প্রথা অনুসারে তাঁহারা বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত রাখা হয়।

এই বিচারালয়ের আদিম ও আপীল মামলা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে দেওয়ানী আইন-সম্পর্কিত মামলার বিচার এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। ক্যাণ্টন বিচারালয়গুলি হইতে আনীত মামলাগুলির আপীল শুনিবার ইহার অধিকার আছে। বারজন জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচারও করিতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগগুলির বিচারকার্য এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আর একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র-বিরোধী অথবা জাতীয় সভা-প্রণীত আইন-বিরোধী বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ক্যাণ্টনগুলি প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বলিয়া বাতিল করিতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার অনুরূপ ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের বৈধতা-সম্পর্কে বিবেচনা করিবার পূর্ণ অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রিম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে জনসাধারণের হস্তে। জনসাধারণই গণভোট দ্বারা আইনের বৈধতার প্রশ্নের সমাধান করে। ইহা ছাড়া, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক অধিকার-সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শাসনবিভাগীয় বিচারালয়রূপেও কার্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি (Method of Amendment of the Constitution)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের

পরিবর্তন সাধন করা দুঃসাধ্য নহে। দুইটি পদ্ধতিতে সাধারণতঃ শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সভার দ্বারা উত্থাপিত হইতে পারে। এই প্রস্তাব জাতীয় সভার উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। অধিকাংশ ক্যান্টনের সংখ্যাধিক্য ভোটদাতার সম্মতি পাইলে সংশোধন প্রস্তাব কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় সংশোধন-প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারে। সংশোধন-প্রস্তাবটি একটি সম্পূর্ণ বিলের আকারে (Formulated Initiative) অথবা সাধারণ প্রস্তাবরূপে (Unformulated Initiative) আইনসভার নিকট প্রেরিত হইতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আইনসভার অনুমোদন থাকিলে প্রস্তাবটিকে ক্যান্টনগুলি ও জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। আইনসভা যদি প্রস্তাবিত বিলটি অনুমোদন না করে তাহা হইলে আইনসভা ঐ সম্পর্কে নূতন বিল অথবা প্রত্যাখ্যান প্রস্তাব এবং গণভোটের সাহায্যে প্রস্তাবিত বিলটিকে ভোটদাতৃগণের নিকট প্রেরণ করিতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আইনসভার সম্মতি থাকিলে আইনসভা সাধারণ প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে ক্যান্টনগুলি ও জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য পেশ করে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশোধন-প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হইতে গেলে অধিক সংখ্যক ক্যান্টন ও অধিকসংখ্যক ভোটদাতৃগণ কর্তৃক সমর্থিত হওয়া চাই।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Government)

প্রত্যেকটি ক্যান্টনে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি মহাসভা (Grand Council) আছে। এই সভাই ক্যান্টনের আইন-প্রণয়নের অধিকর্তা। তবে মহাসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা গণভোট, গণপ্রস্তাব অধিকার দ্বারা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচ হইতে সাতজন প্রতিনিধি লইয়া প্রত্যেক ক্যান্টনের শাসন-পরিষদ (Administrative Council) গঠিত। আপেন্‌জেল, ইউরি, গ্ল্যারাস্‌ ও আন্‌তার ওয়াল্‌ডেন্‌ নামক চারিটি ক্ষুদ্র ক্যান্টনে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান আছে।

সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিক লইয়া গঠিত সাধারণ সভা (General Assembly) এই ক্যান্টনগুলির শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ সভা পাঁচজন সদস্য-সম্বলিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করে। এই সমিতি শাসন-সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় সেনাবিভাগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিবার জন্য, সুইস সরকার স্থায়ী সেনাবিভাগ রাখিতে পারে না। এইজন্য দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তিত করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করা যায়।

দলব্যবস্থা (Party System)

সুইজারল্যাণ্ডে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকিলেও শাসন-পরিচালনা কার্যে রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্যের উপর আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না বলিয়া দলগুলির বিশেষ কোন প্রতিপত্তি নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ কোন একটি মাত্র দলের সমর্থক লইয়া গঠিত হয় না। ইহাদের মতানৈক্য থাকিলেও দলাদলি নাই এবং জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত তাঁহারা দলীয় মত বিসর্জন দিয়া থাকেন।

সুইস্ দেশে কয়েকটি বিশেষ কারণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের (Federal Council) সদস্যগণ দলের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন না এবং একবার নিযুক্ত হইলে সদস্যগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত বহুদিন উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। সুতরাং শাসন-পরিষদে সদস্য নির্বাচনকালে দলীয় কর্মতৎপরতার আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ পুরাতন সদস্যগণই পুনর্নিযুক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, গণভোট, গণ-নির্দেশ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত থাকার ফলে আইনসভার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং আইনসভার সদস্য নির্বাচনকালেও দলীয় মনোভাব ও দলীয় কর্মতৎপরতার অভাব দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী পদগুলিতে গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করা

হয়। এই পদগুলির বেতন পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। সুতরাং সরকারী নিয়োগ ব্যাপারের ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থসাধনের সুযোগও নাই। এতদ্ব্যতীত সুইস্ জনসাধারণ জাতীয় স্বার্থকে সকল অবস্থায়ই দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে অভ্যস্ত। সুতরাং এই দেশে সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবের অভাব দেখা যায়। অন্যান্য দেশের মত সুইস্ রাজনৈতিক দলগুলি জাতি, ভাষা বা ধর্মমতের পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত নয়।

সুইস্ দেশে ফরাসী দেশের মত বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল (The Catholic Conservative Party)

এই দলটি ক্যান্টনগুলির স্বাধীনতার সমর্থক। পূর্বাপর এই দল জাতীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসারণের বিরোধিতা করে। পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এই দল বিশেষভাবে দাবী করে।

২। চরম পন্থীদল (The Radical Party)

এই দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী। ইহারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ইঁহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়ন বিষয়ে গণ-নির্দেশ প্রবর্তনের সমর্থক। পররাষ্ট্র সম্পর্কে এই দল-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ সমর্থন করে।

৩। কৃষকদল (The Farmers' Party)

কৃষির সংস্কার, কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিস্বার্থের সংরক্ষণ—ইহাই হইল এই দলের উদ্দেশ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের দেশীয় বাজার রক্ষা করিবার জন্য ইহারা বিদেশজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন সমর্থন করে। এই দল ক্যান্টন সরকার অপেক্ষা জাতীয় সরকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করে। ইহারা জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার পক্ষপাতী।

৪। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল (The Social Democratic Party.)

এই দল শ্রমিক সংঘ ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোক লইয়া গঠিত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দল ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হইলেও এই দল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই উভয়ের সংযোগ সাধনের পক্ষপাতী। এই দল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের উগ্র সমর্থক।

ইহা ছাড়াও, শ্রমিক দল (Labour Party), স্বতন্ত্র দল (Independent Party), উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (Liberal Democratic Party) প্রভৃতি আরও কতিপয় দল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Methods of Direct Democracy)

সুইজারল্যাণ্ড দেশ গণতন্ত্রের আদি জন্মভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে গণ-নির্দেশাধিকার (Referendum) ও গণপ্রস্তাব অধিকার (Initiative) কার্যকরী হওয়ার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সার্থক হইয়াছে।

গণ-নির্দেশাধিকারের অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খসড়া আইন জনগণের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হাওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন জনসাধারণের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরিত হয়। যদি জনসাধারণ অধিক ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়; আইনসভার আর পৃথক্ অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ-অধিকার বাধ্যতামূলক (compulsory) বা ঐচ্ছিক (optional) হইতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে শাসনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ, শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ঐচ্ছিক গণ-নির্দেশ গ্রহণ করা হয় তখন, যখন (১) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক (৩০,০০০) অথবা ৮টি ক্যান্টন এই অধিকার দাবী করে। ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষেত্রেও এই দুই জাতীয় গণ-নির্দেশাধিকার প্রয়োগ করা হয়।

গণপ্রস্তাব অধিকারের অর্থ হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের

একটি খসড়া আইনসভার বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়াটি বিবেচনার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিক্যে সেই খসড়াটি অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। আইন-প্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার দুই প্রকারে হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খসড়া আইনটি আইনসভার নিকট পেশ করিবে সেটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণাংগ গণপ্রস্তাব (Formulated Initiative) বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণ-বর্জিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ গণপ্রস্তাব (Unformulated Initiative) বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় ও ক্যাণ্টনের শাসনতান্ত্রিক আইনের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণপ্রস্তাব প্রযোগ করা যায়। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা যদি মিলিতভাবে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে ও প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত আকারে আইনসভার নিকট পেশ হয় তাহা হইলে ইহাকে পূর্ণাংগ গণপ্রস্তাব বলা হয়।

গণ-নির্দেশ ও গণপ্রস্তাব একটি অন্যটির পরিপূরক। গণপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা, আর গণ-নির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক, গণপ্রস্তাব আইনসভাকে সেই আইন প্রণয়নে বাধ্য করে। অপর পক্ষে জনমত উপেক্ষা করিয়া আইনসভা যদি কোন আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয় তাহা হইলে গণ-নির্দেশ প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আইনকে কার্যকরী হইতে দেওয়া হয় না। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণা করে।

সুইস্ গণতন্ত্র ও ইহার সাফল্যের কারণ (Causes of the Success of Swiss Democracy)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডে যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তদ্রূপ হয় নাই। দেশের স্বল্প আয়তন এই সাফল্যের একটি কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র না হইলেও ক্ষুদ্র দেশ আরও অনেক আছে, কিন্তু কোথায়ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এতটা সাফল্য-

মণ্ডিত হইতে দেখা যায় নাই। দেশটি ক্ষুদ্র বলিয়া জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মতের বিনিময় সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে ও কম সময়ে জনমত সংগ্রহ করিবার সুযোগ থাকায় শাসনকার্যে জনমতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামো ইহার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। গ্রেট বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে চূড়ান্ত রকমের ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ধনবৈষম্য না থাকার ফলে এদেশে কোন বংশগত অভিজাত শ্রেণী বা শাসকসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয় নাই। অধিকাংশ অধিবাসীই সম-ব্যবসায়ী ও সম-সামাজিক মর্যাদার অধিকারী বলিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং কোনরূপ শ্রেণীবিরোধ দ্বারা সুইজারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাহত হয় নাই। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বহুদিন হইতে ইহার নিরপেক্ষতা নীতি এই দেশকে আত্মঘাতী সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। ফলে, একদিকে জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিক হইয়া গঠিত হইয়াছে, অন্যদিকে তাহাদের চরিত্রে সহনশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহনশীলতা ও অপরের মতামত-সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব সুইস জাতির একটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া এত জনপ্রিয় হইয়া থাকেন যে, একই সদস্য বহুদিন পর্যন্ত পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্যই পর্যায়ক্রমে এক বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কি পরিমাণে তাঁহারা গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আত্মকর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহারা জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এরূপ বিবেচক নাগরিক অন্যদেশে দুর্লভ। গণভোট, গণপ্রস্তাব অধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাদের সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়া গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির সমন্বয়ে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণের মধ্যে যে বলিষ্ঠ ও সহনশীল দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছে,

তাহার ফলে সুইস জাতি গণতন্ত্রের সার্থক ধারকরূপে আজ সমগ্র সভ্য-জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইলেও সুইস শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ হয় নাই। উনিশটি ক্যান্টন ও ছয়টি অর্ধক্যান্টন লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

২। লিখিত শাসনতন্ত্র। অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে অপেক্ষাকৃত বহু বিস্তারিত।

৩। শাসনতন্ত্রে কোন অধিকারপত্র নাই।

৪। অনমনীয় শাসনতন্ত্র।

৫। শাসনকর্তৃপক্ষ সমক্ষমতাপন্ন একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত ও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক-পদ্ধতির দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ—আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন সদস্য লইয়া শাসন-পরিষদ গঠিত। ইঁহাদের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্যগণ আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া ইঁহাদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। কার্যকাল শেষ হইলেও সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার গুণগুলির অধিকারী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—জাতীয় সভা—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়-পরিষদ লইয়া জাতীয় সভা গঠিত। চুয়াল্লিশ জন ও একশত ছিয়ানব্বই জন সদস্য লইয়া যথাক্রমে রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ গঠিত হয়।

সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও জাতীয়পরিষদের ক্ষমতা কার্যতঃ অনেক

বেশী। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, সন্ধিচুক্তি-অনুমোদন, যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করা আইনসভার প্রধান কার্য। রাষ্ট্রপতি, সৈনাধ্যক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি নিয়োগ ও দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তি-মার্জনার জন্য উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আবশ্যক। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভার ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য ছাব্বিশ হইতে আটাশ জন বিচারপতি নির্বাচিত হইয়া প্রধান বিচারালয় গঠিত হয়। এই বিচারালয়ের আদিম ও আপীল বিচারের ক্ষমতা রহিয়াছে। ক্যান্টন সরকারগুলি রচিত আইন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-রচিত আইনের উপর ইহার সে ক্ষমতা নাই। শাসনবিভাগীয় বিচারালয়রূপেও ইহার কিছু কার্য সম্পাদন করিতে হয়।

শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি : ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব অধিকাংশ ক্যান্টন ও অধিকাংশ ভোট-দাতার অনুমোদনে কার্যকরী হয়।

২। পঞ্চাশ সহস্র ভোটদাতার লিখিত আবেদনক্রমে আইনসভা সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাবটিকে গণ-ভোটের জন্য পেশ করিতে হয়।

প্রশ্নাবলী

1. "Real democracy in operation." How far is this characterisation true of the Swiss Constitution ?
(Madras 1937)

2. Discuss the position and functions of the Federal Executive in the Swiss Constitution. (C. U. 1955)

3. State the main features of the Swiss System of Government. (C. U. 1958)

4. Explain how the Swiss Constitution provides for direct popular legislation. (C. U. 1959)

5. Discuss the main features of the Swiss Constitution. (C. U. 1956, 1961)

6. How are the judges of Federal Court in Switzerland chosen ? What is its role in maintaining the balance of power between the Confederation and the Canton ? (C. U. 1962)

7. What are the features of the Swiss Federal Excutive which made it unique ? (C. U B. A. Part I, 1962)

8. Discuss the method of amendment of the Swiss Constitution (C U. B. A. Part I, 1962)

9. Discuss the position and powers of the President of the Swiss Confederation. (C. U. B. A. Part I, 1963)

10. Point out the differences between the nature of the British Cabinet and that of the Swiss Federal Council. (C. U. B. A. Part I, 1963)

11. Summarise and comment on the distribution of powers between the Confederation and its Constituent units in the Constitution of Switzerland. (C. U B A. Part I, 1964)

12. Indicate fully the relationship between the Federal Council and the Federal Legislature in Switzerland. (C. U. B. A. Part I, 1964)

13. Explain the usefulness and functions of the Federal Tribunal in Switzerland. (C. U. B. A. Part I, 19 5)

প্রশ্ন ও উত্তরের ইংগিত

বৃটিশ শাসনতন্ত্র

1. Contrast the salient features of the Constitutions of Great Britain and the United States.

উঃ ইঃ—বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার করিতে গেলে প্রথমেই এই উভয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্যের উপর দৃষ্টি পড়ে। পার্থক্যগুলি হইল: ১। বৃটিশ শাসনতন্ত্র বৃটেনে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে, আর মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয়। ২। বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অলিখিত ও নমনীয়, মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ৩। বৃটেনে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা, আর মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা। ৪। বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, অপর পক্ষে, আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র। ৫। বৃটিশ শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্য, আর মার্কিন দেশে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ৬। বৃটেনে আইনের অনুশাসন দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ৭। বৃটিশ শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতা পৃথকীকরণ করা হয় নাই, এজন্য বৃটেনের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম পৃথকীকরণ সাহায্যে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে উভয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে বহু পার্থক্য থাকিলেও এই পার্থক্যগুলির অন্তরালে উভয় শাসনতন্ত্রের কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

(পৃঃ ১৪৮—১৫১)

2. Discuss the relation between the Laws and Conventions of the Constitution of England. Discuss Dicey's views on the nature of the sanction behind them.

উঃ ইঃ—বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা, (১) শাসনতান্ত্রিক আইন ও (২) প্রথাগত বিধান। আইনগুলি

আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়, আর প্রথাগত বিধানগুলি আইনসভা-নিরপেক্ষ-ভাবে সৃষ্টি হয়। আবার আইনগুলি বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায়। কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। তবে বর্তমানে যাহা প্রথাগত বিধান বলিয়া পরিগণিত কালক্রমে সেগুলি আইনে পরিণত হইতে পারে—যথা, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার আইন। প্রথাগত বিধানগুলি প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ধিত হইলেও শেষ পর্যন্ত এই বিধানগুলির ভিত্তিতেই নূতন আইন সৃষ্টি হয়।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রধান কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয়ে নহে। (পৃঃ ৫—৮)

3. **Discuss the position of the Crown in the British Constitution.**

উঃ ইঃ—বৃটিশ শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাজা। রাজাকে কেন্দ্র করিয়াই বৃটিশ শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। যদিও বর্তমানে রাজা রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন তথাপি তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা কালক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া রাজতন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। বর্তমানে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণের সম্মতিক্রমে কেবিনেট সদস্যগণ এই প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রাজার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধিগণ দ্বারা অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয়। রাজা স্ব-ইচ্ছায় কোন কায করিতে পারেন না। সুতরাং বলা হয় যে, রাজার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই।

রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা না থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাজা মন্ত্রিগণকে উৎসাহ প্রদান কারতে পারেন, নিষেধ করিতে পারেন এবং পরামর্শ দান করিতে পারেন। রাজাই হইলেন জাতির উচ্চ আদর্শের প্রতীক: সমগ্র কমনওয়েল্‌থভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের একমাত্র নিদর্শন। রাজার অভাবে এই ঐক্য বিনষ্ট হইতে পারে। (১৪—২০ পৃষ্ঠা)

4. **What constitutes the Executive in England? Describe its relation to the legislature.**

উঃ ইঃ—গ্রেট বৃটেনের শাসনকর্তৃপক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা, রাজা, কেবিনেট ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র। রাজা হইলেন নামসর্বস্ব প্রধান, রাজাসহ কেবিনেট হইল রাজনৈতিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকর্তৃপক্ষ, কেবিনেট হইল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ এবং কার্যকালের স্থায়িত্বের জন্য আমলাতন্ত্রকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

রাজার সহিত আইনসভাব সম্পর্ক হইল যে, রাজা আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজা আইনসভা আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইন-প্রণয়নে বাজার সম্মতি অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে রাজাব এই ক্ষমতা মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

কেবিনেট হইল প্রকৃত শাসনকতৃপক্ষ। কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য এবং তাঁহারা তাঁহাদের শাসননীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার বিশেষ কবিয়া কমন্স সভার নিকট দায়ী। কিন্তু বর্তমানে কেবিনেটেব ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বহু পবিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে পার্লামেন্ট সভা শুধু কেবিনেট নির্ধাবিত নীতি ও কার্যক্রমে সমর্থন জ্ঞাপন করে। আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট হইলেও বতমানে কেবিনেট আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। (পৃঃ ১৪, ২৯—৩২)

5. **How is the British House of Lords composed? Is it now a very important limb of the British Legislature?**

উঃ ইঃ—গ্রেট বৃটেনের আইনসভাব উচ্চ কক্ষ হইল লর্ডসভা। ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৯১০ জন সদস্য লইয়া এই প্রাচীন আইনসভা গঠিত, যথা; ১। রাজবংশের কতিপয় ব্যক্তি, ২। জন্মগত উত্তরাধিকার-সূত্রে নির্বাচিত লর্ডগণ, ৩। স্কট্‌ল্যাণ্ডের নির্বাচিত ১৬ জন লর্ড, ৪। ২৮ জন আইরিশ লর্ড, ৫। ২৮ জন ধর্মযাজক, ৬। আইন বিশারদ লর্ডগণ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই আইনের সংশোধন হওয়ার ফলে লর্ডসভার আইন-প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। এই সভা শাসনকর্তৃপক্ষকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম। সুতরাং ক্ষমতার দিক দিয়া এই সভার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। তবে এই সভা একটি প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। ইহার গুরুত্ব-

পূর্ণ বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে এবং বহু খ্যাতনামা ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সভার সদস্যপদ অলংকৃত করিয়া থাকেন। কেবিনেট গঠনে এই সভার অবদান উপেক্ষণীয় নহে। কমন্স সভার দ্রুত আইন-প্রণয়নে বাধা দিয়া এই সভা দেশে জনমত জাগ্রত করিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই সভা আইনের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে পারে এবং বিতর্ক-বিহীন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। সুতরাং এই সভাকে একেবারে অকেজো বলা সমীচীন নহে। (পৃঃ ৪৪—৪৬, ৪৮—৪৯)

6. Distinguish between a Public Bill and a Private Bill. What are the stages through which a Public Bill must pass before it can become an Act of Parliament.

উঃ ইঃ—আইনের প্রস্তাবগুলিকে প্রধানতঃ সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া (Private Bill) বলা হয়। সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়াগুলির বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন, দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ বা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আইন। এই খসড়াগুলি বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইবার কোন আইনগত বাধা না থাকিলেও সাধারণতঃ সরকারী সদস্যগণ (মন্ত্রিমণ্ডলী) কর্তৃক উত্থাপিত হয়।

বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক আইনসভায় পেশ করা হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপার হইল এই বিলগুলির বিষয়বস্তু। কোন শহরে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি করা বা কোন নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা, ইত্যাদি বিশেষ স্বার্থের জন্য এই আইনগুলির প্রণয়ন করা হয়। উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির কিছু পার্থক্যও আছে।

সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়াগুলি নিম্নলিখিতভাবে আইনে পরিণত হয়। ১। খসড়া প্রণয়ন, ২। আইনসভায় পেশ করা, ৩। প্রথম পাঠ, ৪। দ্বিতীয় পাঠ, ৫। কমিটিতে প্রেরণ, ৬। কমিটি কর্তৃক বিবরণ প্রদান, ৭। তৃতীয় বা শেষ পাঠ। একটি কক্ষ কর্তৃক এইরূপে খসড়াটি অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষেও অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে বিলটি

পাস করিতে হয়। উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাজার সম্মতিতে খসড়াটি আইনে পরিণত হয়। (পৃঃ ৫৮—৬০)

7 "The English system of Government is at once a monarchy, aristocracy and democracy."

Examine the statement.

উঃ ইঃ—বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। বৃটেনের বংশানুক্রমিক রাজা হইলেন রাজতন্ত্রের প্রতীক। কিন্তু রাজা বর্তমানে বাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়া গণতন্ত্র প্রসারের সহায়ক হইয়াছেন। লর্ডসভা হইল অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন। কিন্তু বৃটেনেব এই অভিজাত শ্রেণী স্থায়ী নহে—অভিজাত শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বর্তমান। বর্তমানে কার্যতঃ ক্ষমতাবিহীন অভিজাততান্ত্রিক লর্ডসভার অস্তিত্বেব দ্বারা বৃটেনে গণতন্ত্রের প্রসার কোনমতেই বাধা পায় নাই। জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমন্সসভাই হইল বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান উৎস। সুতরাং শাসনতন্ত্রেব কাঠামো মিশ্র হইলেও গণতান্ত্রিক আদর্শই বৃটেনের শাসনব্যবস্থার প্রধান কার্যকরী শক্তি। (পৃঃ ৮৫—৮৬)

8. "The British Legislature is anything but legislative in its main functions." Discuss.

উঃ ইঃ—উপরি-উক্ত মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট আর যাহাই করুক না কেন আইন-প্রণয়ন কার্যে ইহার কোন ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্ট সভার কার্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, লর্ডসভার আইন-প্রণয়নে কার্যতঃ কোন ক্ষমতা নাই। কমন্সসভা সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার অনুপ্রেরণা কেবিনেটের হস্তগত। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্টের বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইতে পারে না। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ শুধু কেবিনেট কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগুলি সমর্থন করিয়া যান। হয়ত বা ইহার সমালোচনা করিতে পারেন—কিন্তু সক্রিয়-ভাবে বাধা দিতে অক্ষম। সত্য বটে, কেবিনেট সবকিছু কাজই পার্লামেণ্টের

সম্মতিক্রমে করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পার্লামেণ্ট কেবিনেট অনুসৃত নীতি ও কেবিনেট প্রস্তাবিত আইন সমর্থন না করিয়া পারে না। কারণ, কেবিনেট ইচ্ছা করিলে কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নিবাচনের আদেশ দিতে পারে। বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনও কেবিনেটের সমর্থন না পাইলে পাস পাওয়া দুরূহ। সুতরাং আইন প্রণয়ন করা বৃটিশ আইনসভার কাজ হইলেও এই সভা কার্যতঃ আইন প্রণয়ন করে না, শুধু আইন-প্রণয়নে সম্মতি দান করে। (পৃঃ ৫১—৫৩, ৩২—৩৮)

9. Discuss the position and functions of the Privy Council in the British system of Government.

উঃ ইঃ—প্রিভি কাউন্সিল হইল রাজার মন্ত্রণাসভা। নর্মান রাজাদের সময় ইহার উৎপত্তি হইয়া কালক্রমে ইহা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, জরুরী অবস্থায় রাজাকে পরামর্শদান করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কাউন্সিলার লইয়া গঠিত কেবিনেটের উৎপত্তি হয়। কালক্রমে এই কেবিনেটই রাজার প্রকৃত মন্ত্রণা-সভায় পরিণত হয় ও মূল সংস্থা প্রিভি কাউন্সিল নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের আইনসিদ্ধ অস্তিত্ব থাকিলেও মন্ত্রণা সভা হিসাবে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। এই সভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩৩০। সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়া থাকেন। রাজার অভিষেক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে এই সভার সদস্যগণ মিলিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে এই সভার কার্য শিক্ষা ও কৃষি সংস্থা, বিচারকার্য পরিচালনা সংস্থা প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সপরিষদ রাজাদেশ প্রবর্তন করাই হইল বর্তমানে এই সভার প্রধান কার্য। (পৃঃ ২১—২২)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র

10. State the salient features of the Constitution of the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—১। পনেরটি আঙ্গিক রাজ্যের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত। শাসনতন্ত্রের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যথা, আঙ্গিক রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার অধিকার, স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিবার অধিকার ইত্যাদি। ২। এই শাসনতন্ত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ৩। শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার ও অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা ও নাগরিক কর্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৪। আইনসভার উভয় পরিষদকে সমান ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। ৫। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন। ৬। আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত ৩৩জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম হইল এই শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনবত্ব। ৭। শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল নির্বাচন পদ্ধতিতে নিযুক্ত বিচারপতিগণ লইয়া গঠিত বিচারালয়। বিচারকার্যে নাগরিক বিচারকগণের নিয়োগও বিচার-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ৮। এই শাসনতন্ত্রের আর একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার এক-দলীয় (সাম্যবাদী) শাসনব্যবস্থা। (পৃঃ ৯৮—১০২)

11. Describe the fundamental rights and duties of a citizen in the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সর্বদেশের শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ ব্যতীতও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি কার্যকরী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, যাহার দ্বারা নাগরিকগণ এই মৌলিক অধিকারগুলির সহায়তায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। মৌলিক অধিকারগুলির সহিত কতকগুলি মৌলিক কর্তব্যের সন্নিবেশ হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকারগুলি হইল :

১। কাজ করিবার অধিকার, সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না, সে খাইতেও পাইবে না। এই ব্যবস্থার দ্বারা সমাজ হইতে শ্রমবিমুখ পরজীবী সম্প্রদায় উৎসাদিত করিয়া শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার। শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না। তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ৩। শিক্ষার অধিকার—প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। টাকার অভাবে কেহই অশিক্ষিত থাকে না। ৪। সকলের সমানাধিকার—স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে। ৫। ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার—সোভিয়েত নাগরিকগণ বর্তমানে স্বাধীনভাবে ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করিতে পারেন। ৬। বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা—নাগরিকগণ শ্রমিকগণের স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। ৭। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাধীনতা—বিনা বিচারে বা সরকারী অভিযোক্তার বিনা অনুমোদনে কাহাকেও আটক করা যায় না। চিঠিপত্রের ও পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকারও নাগরিকগণকে প্রদত্ত হইয়াছে। ৮। আশ্রয় পাইবার অধিকার—কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীগণ সোভিয়েত দেশে আশ্রয় পাইতে পারেন। ৯। সংঘ গঠন করিবার অধিকার—রাজনৈতিক দল গঠন করা ব্যতীত অন্য সর্ববিধ সংঘ নাগরিকগণ গঠন করিতে পারে।

মৌলিক কর্তব্য ঃ ১। প্রত্যেক সমর্থ নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল কাজ করা, ২। আইন-কানুন মান্য করা ও শ্রম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ৩। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা ও ৪। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা।

(পৃঃ ১০২—১০৭)

12. Describe the Constitution and functions of the Supreme Soviet of the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সুপ্রীম সোভিয়েত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত—এই দুইটি পরিষদ লইয়া সুপ্রিম সোভিয়েত গঠিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী

বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতিনিধি লইয়া জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত গঠিত। সমগ্র দেশের নাগরিকগণের প্রতিনিধি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত গঠিত। উভয় পরিষদের কার্যকাল ৪ বৎসর কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম উভয় পরিষদই ভাঙ্গিয়া দিতে পারে।

উভয় পরিষদই সমান ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচন, প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচন, সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করা ইহার কার্য। (পৃঃ ১১১—১১৫)

13 Give a brief account of the Constitution and functions of the Council of Ministers in the Soviet Constitution.

উঃ ইঃ—সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ প্রায় ৬০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ নির্বাচিত হন। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয়।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা ও বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক শাসনব্যবস্থা চালু রাখা ইহার প্রধান কাজ। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, বৈদেশিক নীতি স্থির করা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত। মন্ত্রি-পরিষদ ইহার কাজের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের অবকাশকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী। (পৃঃ ১০৭—১১০)

14. How is the Presidium of the Supreme Soviet composed? Enumerate its functions.

উঃ ইঃ—অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা বা রাষ্ট্রপতি নাই। তৎপরিবর্তে ৩৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রেসিডিয়াম আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সভা সরাসরি আইন প্রণয়ন করিতে না পারিলেও আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারে। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ এই সভার নিকট দায়ী থাকে। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ

ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে উহা নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। এই সভা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করে। সুপ্রিম সোভিয়েত প্রণীত কোন আইনের সহিত আঙ্গিক রাজ্য প্রণীত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে এই সভা শেষোক্ত আইনকে বাতিল করিতে পারে। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক, শাসনবিষয়ক ও বিচারবিষয়ক ক্ষমতাগুলি প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। (পৃঃ ১১৫—১১৮)

15. Briefly describe the judicial system in the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৩০জন বিচারপতি লইয়া গঠিত সুপ্রিম কোর্ট হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবার ক্ষমতা আছে। ইহার কার্য ৫টি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে এই বিচারালয় নাকচ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, আঙ্গিক রাজ্যগুলির, স্ব-শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার প্রধান বিচারালয় আছে। সর্বনিম্ন আদালত হইল জনসাধারণের আদালত। সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্দেশে প্রয়োজনমত বিশেষ আদালতও গঠিত হইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর স্থানীয় বিচারালয়গুলির বিচারকগণ স্থানীয় সোভিয়েত সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সমস্ত বিচারালয়ের কার্যই নাগরিক-বিচারকের সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—১। বিচারকগণ নির্বাচিত হন, ২। বিচার-কার্যে নাগরিক-বিচারকগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, ৩। স্বল্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে স্থানীয় ভাষায় বিচারকার্য পরিচালিত হয়, ৪। শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হইল অপরাধীকে পরবর্তী জীবনে সু-নাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলা। (পৃঃ ১১৯—১২২)

16. Broadly indicate the structure of the state in the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া একটি বৃহত্তর জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে

সমগ্র জাতীয় ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ সুনিপুণভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। ১। আঙ্গিক রাজ্য, ২। স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, ৩। স্ব-শাসিত অঞ্চল ও ৪। জাতীয় এলাকা—এই চারিটি হইল সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসনশীল সংস্থা পৃথগ্‌ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় ইহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী। (পৃঃ ১৩৫—১৩৮)

17. Discuss the role of the Communist Party in the Soviet system of Government.

উঃ ইঃ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল সাম্যবাদী দল। এই দলের প্রভাব শাসনসংস্থাগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাম্যবাদী দলের হস্তেই সমুদয় ক্ষমতা-কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দলের পলিটব্যুরো নামক সংস্থা হইল দলীয় ক্ষমতার উৎস। (পৃঃ ১২৩—১২৪)

18. Discuss how far the U. S. S. R. is a socialist state of workers and peasants.

Is there any scope for private enterprise in the U.S.S R. ?

উঃ ইঃ—সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া শোষণমুক্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হইল সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার মূলনীতি হইল 'কাজ করা' এবং যাহারা কাজ করে না তাহারা ভোগ করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের কোন স্থান নাই। কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী কর্মঠ ব্যক্তিগণই হইল সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিক এবং এই কর্মিবৃন্দের প্রতিনিধি লইয়াই সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা গঠিত।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমগ্র সম্পত্তির মালিক হইল রাষ্ট্র অথবা যৌথ-খামার বা সমবায় সমিতি—কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটিরশিল্পও ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য নাগরিকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করিতে পারেন। মুনাফার লোভে নিছক ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন কারবার পরিচালিত হইতে পারে না। (পৃঃ ১৩০—১৩৩)

মার্কিন শাসনতন্ত্র

19. What do you mean by the Constitution of the United States of America today? Explain how the Constitution of the U. S. A. has changed since it first came into existence.

উঃ ইঃ—মার্কিন শাসনতন্ত্র হইল লিখিত। পাঁচটি উপাদান লইয়া বর্তমান শাসনতন্ত্র গঠিত, যথা, ১। আদি শাসনতন্ত্র, ২। ২৫টি সংশোধন আইন, ৩। কংগ্রেস সভা ও বিভিন্ন রাজ্যসভাগুলি কর্তৃক রচিত শাসনতান্ত্রিক আইন, ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ভাষ্য। নানাবিধ প্রথাগত বিধান।

আদি শাসনতন্ত্র নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেস সভা কর্তৃক পরিবর্তন ব্যতীত প্রথাগত বিধানেব উৎপত্তি এবং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা আদি শাসনতন্ত্র বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথাগত বিধানের ভিত্তিতেই মার্কিন কেবিনেট গঠিত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার উপর বহু নূতন ক্ষমতা অর্পণ কবিবার ফলে মূল শাসনতন্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। (পৃঃ ১৪৪—১৪৬)

20. An American writer has said that the Constitution of the U. S. A. is more flexible than the British one. How would you justify this view point?

উঃ ইঃ—সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলা হয়, কারণ, বৃটিশ শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা কর্তৃক পরিবর্তিত হয়। অপর পক্ষে, মার্কিন শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক জটিল পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও প্রথাগত বিধানের উৎপত্তি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাত্র ২৫টি সংশোধন সাধিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত

দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য উপায়ে মার্কিন শাসনতন্ত্রের সহজ পরিবর্তন সম্ভব। এইজন্য বলা হয় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্রও বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় সুপরিবর্তনীয়।

(পৃঃ ৩৮৩—৩৮৫—১ম খণ্ড)

21. Discuss the position of the President of the U S A. in relation to his Cabinet and to the Congress

উঃ ইঃ—দশজন সচিব লইয়া মার্কিন কেবিনেট গঠিত। রাষ্ট্রপতি ইহাদের নিযুক্ত করেন এবং তিনিই ইঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। সচিবগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী এবং তাঁহাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। তাঁহারা রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শদান করেন, রাষ্ট্রপতি তাহা গ্রহণ না করিতেও পারেন।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনকর্তৃপক্ষ (রাষ্ট্রপতি) ও আইনসভা (কংগ্রেস) পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। রাষ্ট্রপতি ভোটদাতাগণের দ্বারা পরোক্ষে নির্বাচিত হন। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয় না। আবার আইনসভাও রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। রাষ্ট্রপতি আইনসভা আহ্বান করিতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পরোক্ষ সংযোগ আছে। (পৃঃ ১৫৬—১৫৯)

22 Describe the composition of the American Senate and discuss why it is called the most powerful Second Chamber in the world

উঃ ইঃ—প্রত্যেকটি রাজ্য হইতে সমান প্রতিনিধিত্ব-নীতি অনুসারে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন প্রতিনিধি লইয়া মোট ১০০ জন সদস্য দ্বারা সিনেট সভা গঠিত। সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এই সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি সিনেট সভার সভাপতিত্ব করেন।

সিনেট সভার অনুমোদন ব্যতীত নিম্ন পরিষদ কোন বিল আইনে পরিণত করিতে পারে না। অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপিত করিতে না পারিলেও সিনেট এই বিলগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির

নিয়োগক্ষমতা ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত চুক্তি করিবার ক্ষমতা এই সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার ক্ষমতাও এই সভার হস্তে ন্যস্ত। (পৃঃ ১৭২—৭৩, ১৭৫—১৭৮)

23. Discuss the position and functions of the Supreme Court in the constitutional system of the U. S. A.

উঃ ইঃ—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে এই বিচারালয় ইহার আদিম বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে: ১। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কোন আঙ্গিক রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২। আঙ্গিক রাজ্যগুলির পারস্পরিক অভিযোগ, ৩। রাষ্ট্রদূত, কন্সাল প্রভৃতি সংক্রান্ত মামলা, ৪। একটি আঙ্গিক রাজ্য ও অন্য রাজ্যের নাগরিকগণের মধ্যে বিরোধ, ৫। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন আঙ্গিক রাজ্যের অভিযোগ। আপীল ক্ষমতা—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্নতম বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২। আঙ্গিক রাজ্যের বিচারালয়ে বিচারীকৃত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার অভিযোগ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুপ্রিম কোর্ট হইল শাসনতন্ত্রের রক্ষক। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি ও সরকারের বিভাগগুলি যদি শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে এই বিচারালয় ঐরূপ কার্যকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ছাডা, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া শাসনতন্ত্রের অনমনীয় ভাব দূর করিয়াছে। (পৃঃ ১৯৫—১৯৭)

24. "The judiciary in the United States has a competence far beyond that of the judiciary of the United Kingdom."

উঃ ইঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অতুলনীয়। ইহা ব্যাপক আদিম বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এরূপ ব্যাপক

আদিম ক্ষমতা নাই। আপীল মামলার বিচারক্ষেত্রেও ইহার ক্ষমতা অন্যান্য দেশের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে শুধু শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে তাহা নয়, এই বিচারালয় আইনসভা-প্রণীত আইনের গুণাগুণ বিচার করিতে পারে। এইরূপে মার্কিন দেশের সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তবে এ স্থলে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই। (পৃঃ ১৯৩—১৯৭)

25. Compare the place of parties in the working of the Constitutions of the United States and Great Britain.

উঃ ইঃ—গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয় দেশেই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেখা যায়। দলের সংগঠনও উভয় দেশেই প্রায় একই নীতিতে পরিচালিত হয়। উভয় দেশে দলের কার্য আইনের গণ্ডির মধ্যে পরিচালিত হয় এবং দলগুলি বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি বর্জন করিয়া চলে। কিন্তু গ্রেট বৃটেনে দলীয় নীতিই হইল সরকারী নীতি এবং ক্ষমতায় আসীন শাসকগণ হইলেন দলের প্রতিনিধি মাত্র। মার্কিন দেশে দলের কাজ হইল ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা ও প্রার্থী নির্বাচন করা। গ্রেট বৃটেনে দল সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মার্কিন দেশে দল সরকারের বাহিরে কাজ করে। (পৃঃ ২০৯)

সুইস শাসনতন্ত্র

26 Discuss the main features of the Swiss Constitution.

উঃ ইঃ—১। উনিশটি ক্যান্টন ও ছয়টি অর্ধ-ক্যান্টন লইয়া সুইস যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইলেও সুইস শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ হয় নাই। ২। এই শাসনতন্ত্র বিস্তারিতভাবে লিখিত। ৩। শাসনতন্ত্রে কোন অধিকার-পত্র না থাকিলেও বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ৪। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। ৫। এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্য বিধাননীতি বিশেষ স্থান পায় নাই। ৬। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানে শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির (মন্ত্রিপরিষদের) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ৭। গণ-নির্দেশ, গণ-প্রস্তাব অধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি এই শাসনতন্ত্র দ্বারা বলবৎ করা হইয়াছে। (পৃঃ ২১৭—২১৮)

27. Point out the characteristic features of the Federal Council of Switzerland and discuss its position in relation to the Federal Assembly.

উঃ ইঃ—সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নিবাচিত সাতজন সদস্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ গঠিত হয়। আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা আইনসভার সদস্য নন এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। মন্ত্রী নির্বাচিত হইলে তাঁহারা আর আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না, তবে তাঁহারা আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেও ইঁহাদের পুনর্নির্বাচনে বাধা নাই এবং নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে ইঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। আইনসভা কর্তৃক এই পরিষদের নীতি বা কার্যক্রম অনুমোদিত না হইলেও ইঁহারা পদত্যাগ করেন না। আইনসভার ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইঁহারা ইঁহাদের কার্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

থাকেন। এইরূপে সুইস শাসনব্যবস্থায় গ্রেট বৃটেনের 'পার্লামেণ্টারী' শাসনব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল' শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

এই শাসন পরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া সম-ক্ষমতাসম্পন্ন সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। পরিষদ-পতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিলেও তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। তিনি এক বৎসরেব অধিককাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

সুইস শাসনপরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দল-নিরপেক্ষ সার্বজনীন ভিত্তি। এই পবিষদ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইঁহারা দেশের জনমতেব প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতে পারেন। বিভিন্ন মতের ধারক হওয়া সত্ত্বেও পরিষদ সদস্যগণের ঐক্য ও সংহতি এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন সদস্যেরই কখনও এককভাবে পদত্যাগ কবিবাব কাবণ ঘটে না। (পৃঃ ২২৭, ২৩৫—২৩৬)

28. Discuss the method of amendment of the Swiss Constitution.

উঃ ইঃ—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত সংশোধন প্রস্তাব অধিকাংশ ক্যাণ্টন ও অধিকাংশ ভোটদাতাব অনুমোদনে কার্যকরী হয়।

২। পঞ্চাশ সহস্র ভোটদাতার লিখিত আবেদনক্রমে আইনসভা সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাবটিকে গণভোটে দিতে হয়। (পৃঃ ২৩৭—২৩৮)

29. Explain how the Swiss Constitution provides for direct popular legislation.

উঃ ইঃ—সুইজারল্যাণ্ডে দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথমটি হইল গণনির্দেশাধিকার। ইহার অর্থ হইল আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন ভোটদাতাগণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যদি ভোটদাতাগণ

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়। আইনসভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। গণ-নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক হইতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল গণপ্রস্তাব অধিকার। ইহার অর্থ হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটি খসড়া আইনসভার বিবেচনার্থে পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়াটি বিবেচনার জন্য ভোটদাতাগণের নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিক্যে খসড়াটি অনুমোদন করিলে তাহা আইনে পরিণত হয়।

সুতরাং গণপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা, আর গণনির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইন না-মঞ্জুর করা।

(পৃঃ ২৪০—২৪১)

30. How are the judges of Federal Court in Switzerland chosen ? What is its role in maintaining the balance of power between the Confederation and the Canton ?

উঃ ইঃ—সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ছয় বৎসরের জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুইস দেশের প্রথা অনুসারে তাঁহারা বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টনগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন ক্যান্টনগুলির মধ্যে দেওয়ানী আইন-সম্পর্কিত মামলার বিচার এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র-বিরোধী অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইন-বিরোধী বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ক্যান্টনগুলি প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বলিয়া বাতিল করিতে পারে। (পৃঃ ২৩৬—২৩৭)

বর্ণানুক্রমিক সূচী